ভগবদ্গীতার সমালোচনা

৺সোঽহংস্বামী ।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

৺পরমহংস সোহংস্বামী প্রণীত।

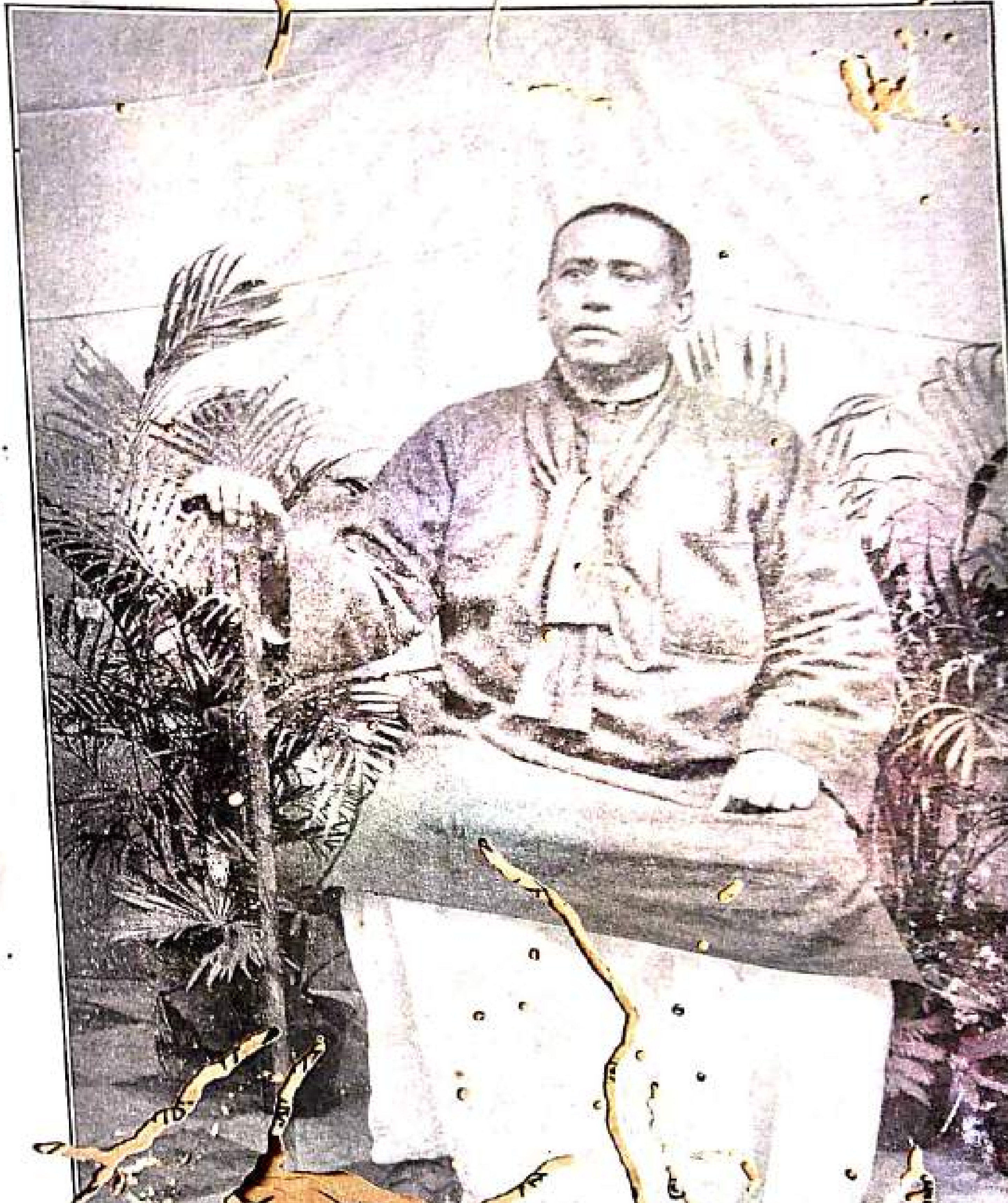
প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
তাঁতিবাজার, ঢাকা।

কাণ্ড ।১৯১৯।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ঢাকা, গেণ্ডেরিয়া প্রেস্‌সে,
শ্রীরমণীমোহন দে দ্বারা মুদ্রিত।



প্রকাশকের নিবেদন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরে বৈশম্পায়ন দ্বারা তদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে ব্যাসদেব তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। ভগবদ্গীতা মহাভারত হইতে উদ্ধৃতা হইয়া কোন্ সময়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পরিণতা হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করাও দুরূহ। ভগবৎগোবিন্দ পাদাচার্য্য শিষ্য শঙ্করাচার্য্যই যদি গীতার ভাষ্য করিয়া থাকেন তবে উহা সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ও স্বতন্ত্রাকারে ছিল, কিন্তু গীতার তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

সর্ব্বত্রাদৃত গীতা গ্রন্থের বহুকাল হইতে বিবিধ ভাষ্য টীকা এবং অনুবাদ হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার সমালোচনা করেন নাই। দার্শনিকগণ পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বকালে গ্রন্থ সমালোচনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না।

যে গ্রন্থ বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই আদৃত; তাহার তত্ত্ব সমালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে ৺পরমহংস সোহহং স্বামী ভগবদ্গীতার সমালোচনা করিয়াছেন।

ঋষি [illegible] চীন মানবমাত্রই তত্ত্বজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ ইহা অনেকের অভিমত [illegible] ছন্দে লিখিত সংস্কৃত শ্লোকমাত্রই অ[illegible]ন্ত তত্ত্বের আকর ইহাও অনেকের বিশ্বাস, এরূপ [illegible]হায়

৺[illegible]হং স্বামী কৃত ভগবদ্বাক্য খণ্ডন মণ্ডন দর্শনে অনেকের হৃদয়ে বিদ্বেষ বৃত্তি উন্মেষণেরই সম্ভাবনা।

গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্ব এবং গ্রন্থের আধুনিকত্ব বিস্মৃত হইয়া উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র এবং প্রদর্শিত যুক্তি বিচার করিলে উল্লিখিত বিশ্বাস এবং বৃত্তি জনিত পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকিবেনা। বিবেকীজন ঈদৃশ নিরপেক্ষ ভাবে গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্ব্বক তত্ত্ব গ্রহণ করেন, ইহাই প্রকাশকের নিবেদন, এবং—

পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বংনচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি

—ইহাই মনীষিগণের অভিমত।

৺পরমহংস সোঽহং স্বামী গত ১৯১৮ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়াছেন। তাঁহার অনুভূত তত্ত্বজ্ঞান ইংরাজী বাংলা নানা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দেহাত্যাগের ১ মাস পূর্ব্বে বর্ত্তমান গীতা সমালোচনা মুদ্রণ জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এপর্য্যন্ত [illegible]নালের আশ্রমে বাস করা হেতু গীতা সমালোচনা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। অদ্য ৺স্বামীজীর তিরোধানের দিবস অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারকল্পে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল। ৺সোঽহং স্বামী কৃত ইংরাজী গদ্য গ্রন্থ Common Sense শীঘ্রই ছাপা হইবে। ইতি—

ঢাকা।
৬ই [illegible]বর, ১৯১৯। প্রকাশক—

সূচী পত্র।

বিজ্ঞাপন।

সংসার সাগরে পড়ি সন্ত্রস্ত যে সুধী জন
ত্বরিতে লভিতে তীর করিতেছে সন্তরণ।
দেখিতে না পায় তট শাস্ত্র কুহেলিকাময়
নাহি হয় দিক স্থির কিন্তু হয় দিন ক্ষয়।
"সংহিতা" সবিতাসম "গীতা" তরী তার তরে
দূর করে কুহেলিকা, ভবসিন্ধু পার করে।

৺পরমহংস সোহহং স্বামী প্রণীত—

...তত্ত্ব—	দ্বিতীয় সংস্করণ	...	॥০
	তৃতীয় সংস্করণ	...	২৲
...হিতা	...	...	২৲
...ক গাথা	...	...	।০
...ব্য	...		।০
T... ইংরাজী কবিতায় বৈদান্ত তত্ত্ব		...	১॥০
... সমালোচনা		...	২৲

...ইংরাজী পদ্য গ্রন্থ Common Sense বাহির হইবে।

প্রকাশক—

...কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,

তাঁতি বাজার, ঢাকা।

ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

উপক্রম।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

বিবিধ বিরোধ পরিহারার্থে এই বৃহস্পতি বচন উপেক্ষা পূর্ব্বক

"আর্যংধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মংবেদনেতরঃ॥"

এই মনু বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রের অনুকূল বা অবিরোধি তর্কদ্বারা গীতা শাস্ত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম॥

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থরূপে পরিগণিতা; সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্প্রদায়ে সর্ব্বাশ্রমে ইহা অভ্রান্ত তত্ত্বরত্নখনিরূপিণী। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভক্ত, কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, সকলেই এই খনিলব্ধ তত্ত্বরত্নালোকে স্ব স্ব গন্তব্য পন্থা নিরূপণ করিতেছেন। সংস্কৃতজ্ঞ বিধর্ম্মিগণও ইহার অশেষ আদর করেন। গীতা পাঠকালে করন্যাস, হৃদয়াদিন্যাস এবং ধ্যানাদি বিধেয়। গীতা জ্ঞানানুশীলন ভিন্ন মোক্ষের উপায়ান্তর নাই।* গীতা

---

* "গীতা জ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাস যোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালক হাস্যতাম্॥"
গীতা মাহাত্ম্য।

পাঠ করিলে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ফল, প্রিয়ভার্য্যা, যশঃ, সৌভাগ্য, আরোগ্য এবং পরমাসিদ্ধি বা পরমধাম লাভ হয়। গীতাধ্যায়ীর তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া, ব্যাধি; পাপ, দুর্গতি এবং নরকাদির আশঙ্কা নাই; এমন কি তাহার দেহে বিস্ফোটকাদিও উৎপন্ন হয় না। তিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি এবং কৃষ্ণ পদে দাস্য লাভ করেন। যে স্থলে গীতা পাঠ হয় "মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণোভগবান্ রাধিকাসহ॥" গীতা পুস্তক সংযুক্তাবস্থায় যিনি দেহত্যাগ করেন তাহার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।* ভগবদ্গীতার ঈদৃশ মাহাত্ম্য বাহুল্য হেতু অনেকে বিধি পূর্ব্বক প্রাত্যহিক পাঠ দ্বারা ঐহিক সুখলাভ ও পারলৌকিক সম্বল সঞ্চয় করেন, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তকে বা বক্ষদেশে গ্রন্থ স্থাপন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ লাভের ব্যবস্থা করেন।

জগন্মান্য আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীধর, মধুসূদনাদি চতুর্থ আশ্রমি-মনীষিগণ গীতার ভাষ্য এবং টীকা করিয়াছেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ভারতের সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, এবং বহু বিদেশীয় ভাষায় ও ইহা অনূদিতা হইয়াছে। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত কেহ ইহার দোষগুণ সমালোচনা "Review" করেন নাই। কারণ, যে স্থলে স্বয়ং ভগবান্ বক্তা, অভ্রান্ত ঔপনিষদতত্ত্ব বক্তব্য এবং সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব লেখক, সেই স্থলে সন্দেহ করিবে কে? প্রশ্ন উত্থাপনই বা করিবে কে? গীতা

* গীতা মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই অনুকূল। ভগবান্ কাহাকেও নিরাশ করেন নাই। কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞানের সমভাবে ফলানন্ত্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বসম্প্রদায়ই ভগবদ্বাক্যে সন্তুষ্ট, এবং গীতা সর্ব্বত্র আদৃতা। বিশেষতঃ গীতার দোষ দর্শনে পারলৌকিক বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।* সুতরাং গীতা গ্রন্থ বিশ্বাস্য উহা বিচার্য্য নহে এই সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদি সম্মত এবং সমালোচনার প্রতিবন্ধী।

মনেন্দ্রিয় গোচর বিষয় নিচয় বিশ্বাস্য নহে, উহা প্রত্যক্ষ। জীব দৃশ্য দর্শন করে, শব্দ শ্রবণ করে, শিরঃপীড়া অনুভব করে, সুখ দুঃখাদি বোধ করে; এতদ্বিষয়ের বিশ্বাস করা কিংবা না করা সহ কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যাহা মনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অর্থাৎ জ্ঞান গম্য নহে, জীব স্বীয় মনোবৃত্তি অনুসারে, তাহার অস্তিত্বে কিংবা নাস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সুতরাং অজ্ঞতাই সর্ব্ববিধ বিশ্বাসের ভিত্তি। এই অজ্ঞতা হইতে বিশ্বাস ব্যতীত অপর এক বৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার নাম সন্দেহ। সন্দেহ বিবেকের

ক।জন

---

* "যোহভিমানেন গর্ব্বেণ গীতা নিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূত সংপ্লবম্॥"
"অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্প ক্ষয়োদ্ভবেৎ॥
গীতা মাহাত্ম্য।

অতীন্দ্রিয় পদার্থ নিরূপণ জন্য অনুমান প্রয়োজন, এবং অনুমানের জন্য লিঙ্গ প্রয়োজন। "পর্ব্বতোবহ্নিমান্, ধূমাৎ।" এস্থলে ধূমই বহ্নি অনুমানের লিঙ্গ। কিন্তু লিঙ্গে ভ্রান্তি হইলে, অর্থাৎ বাষ্পে ধূম ভ্রম হইলে, বহ্নি অনুমানেও ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঈদৃশ অনুমিত বিষয়ে বিশ্বাস ও অজ্ঞতা মূলক। লিঙ্গ হীন অনুমান কল্পনা বাচ্য; কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস অজ্ঞতারই মহিমা বর্দ্ধন করে।

চতুর্থ অধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, 'অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সংশয়াত্মার ইহ বা পরলোক কিংবা সুখ নাই'। কিন্তু সংশয়ী সম্বন্ধে এই ভগবদ্বাক্য বিবেক সম্মত নহে, কারণ অনভিজ্ঞ জনের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞ গুরু নির্ব্বাচন কিংবা শাস্ত্র বাক্যের সত্যানৃত নিরূপণ সহজ সাধ্য নহে। এমতাবস্থায় গুরু আখ্য অজ্ঞের বাক্যে বা শাস্ত্রাখ্য অপগ্রন্থে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ও সম্ভবপর। ঈদৃশ শ্রদ্ধাবানেরই ইহপরকাল এবং সুখের সম্ভাবনা স্বল্প। ভ্রান্তি কূপে নিমজ্জিত তাদৃশ শ্রদ্ধাবানকে সংশয় এবং তজ্জনিত বিবেক বুদ্ধিই উদ্ধার করে। পক্ষান্তরে ভ্রান্তি বশতঃ সদ্‌গুরু এবং শাস্ত্র তত্ত্বে সন্দেহ জন্মিলে বিবেক বলে স্বল্পকাল মধ্যেই সত্য নিরূপিত হয়। সুতরাং বিবেকহীন শ্রদ্ধা বা অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা সন্দেহ বৃত্তি সর্ব্বতোভাবে হিতৈষিণী।

বিশ্বাস এবং বিবেক সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি; বিশ্বাসী বিচার করেন না, বিবেকী বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস্য বিষয় বিচার্য্য

নহে, বিচার্য্য বিষয় বিশ্বাস্য নহে। যিনি নিঃসন্দিগ্ধ তিনি বিশ্বাস করেন, যিনি সংশয়ী তিনি বিচার করেন। সন্দেহ বিশ্বাসের নাশক এবং বিচারের জনক। বিশ্বাস ধর্ম্মের ভিত্তি, সন্দেহ এবং বিচার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। তাৎকালিক ধর্ম্মমতে সন্দেহ না জন্মিলে দার্শনিক গবেষণা আরম্ভ হইত না, এবং এক দর্শন সার্ব্বজনিক সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম হইলে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইত না। দার্শনিক গবেষণা দ্বারা অজ্ঞেয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত এবং অব্যক্ত তত্ত্ব অভিব্যক্ত না হইলেও, উহা দ্বারা বহুল ভ্রান্তি ও অন্ধ বিশ্বাস নিরাসিত হইয়াছে, এবং মানবের বিবেক বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে এবং হইতেছে। পৃথিবীর অপর নাম অচলা; ইহার সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ অচলত্বে সন্দেহ না জন্মিলে সচলত্ব প্রমাণিত হইত না; প্রাচীন সিদ্ধান্তে সন্দেহ না হইলে ইহার প্রদক্ষিণা এবং গোলত্ব প্রমাণিত হইত না। এইরূপ সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় গবেষণা, নবতত্ত্বাবিষ্কার এবং তদুপযোগি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সন্দেহ এবং অনুসন্ধিৎসা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ সন্দেহ সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসার জনক, এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই তত্ত্ব নিশ্চয়ক্ষম।

যাহার রজ্জুতে সর্প দর্শনরূপ ভ্রান্তি বিশ্বাসে পরিণত হয়, তিনি ক্ষীণালোকে উহার ফণা এবং দন্তাদিও ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহার ঈদৃশ সর্প দর্শনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তিনি দীপালোকে স্বরূপাবধারণ করেন। বিশ্বাস প্রবণ ধর্ম্মরাজ্যে সন্দেহ বিভীষিকা উৎপাদন করে। বিশ্বাসি ধর্ম্মী

স্বীয় কিংবা অপরের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া দর্শনে ও উ বিহ্বল চিত্তে উহা দূর করিতে যত্ন করেন। কিন্তু বিবেক ক্ষেত্রে সন্দেহ বৃত্তি তদ্রূপ বিকটাকারে প্রতিফলিত হয় না।

যাহা ধ্রুব সত্য, সন্দেহ দ্বারা তাহার অপচয় হয় না, বরং অনুকূল এবং প্রতিকূল যুক্তি যুক্ত বিচার দ্বারা উহার সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়। পক্ষান্তরে অসত্য বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নিরাকৃত হয়। সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অসত্যের অপনোদনই সজ্জন বাঞ্ছিত নয় কি? সুতরাং গীতা তত্ত্ব সমালোচনাদ্বারা ভগবদ্ভক্ত সজ্জনগণের কোনরূপ পারমার্থিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রাধ্যয়ন কালে অপর শাস্ত্রের ন্যায় গীতার ও স্থানে স্থানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; আমি সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অপর গ্রন্থের ন্যায় গীতার ও কিঞ্চিৎ বিচার করিয়াছিলাম; মাহাত্ম্যবক্তা গীতা ভক্তের ভ্রূকুটী এবং পারলৌকিক ভীতি তাহার প্রতিবন্ধী হয় নাই। অদ্য সেই বিচার এবং তজ্জনিত সিদ্ধান্ত লোকহিতার্থে লিপিবদ্ধ করিব।

অনেক উপনিষদ মন্ত্র যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,* এবং বহুশ্লোক উপনিষদ

---

* ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোক; "হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে"॥

মন্ত্রাবলম্বনে রচিত হইয়াছে; উহা শ্রুতিবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। * দার্শনিক সূত্র ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্লোকাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। † উহা বক্তা শ্রীভগবানের কিংবা গ্রন্থকারের স্বতন্ত্র মত নহে। সুতরাং ঐ সকল উপনিষদ তত্ত্ব এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের সত্যাসত্যের জন্য গীতা গ্রন্থ প্রশংসার্হ বা নিন্দনীয় হইতে পারে না, এবং উপনিষদ তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের দোষ গুণ সমালোচনা ও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সেই হেতু উহা স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত হইলে ও, গীতা গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব অনৌপনিষদ বা অশ্রৌত, অর্থাৎ যাহা বক্তা ভগবানের কিংবা গ্রন্থকর্ত্তার নিজস্ব তাহাই অপর সন্দেহ জনক বিষয় সহ বিচার করিব।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা॥"

---

*গীতা উক্ত অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক, 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃশাশ্বতোঽয়ংপুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" কঠোপনিষদ্।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেনসেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তিতেজ্ঞানং-জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গীতা। "তদ্বিজ্ঞানার্থংসগুরুমেবাভিগচ্ছেৎসমিৎপাণিঃশ্রোত্রিয়ংব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" মুণ্ডকোপনিষদ্।

† "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥" গীতা। অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাংতন্নিরোধঃ॥" পাতঞ্জল দর্শন।

"বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ॥" সাংখ্যদর্শন।

গীতা তত্ত্বামৃত স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ পদ্ম বিনিস্মৃত, এই জন্যই ইহার এত মাহাত্ম্য। ভগবদ্বাক্যে অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধাই স্বাভাবিকী; কিন্তু সপ্তশত শ্লোকময়ী গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ বিনিস্মৃতা কিনা, তাহা সন্দেহ জনক; সুতরাং গীতা ভগবদ্বাক্য কিনা, তাহাই প্রথম বিচার্য্য।

শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন "তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতা নেবশ্লোকান লিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ।" কিন্তু এই সপ্ত শত শ্লোক মধ্যে কোন্ শ্লোক কৃষ্ণ বাক্য এবং কোন্ শ্লোক ব্যাস বিরচিত তাহা স্বামীর উপক্রমণিকায় কিংবা টীকায় স্পষ্টীকৃত হয় নাই। মধুসূদন সরস্বতী বলিতেছেন, "ভগবদর্জ্জুন সংবাদরূপাচাখ্যায়িকা বিছাস্তুত্যর্থা, জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদাদিবদুপনিষৎসু।" যদ্যপি উপনিষদের জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের ন্যায় কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ ও আখ্যায়িকা বিশেষ, তাহা হইলে গীতাতত্ত্ব শ্লোক রচকের অভিমত মাত্র; উহার সহিত পদ্মনাভ ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উভয়ের সিদ্ধান্তই "ভগবদ্বাক্য বিশ্বাসীর অনুকূল নহে।

ভগবদ্গীতা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বিরচিতা হয় নাই; মহাভারত হইতে সঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ রূপে উদ্ধৃতা হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণতা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই গীতাতত্ত্ব। রথ মধ্যে কৃষ্ণার্জ্জুন ভিন্ন অপর কেহ ছিল না, কিন্তু ব্যাসদত্ত অলৌকিক শক্তিবলে সঞ্জয় তৎসমুদয় অবগত হইয়া অন্ধ

ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ঈদৃশ অস্বাভাবিক উপায়ে শ্রুত বা দৃষ্ট বিষয়ে সাক্ষ্য বর্ত্তমান বিচারালয়ে গ্রাহ্য হয় কি? ব্যবহার জগতে যাহা অস্বাভাবিক অলৌকিক বা অদ্ভুত বলিয়া অবিশ্বাস্য, এবং অপ্রামাণ্য, ধর্ম্ম জগতে তাহাই বিশ্বাস্য, তাহাই বহু ধর্ম্মতত্ত্বের অমোঘ প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন কৃপাপরবশ হইয়া আত্মযোগ সামর্থে তোমাকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলাম, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কেহ দর্শন করে নাই! বেদযজ্ঞাধ্যায়ন দানক্রিয়া উগ্রতপস্যাদি দ্বারা ও, নৃলোকে অন্য কেহ এই রূপ দর্শনে সক্ষম নহে। * অথচ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র সমীপে বিশদরূপে বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভগবদ্বাক্যে প্রতিপন্ন হয় ব্যাসাদি কেহই ঐ রূপ দর্শন করেন নাই। অহো! সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অজ্ঞাতসারে ব্যাস প্রসাদে † সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ দর্শন ও বর্ণন কি অদ্ভুত রহস্যময় অধ্যাত্মতত্ত্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কিংবা সঞ্জয় গীতা সমন্বিত মহাভারতের রচক নহেন। ভারত যুদ্ধের ন্যুনাধিক শতবর্ষ পরে বৈশম্পায়ন অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জন্মেজয়কে ইহা কহিয়াছিলেন, এবং শিষ্য

---

* "ময়াপ্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদংরূপংপরং দর্শিত মাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ংবিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥
ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ণদানৈ র্ণ চ ক্রিয়াভি র্ণ তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃশক্য অহংনৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরু প্রবীর॥"
—গীতা।

† ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।"

বর্ণিত বিষয় বৈশম্পায়ন উবাচ" বলিয়া তদ্‌গুরু ব্যাসদেব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, "ইদংদ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্।" অর্থাৎ এই গ্রন্থ ব্যাসদেব প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যাপন করিয়াছিলেন। অথচ বৈশম্পায়ন কৃত ভীষ্ম বাক্য বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাদির পূর্ব্বেই শুকের দেহপাত হইয়াছিল, "শুকঃসর্ব্বগতোভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ" ইত্যাদি বাক্যে শুকের বিদেহকৈবল্য এবং জীবন্মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসের পুত্রশোক ও পিনাকিশঙ্কর কৃত শান্তনাদি বৈশম্পায়ন বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণিত বিষয় গ্রন্থাকারে রচনা করিয়া পুনরায় পুত্রকে অধ্যাপন করা ব্যাসদেবের পক্ষে সম্ভবপর কিনা, তাহা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের বিচার্য্য !

এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে "পুত্র শোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা" এই বাক্য শুকশোকসন্তপ্ত ব্যাসের, এবং মহাভারত কর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের, কৃষ্ণবর্ণ, দ্বীপে জন্ম, পরাশরের পুত্রত্ব এবং শুকের পিতৃত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

শত শত অসংলগ্ন বিরুদ্ধ বর্ণনায় মহাভারত পরিপূর্ণ। 'ব্যাস' সর্ব্বত্রই প্রথম পুরুষে উক্ত হইয়াছেন ; গীতায় ও, "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ" বাক্যে ব্যাসের শ্রেষ্ঠতা, ব্যাসদেব স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থে বর্ণিত ব্যাস এবং গ্রন্থাকার ব্যাস এক ব্যক্তি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত

হয়। 'তর্করত্না'দির' ন্যায় ব্যাস উপাধি মাত্র, "অষ্টাবিংশতি-রিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ।" বর্ত্তমান সময়েও ব্যাস বিদ্যমান আছেন; স্বল্পদিন হইল জুনাগড় হইতে যোগজীবন প্রেমজী ব্যাস' আমাকে গ্রন্থের জন্য লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় তজ্জন্যই 'ব্যাস অমর'। পূর্ব্বকালে গ্রন্থকার প্রথম পুরুষেই আপনাকে উল্লেখ করিতেন, কিংবা আত্ম গোপন পূর্ব্বক গ্রন্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি বা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাস বাল্মিকির নামে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিরূপন করা দুরূহ।

কৃষ্ণার্জ্জুন প্রাকৃত ভাষায়, সংস্কৃত গদ্য ভাষায় কিংবা শ্লোকে কথোপকথন করিয়াছিলেন? সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, জন্মেজয় এবং বৈশম্পায়ন বিবিধ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে কথোপকথন করিয়াছিলেন কি? তাহা হইলে মহাভারতোক্ত সকল নর নারীর অথবা তাৎকালিক সকল জীবেরই সংস্কৃত শ্লোকে বাক্যালাপ কল্পনার বাধ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ব্যাস বৈশম্পায়ন প্রোক্ত শ্লোক সঙ্কলনকারী মাত্র; তাহার মহাকবি আখ্যার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু "লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ময়ৈব প্রোচ্য মানস্য মানসা কল্পিতস্যচ॥" অর্থাৎ হে গণনায়ক! তুমি আমার মনঃ কল্পিত ও বক্তব্য এই মহাভারতের লেখক হও।' এই ব্যাস বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, মহাভারতান্তর্গত সপ্তশত শ্লোকাত্মক গীতাতত্ত্ব তাঁহার মনঃ কল্পিত এবং শ্লোক সমূহ তাহারই রচিত।

শ্রুত বিষয় বর্ণন সময়ে বক্তা স্বীয় ভাব ও ভাষা সংযোগ করেন; ইহা মানব স্বভাব। সুতরাং শত বর্ষ পর্য্যন্ত যাহা লোক পরম্পরা বর্ণিত এবং শ্রুত হয়, তাহার প্রায় নূতনাকার ধারণই সম্ভব পর; ঈদৃশ বিপর্য্যস্ত বিষয় যখন অবশেষে শ্লোকাকারে পরিণত হয়, তখন ছন্দাদির জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ পরিবর্ত্তনে এবং পরিবর্ত্তন জনিত ভাব পরিবর্ত্তনে মূল বিষয়ের কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তাহা 'ভগবদ্বাক্যে' আস্থা স্থাপনের পূর্ব্বে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

যে নগণ্য ব্যক্তির বাক্য অভ্রান্ত তত্ত্বরূপে নিঃসন্দেহে গৃহীত হয় না, অথবা যিনি যুক্তিদ্বারা স্বমত সমর্থনে অসমর্থ, তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বাক্য বা শব্দ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করেন. কিন্তু যিনি পূর্ণভগবান * সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপ, তিনি কিহেতু তত্ত্বরূপ দুগ্ধের জন্য উপনিষদ্ ধেনু দোহন করিয়াছিলেন? অথবা ঔপনিষদ্ এবং দার্শনিক ঋষি মুনিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন? ভগবান্ বলিতেছেন, "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।" তখন ও কি "ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি বিনিশ্চিতৈঃ॥" এই বাক্যে স্বমত সমর্থন করিয়া ছিলেন? বর্ত্তমান গীতা ভক্তের ন্যায় অর্জ্জুন ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবান ছিলেন না; সুতরাং শব্দ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন

---

* "এতেচাংশ কলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

হইয়াছিল; কিন্তু শব্দ প্রমাণযুক্ত ভগবদ্বাক্যেও তাহার দ্বিধাদূর হয় নাই; তজ্জন্যই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইয়াছিল; তাহার ফল কি?

ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, 'হে ভগবন্ কেশব! তুমি সখ্যভাবে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে, 'হে পুরুষ ব্যাঘ্র! আমার বিস্মৃতি হেতু সেই সকল নষ্ট হইয়াছে।' তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'যোগযুক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলাম, হে ধনঞ্জয়! তাহা পুনরায় অশেষভাবে বলিতে অক্ষম। †

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, তবে তিনি পরব্রহ্ম বিষয় বলিতে অশক্ত হইলেন কেন? সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তিনি যোগযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ যোগ? পতঞ্জলি বলিতেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ॥" শ্রুতি বলিতেছে, "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরা-মিন্দ্রিয় ধারণাম্।" যে সময়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ববৃত্তি, রুদ্ধ হয়, তখন কি শ্রবন মনন কথনাদি সম্ভবপর? শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন

† "যত্তদ্ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব! সৌহৃদাৎ! তৎ সর্ব্বং পুরুষ ব্যাঘ্র! নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ॥" অর্জ্জুন।

"পরং হি ব্রহ্মকথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া।"

"নচ শক্যং পুনর্ব্বক্তু মশেষেন ধনঞ্জয়॥" শ্রীকৃষ্ণ।

অনুগীতা পর্ব্ব, মহাভারত।

কি? তাহা ও নহে, কারণ অপরোক্ষানুভূতির ফল জীবন্মুক্তি; যোগী যদ্যপি অনুভূত তত্ত্ব বিস্মৃত হয় তবে যোগ ফলের নশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, এবং মোক্ষ সিদ্ধ হয় না। অধ্যয়ন বা শ্রবণ জনিত পরোক্ষ জ্ঞানই বিস্মৃতি হেতু নষ্ট হইতে পারে, অর্জ্জুন শ্রুত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভব পর; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের আত্ম বিস্মৃতি, অপরোক্ষ জ্ঞানীর তত্ত্ব জ্ঞান লোপ, বা যোগেশ্বরের যোগচ্যুতি বিস্ময়কর নহে কি?

গীতা তত্ত্ব শ্রোতা অর্জ্জুন স্বল্পকাল মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহ মেবং যাস্যসি পাণ্ডব।" চতুর্থ অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকের এই ভগবদ্বাক্য ব্যর্থ হইয়াছিল, এবং "নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।" অর্জ্জুন প্রোক্ত এই বাক্য ও নিরর্থক হইয়াছিল। পরন্তু বক্তা ভগবান্ পুনর্ব্বার বলিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, অথচ শতবর্ষ পরে বৈশম্পায়ন দ্বারা "ফনোগ্রাফের ন্যায়" অবিকল ভাবে পুনরুক্ত হইয়াছিল, ইহা অতীব বিস্ময়কর। কিন্তু প্রোক্ত বিচার্য্য বিষয় নিচয় প্রণিধান করিয়া ও যদি কেহ ভগবদ্গীতা "ভগবদ্বাক্য" বলিয়া বিশ্বাস করেন; তাহা কিঞ্চিন্মাত্র ও বিস্ময়ের বিষয় নহে, কারণ অবিদ্যার মহিমা অপার, এবং মানবের মনোবৃত্তি বিচিত্র।

——:০:——

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

জগত্তত্ত্ব।

পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিচিত্র বিষয় সমন্বিত পরিদৃশ্যমান জগৎ কি? ইহা সান্ত কিংবা অনন্ত, সাদি কিংবা অনাদি? যদি ইহা সান্ত, তবে ইহার অন্ত কোথায়? যদি ইহা সাদি তবে কোন্ সময়ে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা কাহা দ্বারা কোন্ সময়ে কি উপাদানে কি প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে? এইরূপ প্রশ্ন মানব মনে স্বতঃই উদিত হয়। ইহার মীমাংসা কল্পে বিভিন্ন দেশের মানব বিভিন্ন অনুমান ও কল্পনা বলে বিচিত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে; সেই বিচিত্র সিদ্ধান্তই বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি।

উক্ত বিচিত্র সিদ্ধান্তালম্বনে আরম্ভ, পরিণাম এবং বিবর্ত্তবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত রূপ ত্রিবিধ মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্বীয় মত সত্য এবং অপর সকল মত ভ্রান্তি মূলক এরূপ বিশ্বাস করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাস্ত্রই সত্য। হিন্দুর বেদ ব্রহ্মোদ্ভূত, এবং পরবর্ত্তি শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মুনি প্রণীত। পার্শির "জেন্দ্ অবস্তা" "ওরমাজ্‌দ্" বা ঈশ্বরের বাক্য। ইহুদীর এবং খৃষ্টানের বাইবেল ঈশ্বর হইতে বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হইতে ব্যক্ত। মুসল্‌মানের কোরাণ 'আল্লা' প্রেরিত। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের

অলৌকিক এবং অভ্রান্ত শাস্ত্রে অপর সকল সম্প্রদায় আস্থা-হীন।

পার্শির "যোরোষ্টার" ঈশ্বর সহ কথোপকথন করিতেন। ইহুদীর 'মুসা' আদি পুণ্য পুরুষগণের "জেহোভা" সহ বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। খৃষ্টানের "সেণ্টমার্ক সেণ্ট-জন" প্রভৃতি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ; এবং আল্লা ২৩ বৎসরে খণ্ডে খণ্ডে মহম্মদের নিকট কোরাণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থে যে ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা হিন্দু বিশ্বাস করেন না। পক্ষান্তরে বেদ ব্রহ্মোদ্ভূত, পরবর্ত্তি শাস্ত্রকর্ত্তৃ ঋষি মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞ, এবং বৈদিক বৈদান্তিক, দার্শনিক এবং পৌরাণিক বিচিত্র ও বিরুদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য, ইহা পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়িগণ স্বীকার করেন না। ভারতের বুদ্ধ, চীনদেশের "কনভিউসিয়াস" প্রভৃতি সৃষ্টি বিষয়ে নির্ব্বাক, ইহারা কোন সৃষ্টি তত্ত্বই সত্য জ্ঞানে গ্রহণ করেন নাই।

সাম্প্রদায়িক সীমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত বিবেকী যদি সম্প্রদায়িগণের স্বমত সমর্থন ও পরমত খণ্ডন জন্য বাদ প্রতিবাদ বিচার করেন, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রত্যেক সাম্প্র-দায়িক মতের সত্যতার বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র জগৎই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অর্থাৎ জগতে যদ্যপি সহস্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাকে তাহার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র নিহিত অভ্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে অপর ৯৯৯ সম্প্রদায় সাক্ষিরূপে দণ্ডয়মান হইয়া যুক্তি তর্ক দ্বারা অসত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং মানব পরিজ্ঞাত

জগত্তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বাস বলে স্বমত সমর্থন এবং তর্ক বলে পরমত খণ্ডনপ্রয়াসি-সম্প্রদায়িগণের সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়া জগত্তত্ত্ব বিষয়ক প্রচলিত সংস্কারের সত্যাসত্য নিরূপণ সঙ্গত নহে। বেদের ব্রহ্মকর্তৃত্ব বিশ্বাসীর বাইবেলের ঐশ কর্তৃত্ব খণ্ডন, কিংবা বাইবেল কোরাণের ঐশ কর্তৃত্ব বিশ্বাসীর বেদের ব্রহ্মকর্তৃত্ব খণ্ডন যুক্তি যুক্ত নহে। জগৎ কারণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে প্রকটিত হইয়া দেশকাল পাত্র ভেদে স্বতন্ত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহা যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সংস্কার বৈষম্যের কারণ মীমাংসায় সক্ষম কি? জগদুৎপত্তি এক সময়ে এক ভাবেই হইয়াছিল না কি? অথচ জগত্তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যক্ মীমাংসিত না হইলে, অর্থাৎ কার্য্য কারণ কিংবা জীবেশ্বর তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নিরূপিত না হইলে কোন প্রকার দার্শনিকতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের সত্য সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নহে। ভগবদ্গীতা সমালোচনায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মতের বিস্তৃত বিচার অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল; কেবল বৈদিক বৈদান্তিক এবং দার্শনিক মত সহ গীতার জগত্তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব সমালোচিত হইবে।

ঋগ্বেদ বলিতেছে, 'জগৎকর্তার উগ্র তপস্যা হইতে ঋত এবং সত্য উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপর রাত্রি তৎপর সমুদ্র জন্মিয়াছে। সমুদ্র বা অর্ণব হইতে বৎসরাদি সমন্বিত কাল উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে দিন, রাত্রি, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী,

আকাশ, পূর্ব্বকল্পিতবৎ সৃষ্ট হইয়াছে।' বৈদিক ভাষা বর্ত্তমান সময়ে দুর্ব্বোধ্যা। সৃষ্টি রহস্যাপেক্ষা ও সমধিক রহস্যময় এই বেদ মন্ত্রের তাৎপর্য্য, যাস্কাচার্য্যের নিরুক্ত এবং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সাহায্যে ও আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।*

জগৎকর্ত্তার দীপ্ত বা উগ্রতপ কিরূপ? সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টির জন্য উগ্র তপস্যার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? তৈত্তিরীয়োপনিষদেও "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।" এই বাক্য আছে। বেদভাষ্যে সায়নাচার্য্য এবং উপনিষদ্ ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য "যস্য জ্ঞানময়ন্তপঃ" এই শ্রুতি বলে জগৎ কারণের জ্ঞানময় তপঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপের "জ্ঞানময়তপঃ" কিরূপ এবং তাহার প্রয়োজন কি তাহা কোন ভাষ্যকারই ব্যাখ্যা করেন নাই।

দীপ্ততপ হইতে প্রথমে ঋত এবং সত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সায়ন বলিতেছেন "ঋতং মানসং যথার্থ সঙ্কল্পম্" "সত্যং বাচিকং যথার্থ ভাষণম্" কিন্তু প্রথমে সঙ্কল্প পরে তপ হইয়াছিল না কি? জগৎ কারণে সৎসঙ্কল্পের অভাব ছিল কি? বাগেন্দ্রিয়াভাবে যথার্থ ভাষণ কিরূপে উৎপন্ন হইল? অপরাপর মন্ত্রভাষ্যে দৃষ্ট হয় ঋত শব্দের অর্থ যজ্ঞ; কিন্তু যজ্ঞোপাদান ও যজমানাভাবে

---

* ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্য জায়ত। ততো রাত্র্য জায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ঋগ্বেদ।

যজ্ঞ সম্ভব পর নহে। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ শব্দ সহস্র শীর্ষা পুরুষ বা আদি পুরুষ জ্ঞাপক। * কিন্তু এস্থলে উক্ত অর্থের সামঞ্জস্য হয় না; কারণ এক আদি পুরুষের তপ হইতে অপর আদি পুরুষের সৃষ্টি সম্ভব পর নহে। নিরুক্তানুসারে ঋত অর্থ উদক এবং সত্য। এস্থলে ঋত অর্থ "সত্য" হইলে পুনরুক্তি দোষ হয়। উদক অর্থ ও সঙ্গত হয় না, কারণ পরে সমুদ্র ও অর্ণব সৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে। তবে ঋত শব্দের এস্থলে অর্থ কি?

নিরুক্তানুসারে "সৎ" এবং "সত্যং" অর্থ উদক বা জল। যাস্কাচার্য্য বলিতেছেন, শ্রুত্যনুসারে জল প্রলয় কালে ও ধ্বংস হয় না উহা সর্ব্বদা বিদ্যমান এই জন্য জল নিত্য বা সৎ। † জল মৌলিক পদার্থ (Element) কি না, তাহার সর্ব্বদা বিদ্যমানতা বা সত্যতা প্রমাণিত হয় কিনা, এবং নিত্য পদার্থের উৎপত্তি যুক্তি যুক্ত কিনা, তাহা বর্ত্তমান কালের বালকের বিচার্য্য।

ঋত এবং সত্যোৎপত্তির পরে বা ঋত এবং সত্য হইতে রাত্রি উৎপন্না হইয়াছিল। রাত্রি শব্দের তাৎপর্য্য অন্ধকার নয় কি? অন্ধকার আলোকের অভাব মাত্র; তাহার উৎপত্তি কি রূপ? অপর ঋগ্বেদ মন্ত্রানুসারে তম এবং জল নিত্য পদার্থ,

---

* "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে "তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত।"
যজুর্ব্বেদ।
তস্মাৎ আদি পুরুষাৎ।" মহীধর ভাষ্য। † "সর্ব্বদা বিদ্যমানং প্রলয়েঽপি নাশাভাবাৎ "সদসিভূয়া" ইতি নিগমঃ।" নিরুক্ত।

স্থষ্টির পূর্ব্বে ও বিদ্যমান ছিল। * সুতরাং রাত্রি শব্দের অর্থ এবং স্থষ্টিক্রম বোধগম্য হইল না।

রাত্রি হইতে অর্ণবের উৎপত্তি এবং তৎপরে সম্বৎসরের উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্বৎসর শব্দ ভাষ্যে সায়ন বলিতেছেন, "সম্বৎসরোপলক্ষিতঃ সর্ব্বঃ কালঃ অজায়ত" রাত্রি হইতে বা রাত্রির পরে সমুদ্রের উৎপত্তি আমাদের কল্পনাতীত; কিন্তু সমুদ্র হইতে বা সমুদ্রোৎপত্তির পরে কালোৎপত্তি বৈদিক তত্ত্ব হইলে ও অশ্রদ্ধেয়। কারণ, কালের স্বরূপ অভাবাত্মক, ঘটনা বিশেষের পৌর্ব্বাপর্য্যে অনুভব্য। আদি পুরুষের তপদ্বারা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ও পরবর্ত্তি কাল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, এবং ঋত, সত্য, রাত্রি ও সমুদ্রোৎপত্তি কালের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সমুদ্র উৎপত্তি পর্য্যন্ত স্থষ্টির পরম্পরাক্রম ও কালের নির্দ্দেশক।

ঋত এবং সত্যের পরে রাত্রি সঞ্জাতা হইয়াছিল, পুনরায় কাল উৎপত্তির পরে অহোরাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এতদুভয় রাত্রির পার্থক্য কি?

"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বাক্য ভাষ্যে সায়ন বলিতেছেন, "যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ কালে অকল্পয়ৎ স্থষ্টবান্ তথৈবাগামিন্যপি কল্পেকল্পয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ।" ধাতা একই প্রণালীতে একই জগৎ পুনঃপুনঃ স্থষ্টি ও ধ্বংস করেন কেন? শিল্পী উৎকর্ষ সাধন জন্য

---

* "তম আসীত্তমসা গূঢ় মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।" ঋগ্বেদ, ১০ম—মণ্ডল।

শিল্পজাত বস্তু নষ্ট করিয়া পুনঃ প্রস্তুত করে, কিন্তু বাতাকৃত ঈদৃশ সৃষ্টি, প্রলয় ও পুনঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদের বোধাতীত।

যে সকল নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এই সৃষ্টি রহস্য বর মন্ত্র উচ্চারণে ত্রিসন্ধ্যাচিত্তধৌত করেন, তাহাদের বাহার ও বিশুদ্ধ হৃদয় দর্পণে যত্নপি মন্ত্রার্থ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসুজনের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, ইহা আমার বিনীত অনুরোধ।

জগত্তত্ত্ব বিষয়ক সকল বৈদিক মন্ত্রই ঈদৃশ রহস্য মন্ত্র বা দুর্ব্বোধ্য নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে প্রশ্ন হইতেছে, জগতের অধিষ্ঠান কি? কি প্রকারে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে? তদুত্তরে "বিশ্বত শ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সবাহুভ্যাংধমতি সং পতত্রৈ র্দ্যাবা ভূমি জনয়ন্দেব একঃ।" মন্ত্রে বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বদেহি একদেব নির্ণীত হইয়াছে।

পুনশ্চ ঋগ্বেদের উক্তমণ্ডলে এবং যজুর্ব্বেদের এক ত্রিংশাধ্যায়ে সহস্রশীর্ষা পুরুষ হইতে জগৎ সৃষ্টির প্রকরণ দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে এই পুরুষের সহস্র শির-চক্ষু-পাদাদি অনন্ত বাচক। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্" অর্থাৎ ত্রিকালে পরিদৃশ্যমান সর্ব্বপদার্থই সেই পুরুষের অবয়ব।

"প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো বহুধা বিজায়তে।" সর্ব্বাত্মা প্রজাপতি "অন্তর্হৃদি স্থিতঃসন্" গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু জীব রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। "তস্যযোনিং পরিপশ্যন্তিধীরা তস্মিন্ হতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।" তাঁহার স্বরূপ ধীরগণ

দর্শন করেন, তাঁহাতেই বিশ্বভুবন অবস্থিত। অর্থাৎ আত্মস্বরূপ এক প্রজাপতিই সর্ব্বকার্য্যকারণ রূপে অবস্থিত। যজুর্ব্বেদের দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে পুনর্ব্বার প্রজাপতির স্বরূপ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥" এই মন্ত্রে অগ্নি বায়ু জলাদিভূত, সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণ সহ ব্রহ্ম বা প্রজাপতির অভিন্নত্ব অর্থাৎ কার্য্যকারণের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "এবোহ-দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বা পূর্ব্বোহ জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্‌জনা স্তিষ্ঠতি সর্ব্বতো মুখঃ॥" এই দেবই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তিনিই গর্ভে স্থিত, তিনিই জাত, তিনিই জন্মিবেন, সর্ব্বত্র তাঁহারই অবয়ব এবং প্রতি বস্তুতে তিনিই অবস্থিত। এই মন্ত্র পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের আবৃত্তি; ইহা দ্বারা জড় জীব ব্রহ্মে অভিন্নতা দৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পুনশ্চ যজুর্ব্বেদ বলিতেছে, "বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্য-ত্রবিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্। তস্মিন্নিদং সংচ বিচেতি সর্ব্বংসওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু।" অর্থাৎ সেই দুর্জ্ঞেয় একায়ন সৎ-পদার্থে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। এবং সেই বিভু "কার্য্যকারণ রূপেন 'বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ" তন্তুপটবৎ সর্ব্ব প্রজায় ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, ইহা বেদান্ত রহস্যবিৎ পণ্ডিতগণ দর্শন করেন। কিন্তু কিরূপে দর্শন করেন? "পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্ব্বা প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মান মভিসংবিবেশ।" অর্থাৎ

সর্ব্বভূত সর্ব্বলোক সর্ব্বদিক প্রদিক ব্রহ্মময় জানিয়া, ভাষান্তরে "সর্ব্বভূতেষ্বহমস্মি সর্ব্বানি ভূতানি ময়ীতি" জ্ঞানে আত্মাতে প্রবেশ করেন। "প্রবিশতি ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ।" তদপশ্যত্তদ-ভব তদাসীৎ।" পরবর্ত্তি এই মন্ত্রাংশে পূর্ব্ব মন্ত্রার্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "ব্রহ্ম অপশ্যৎ পশ্যতি, তৎভবতি তৎআসীৎ। বস্তুগত্যা তদেবাস্তি। অজ্ঞান নিবৃত্তিরেব দর্শনং ভবনঞ্চেতি ভাবঃ। "ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি" শ্রুতেশ্চ। "অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করা, ব্রহ্ম হওয়া এবং ব্রহ্মেস্থিত হওয়া বা প্রবেশ করা প্রভৃতি বাক্যের অজ্ঞান নিবৃত্তিই তাৎপর্য্য; পরমার্থতঃ "তদেবাস্তি" তাহাই আছে॥

অথর্ব্ববেদের ১০ম-কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকে, "যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ ভূতংচ যত্র ভব্যংচ সর্ব্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতা স্কম্ভং তং ব্রুহি কতমঃ স্বি দেবসঃ।" ঈদৃশ বহু-প্রশ্নের উত্তরে জগৎ কারণের বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এবং "প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর দৃশ্যমানো বহুধা বিজায়তে।" একোহ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।" ইত্যাদি বহু মন্ত্রে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের ন্যায়, অদ্বয় কারণ সত্তার বিবিধ কার্য্য বা জগদ্রূপে অভিব্যক্তি, ভাষান্তরে একত্বে বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যে একত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঐতরেয়োপনিষদ্ বলে, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। সঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি"। অগ্রে এক আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক লোক সকল সৃষ্টি করিলেন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"—আত্মা হইতে আকাশাদিক্রমে জগদুদ্ভূত হইয়াছে। "সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তিনি বহু হইতে কামনা করিলেন, এবং সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন, ইহাই তৈত্তিরীয়োপনিষদের অভিমত।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঽদ্বিতীয়ম্।" "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেক মেবাঽদ্বিতীয়ম্"। অর্থাৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎছিল, কেহ কহে অগ্রে এক অদ্বিতীয় অসৎ ছিল, জগৎকারণের এই সদসৎ আখ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বিচার করিয়াছে। কিন্তু জগৎ কারণ সৎবাচ্যই হয় বা অসৎ বাচ্যই হয়, উহার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব সর্ব্বশ্রুতি সম্মত।

"স তপস্তপ্ত্বা" "সঈক্ষত" "সোঽকাময়ত" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলে ও উহা দ্বারা এক সত্যই প্রতিপাদিত হইতেছে, অর্থাৎ জগৎ কারণের তপ, ঈক্ষণ, কিংবা কামনামূলক জগতের প্রকৃতি বা অন্যাদি অপর উপাদান কারণ কল্পনা এই বাক্য দ্বারা নিরাসিত হইতেছে।

এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় শ্রুতির সংহিতা এবং উপনিষদ্ ভাগের জগত্তত্ত্ব বিষয়ক সর্ব্বমন্ত্র উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার সম্ভবপর নহে, উদ্ধৃত মন্ত্রালোচনায়ই প্রমাণিত হয় যে এক অদ্বিতীয় কারণ সত্তা নামরূপাত্মক জগদ্রূপে অভিব্যক্ত ইহাই শ্রৌত সিদ্ধান্ত।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাস স্ব তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যব-

লম্বনে বেদান্তদর্শন কর্ত্তা ব্যাস "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা অদ্বয় জগৎ কারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং "তত্ত্ব সমন্বয়াৎ" সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম কারণত্বে সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বেদ বেদান্ত এবং বেদান্ত সিদ্ধান্ত মূলক বেদান্ত দর্শন, পুরুষ প্রজাপতি দেব আত্মা সৎ বা ব্রহ্মাখ্য এক অদ্বয় কারণ সত্তাই অঙ্গীকার করিতেছে। গীতার জগত্তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব এই শ্রৌতসিদ্ধান্ত সম্মত, কিংবা শ্রুতিবিরুদ্ধ, এই প্রবন্ধে তাহাই সমালোচ্য।

ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি এবং পুরুষাখ্য দুই অনাদি পদার্থ এবং প্রকৃতি হইতে বিকার ও গুণের উৎপত্তি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় বা জড় জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।* পরশ্লোকে, 'প্রকৃতি কার্য্যকারণের হেতু এবং পুরুষ সুখ দুঃখাদি ভোক্তৃত্বের হেতু' স্বীকৃত হইয়াছে। † এবং তৎপরবর্ত্তি শ্লোকে 'পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি জাত গুণ ভোগ করে' ইহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ‡ সুতরাং প্রকৃতি শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাই প্রথম বিচার্য্য।

ভাষ্যকার শঙ্কর প্রকৃতি শব্দের একস্থলে ক্ষেত্রাদি, অপর স্থলে মায়া বা অবিদ্যা এবং মতান্তরে সাংখ্যের ত্রিগুণা প্রকৃতি

---

* "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥"

† "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

‡ "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"

অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু উহা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কিংবা উহা পুরুষের স্বভাব ইহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।" শ্লোকের 'উভ' শব্দে স্বাতন্ত্র্যই প্রতিপন্ন হয়, এবং "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো" বাক্য পুরুষের প্রকৃতিতে সাময়িক সংস্থিতিই প্রতিপাদন করে, এবং "ময়াধ্যক্ষেণ" বাক্য পুরুষের সান্নিধ্য, অধিষ্ঠান, কিংবা দৃশিমাত্র স্বরূপে অবস্থিতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রকৃতি পুরুষের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিতেছে।

এই সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা কে? প্রকৃতি কিংবা পুরুষ? ভগবান একস্থলে বলিতেছেন 'কল্পারম্ভে আমি সৃষ্টি করি, 'প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কিংবা বশ করিয়া আমি পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করি'। * অপর স্থলে বলিতেছেন, 'আমি উদাসীনবদাসীন দ্রষ্টামাত্র, প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করে'। † প্রথম স্থলে পুরুষ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা প্রকৃতি উপায় রূপে অবলম্বিতা, অপরস্থলে প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্রী, পুরুষের সান্নিধ্য বা সাক্ষিত্ব তাহাকে সৃষ্টিকার্য্যে অনুপ্রাণিতা করে। নিষ্ক্রিয় উদাসীন পুরুষ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা কিংবা জড়াত্মিকা গুণময়ী প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্রী তাহা উল্লিখিত গীতা শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান্ 'পরাসিদ্ধিপ্রদ পরমোত্তম

---

* "কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।" প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।

† ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

জ্ঞান' বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তৃতীয় শ্লোকে বলিলেন, 'আমার যোনি মহদ্ব্রহ্ম, তাহাতে আমি গর্ভাধান করি। হে ভারত! তাহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয়।' শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দ সহ যোনি শব্দ কারণার্থ ব্যঞ্জক। গীতার অপরাপর স্থলেও যোনি শব্দ কারণার্থে এবং ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুসারে "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম, তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" বাক্য নিতান্ত বিসদৃশ এবং সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়। ব্রহ্ম শব্দ সর্বত্রই ক্লীবলিঙ্গ বাচক; সুতরাং তাহার গর্ভাধান কল্পনা কবিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক ও নহে। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম এবং পুরুষশব্দ একই ভূমাচৈতন্য বাচক পার্য্যায়িক শব্দ; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের ও স্বীয় গর্ভাধান কার্য্য সম্পাদন শক্তি এবং প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এই পরমতত্ত্বময় গীতা বাক্যের রহস্য ভেদে অক্ষম ভাষ্যকার অনন্যোপায় বশতঃ ব্রহ্মশব্দের 'প্রকৃতি' এবং যোনি শব্দের "গর্ভাধানস্থান" অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু কোন বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রকৃতি অর্থে ব্রহ্ম শব্দের কিংবা ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; এবং নিরুক্ত অমরকোষ ও অন্যান্য প্রাচীন,নব্য কোন অভিধানে ঈদৃশ অর্থ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণের কপোল কল্পিত অর্থ গ্রহণ যোগ্য নহে।

বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে" প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ।" সূত্র দৃষ্ট হয়, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ। সাংখ্যের স্বতন্ত্রা প্রকৃতি শ্রৌত সিদ্ধান্ত

নহে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং প্রকৃতি স্বরূপ ব্রহ্মের গর্ভাধান কর্ত্তা অপর পুরুষের সত্তা ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় না।

গুপ্তার্থক শ্লোক (Mystic verse) রচনা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল; এখনও আছে। তাহা ব্যবহারিক বিষয়ে যোগ্য এবং কাব্যাংশে মনোজ্ঞ হইতে পারে; কিন্তু যে নিগূঢ়তত্ত্ব ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ এবং ব্যক্ত হইলেও যাহা দুর্ব্বোধ্য তাহা ভাষাবরণে আবৃত করার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক, "মমযোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের অন্তরালে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকিলে তাহা "ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তিবা।" এই ভাষা ও ভাব বিভ্রাট দর্শনে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র ও বিস্মিত হই নাই, কারণ ঘোররৌদ্ররসময় সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া করুণ রসাপ্লুত শিষ্যের প্রতি শান্তিরসাত্মক তত্ত্বোপদেশ কালে স্বয়ং রসময় ভগবানের ও কিঞ্চিৎ রসবৈগুণ্য এবং তজ্জনিত ভাষা বৈষম্য নিতান্ত অসম্ভব নহে।

গীতার স্থানে স্থানে ভগবান্ বলিতেছেন, "সূত্রেমণিগণবৎ জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।" 'আমি আমার একাংশে জগদ্ ধারণ পূর্ব্বক স্থিত আছি।' আমিই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।' কিন্তু জগৎসহ ভগবানের বা পুরুষের ইত্যাকার *সম্বন্ধ প্রকৃতি সংযোগ বা জগদ্ব্যাপার কালে মাত্র; কারণ তিনিই বলিতেছেন,

---

* 'পূর্বতোহপি বহুত্রো স্ম বিহ্বঃ।' [illegible]পনিষদ্।

কল্পক্ষয়ে বা প্রলয় কালে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিযুক্তি সময়ে জগৎ প্রকৃতিতেই লীন হয়। *

স্বতন্ত্র নিমিত্তোপাদান জাত পদার্থের প্রলয় বা ধ্বংস কালে, উপাদান কারণে লয়ই প্রত্যক্ষানুমান সিদ্ধ। কুম্ভকার বা স্বর্ণকাররূপ নিমিত্তকারণ কুম্ভ বা স্বর্ণালঙ্কার রূপ কার্য্য নানা ভাবে ধারণ বা ব্যবহার করিতে সক্ষম, কিন্তু ধ্বংসকালে কুম্ভ স্বীয় উপাদান মৃত্তিকায় এবং স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণ পিণ্ডে পরিণত হয়, নিমিত্তকারণ সহ কার্য্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না।

গীতার স্থল বিশেষে শব্দ বৈষম্য এবং ভাববৈষম্য সত্ত্বেও সৃষ্টি বিষয়ক শ্লোক বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতি পুরুষরূপ নিমিত্তোপাদানকারণ সংযোগে জগদুৎপত্তিই ইহাতে প্রতিপাদিতা হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ এবং বৈশেষিকাদির পরমাণুবাদ যে অশ্রৌত তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি মন্ত্রদ্বারা উপপন্ন হয়। ভগবদ্গীতা সহ পরমাণুবাদের কোন সংস্রব নাই; সুতরাং গীতানুমোদিত প্রকৃতি পুরুষ বাদই এস্থলে বিচার্য্য।

বেদান্ত দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রকৃতি পুরুষবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ব্যাসদেব অষ্টাবিংশতি সূত্রদ্বারা প্রকৃতি পুরুষবাদের অশ্রৌতত্ব এবং শ্রৌত প্রধানাদি শব্দের ভিন্নার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে

---

* "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" প্রভৃতি সূত্রদ্বারা প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সূত্রের বিশদব্যাখ্যা কালে বহু শ্রুতিস্মৃতি বাক্যসহ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা বেদান্তাধ্যায়িগণ অবগত আছেন। তথাপি আমি অতি সংক্ষেপে উক্তবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাংখ্য মতে "সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" প্রকৃতি নিত্যা, অপরিচ্ছিন্না, কিন্তু অচেতনা। পুরুষ বিভু, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, কিন্তু নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন। অচেতনা প্রকৃতির এবং উদাসীন পুরুষের ইচ্ছা এবং উদ্যোগ সম্ভব পর নহে। সুতরাং উভয়ের সান্নিধ্য বা সংযোগের হেতুরূপে চুম্বক ও লৌহবৎ আকর্ষণ শক্তি স্বীকৃতা হইয়াছে।*

প্রাকৃতিক সর্ব্বপদার্থ বস্তুতঃ এবং কালতঃ পরিচ্ছিন্ন। সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ ও, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন; কারণ যাহা প্রকৃতি তাহা পুরুষ নহে, এবং যাহা পুরুষ তাহা প্রকৃতি নহে। সাংখ্যদর্শন সম্মত প্রকৃতির ব্যাপ্তি এবং পুরুষের বিভুত্ব ও যুক্তি যুক্ত নহে; কারণ দ্বিবিধ সর্ব্বব্যাপি পদার্থের এককালীন স্থিতি অসম্ভব। সাংখ্যোক্ত বহু পুরুষের বিভুত্ব বা ব্যাপ্তি ও যুক্তি সম্মত নহে; কারণ একজাতীয় বহুপদার্থ ব্যাপক হইলে ব্যাপ্তি-কালে মিলিত হইয়া একাকার ধারণ করে, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। বন্যাবিপ্লাবিত প্রদেশের নদনদী কূপাদির

* "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।" সাংখ্যদর্শন।

একাকার প্রাপ্ত তাহার দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। প্রকৃতি পুরুষের পরিচ্ছিন্নত্ব এবং উভয়ের মধ্যে তজ্জনিত ব্যবধান ভিন্ন পরস্পর আকর্ষণ এবং সান্নিধ্য বা সংযোগ উপপন্ন হয় না। সুতরাং দেশতঃ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু প্রকৃতি পুরুষ উভয়েরই অনিত্যতা প্রমাণিতা হয়। কারণ দেশতঃ এবং বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থের কালতঃ অপরিচ্ছিন্নতা বা নিত্যত্ব সম্ভবপর হইলে জাগতিক সর্ব্বপদার্থই নিত্য হইত। পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি পুরুষের কিংবা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের নিত্যত্ব অনুমানের জন্য জগতে কোনরূপ লিঙ্গ বিদ্যমান নাই।

পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর আকর্ষণ যদি স্বাভাবিক, তবে উভয়ের সংযোগ জনিত জগদ্ব্যাপারের রাহিত্য বা প্রলয় কিরূপে সম্ভবে? নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন পুরুষে আপনাকে প্রকৃতি চ্যুত করার শক্তি ও ইচ্ছার অভাবই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, পুরুষ সান্নিধ্য মাত্রক্রীড়মান গুণত্রয়ের পুরুষ সংযোগ কালে সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ও সম্ভবপর নহে। সুতরাং সংযোগ শক্তি হইতে ও প্রবল অপর বিয়োগ শক্তির আবির্ভাব অঙ্গীকার না করিলে প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ বা প্রলয় সিদ্ধ হয় না। এবং প্রলয়ান্তে বা কল্পারম্ভে ততোধিক প্রবলতর আকর্ষণ শক্তির আবির্ভাব ব্যতীত প্রকৃতি পুরুষের পুনর্ম্মিলন ও সম্ভবপর নহে। যদ্যপি দ্বিবিধ বিরুদ্ধ শক্তি স্বীকৃতা হয়, তবে তদুভয়ের নিয়ামিকা অপর এক শক্তি কল্পনার ও প্রয়োজন, নতুবা সংযোগ শক্তির প্রবর্ত্তন মাত্র বিয়োগ শক্তির সৃষ্টি কার্য্যে এবং বিয়োগ শক্তির প্রবর্ত্তন মাত্র

সংযোগ শক্তির প্রলয় কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের সম্ভাবনা। যদ্যপি একই শক্তির সৃষ্টির প্রারম্ভকালে ক্রিয়াশীলতা এবং প্রলয়ারম্ভ সময়ে নিষ্ক্রিয়তা স্বীকৃতা হয়, তবে প্রকৃতি পুরুষাতিরিক্ত কালাখ্য অপর এক নিত্য পদার্থ ও অঙ্গীকার করিতে হয়, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ বিয়োগাত্মক শক্তি নিয়ামকরূপে কালই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মুখ্যকারণ এবং প্রকৃতি পুরুষ তাহার করণ মাত্র, ইহাই বিচারে উপপন্ন হয়; কিন্তু কাল অভাবাত্মক।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ মনের জাগ্রত এবং সুষুপ্তি অবস্থার উপমাদ্বারা গুণত্রয়ের ক্রিয়া এবং নিষ্ক্রিয়ত্বের অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু এই উপমা সমীচীন নহে। কারণ দেহেন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ও বহির্জগৎসহ সম্বন্ধ দ্বারা মনের সুপ্তি জাগ্রদাদি অবস্থা নিয়মিতা হয়, এবং পুরুষ হইতে মনের বিচ্যুতি ও ভিন্নাবস্থিতির প্রমাণাভাব।

বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক। অহো! ঈদৃশ তত্ত্বামৃতই কি স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ পদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল? না, যদি ও ভগবান প্রকৃতি পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি 'পুরুষের' পারমার্থিক বহুত্ব কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। অথচ ভগবান প্রোক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্রা; নতুবা "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্‌ মায়িনন্তু মহেশ্বর।" এই শ্রুতি অনুসারে গীতা প্রোক্ত প্রকৃতি শব্দের মায়ার্থ এবং গুণ গুণী বা শক্তি শক্তিমানবৎ পুরুষ বা ব্রহ্মসহ

প্রকৃতি বা মায়ার অস্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হইত। তথাপি গীতা গ্রন্থের অপর শ্লোক কিংবা শ্লোকার্দ্ধাবলম্বনে শ্রৌত অদ্বয় কারণ তত্ত্ব ও প্রমাণিত হইতে পারে। এই রূপে গীতা শ্লোকালম্বনে পরস্পর বিরুদ্ধমত সমর্থন বহুকাল হইতে প্রচলিত, এস্থলে সেই প্রথাই অনুবর্ত্তিতা হইল।

ভগবান বলিতেছেন, "অহংসর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" অর্থাৎ আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হয়। "অহমাত্মা গুড়াকেশ। সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥" অর্থাৎ হে গুড়াকেশ, আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। আমিই সকল ভূতের আদি বা জন্ম, মধ্য বা স্থিতি এবং অন্ত বা প্রলয়ের হেতু। এ স্থলে ভগবান শ্রুতির "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" মন্ত্রের এবং বেদান্ত দর্শনের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্রেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। "যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহ-মর্জ্জুন! নতদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের বীজ বা উৎপত্তি কারণ, তাহাই আমি। এই চরাচর ভূত কিছুই আমা হইতে ভিন্ন নহে। এই সকল শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা জগতের এক অদ্বয় কারণ এবং কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহা প্রকৃতি বা অন্যাদি অপর উপাদানগন্ধ বর্জ্জিত। "সর্ব্বতঃ পানি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্যতিষ্ঠতি॥ এই শ্রুতি মন্ত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবান

কার্য্য কারণের একতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা শ্রৌত
অদ্বয় কারণ তত্ত্ব। অতঃপর এই তত্ত্ব বিচার্য্য।

উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে ও উপনিষদ মন্ত্রে এবং তদনুকূল গীতা
শ্লোকে প্রতিপন্ন হয় যে আত্মা, ব্রহ্ম, প্রজাপতি, বিষ্ণু, দেব বা
পুরুষাখ্য এক পদার্থ জগতের নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ।
অগ্রে সেই সৎপদার্থই ছিল "নান্যৎকিঞ্চন মিষৎ" অন্য কিছুই
ছিল না, তাহাই জড় জীবাত্মক জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত। তিনিই
গর্ভে প্রবেশ করেন, তিনিই জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।
যিনি কারণ, তিনিই অনন্ত কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত, এজন্য তাহার
নাম বিভু। এক সত্তা অনন্ত নামরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে,
এবং অনন্ত নাম রূপ এক অদ্বয় সত্তায় লীন হইতেছে। সেই
অদ্বয় আদিকারণের নিয়ত বিবর্ত্তন দর্শনে অক্ষম অজ্ঞজীব
ইহার সৃষ্টি আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক স্রষ্টা কল্পনা করে, এবং
সতত সংসরণ শীল সংসারে মোহগ্রস্ত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে নিমিত্তোপাদান রূপ দ্বিবিধ স্বতন্ত্র
কারণ জাত পদার্থ, নিমিত্ত কারণ হইতে ভিন্ন এবং উপাদান
কারণ সহ অভিন্ন হয়, যেমন ঘট নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হইতে
ভিন্ন কিন্তু উপাদান কারণ মৃত্তিকা সহ অভিন্ন। কিন্তু একই
পদার্থ যদ্যপি নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ হয়, তবে কার্য্য
কারণের ভেদ প্রতিপাদিত হয় না। কিন্তু একই পদার্থের
দ্বিবিধকারণ রূপে কার্য্যাকারে বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আছে কি?
একই পদার্থের দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বা কর্ত্তা

করণ কর্ম্মরূপে বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত কোথায়? সমুদ্র এবং তরঙ্গ বুদ্বুদের দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ বায়ু তাহার অন্যতম কারণ, মরু ও মরীচিকা দৃষ্টান্তে সূর্য্য রশ্মি অন্যতম কারণ, এবং এতদুভয়ের অর্থাৎ তরঙ্গাদি ও মরীচিকার দ্রষ্টা পুরুষ এই দ্বিবিধ দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে। এ স্থলে কি দৃষ্টান্ত বা লিঙ্গ অবলম্বনে বৈদিক অদ্বয় কারণ বাদ এবং কারণ সহ কার্য্যের অভিন্নতার যাথার্থ্য অনুমান করা যায়?

নিমিত্তোপাদান দ্বিবিধ কারণাকারে এক পদার্থের দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনাদি সমন্বিত কার্য্যরূপে বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত, মন এবং স্বপ্নজগৎ। স্বাপ্নিক যুদ্ধক্ষেত্র যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র যোদ্ধৃগণের জয় পরাজয় সুখদুঃখাদি সকলই মনোময়। স্বাপ্নিক জগতের জন্মস্থিতি মনে, এবং জাগ্রদবস্থার উন্মেষ মাত্র মনেই লয় হয়। মন স্বপ্নজগৎ পরমার্থতঃ সৃষ্টি করে না, স্বাপ্নিক বিষয়ে পরিণত ও হয় না, সৃষ্টি করিলে বা পরিণত হইলে স্বপ্নান্তে ও স্বাপ্নিক বিষয়ের উপলব্ধি হইত। স্বপ্নকালে স্বাপ্নিক জগৎ সত্য কিন্তু জাগরণে মিথ্যা, তদ্রূপ জীবাবস্থায় বা অজ্ঞান কালে জগৎসত্য এবং জ্ঞান কালে বা তুরীয়াবস্থায় মিথ্যা হয়।

প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, মরীচিকা বা তরঙ্গ দৃষ্টান্তে যেমন সূর্য্যরশ্মি বা বায়ু অন্যতম কারণ, তদ্রূপ স্বপ্ন দৃষ্টান্তে ও পূর্ব্ব দৃষ্ট বিষয় অন্যতম কারণ, সুতরাং দ্বিবিধ কারণই উপপন্ন হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে,

কারণ স্বপ্নাবস্থায় বিষয় সহ সংযোগ হয় না, বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞাই ক্রিয়া করে, এই প্রত্যভিজ্ঞা মনোবৃত্তি বিশেষ, সুতরাং মন হইতে স্বতন্ত্র নহে। বাস্তবিক কোন দৃষ্টান্তই নির্বিশেষ হইতে পারে না!

উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞগণ জগতের ব্যবহারিক সত্তা প্রতিপাদন করেন এবং পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করেন। যেমন আকাশের নীলিমা এবং কটাহাকৃতি নেত্র গ্রাহ্য হয়, জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ব্যবহারিক সত্তা আছে, তদ্রূপ পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়াত্মক জগতের ও ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু পরমার্থতঃ যেমন আকাশের রূপ মিথ্যা তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা। দৃশ্যে মুগ্ধ অনভিজ্ঞ বালক, আকাশের কটাহাকার সীমার দূরত্ব, নীলিমা ও চিত্রকর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইতে পারে, কিন্তু বয়স্ক অভিজ্ঞজনের নেত্র আকাশের রূপ দর্শন করিলেও হৃদয়ে উহার নিরবয়বত্বই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় জগতের রূপাদি দর্শন করিলেও অন্তঃকরণ উহার আত্মস্বরূপতা বা ব্রহ্মস্বরূপতাই উপলব্ধি করে। যেমন মৃন্ময় সর্প ব্যাঘ্রাদি ভীতি উৎপাদনে অক্ষম তদ্রূপ আত্মময় জগৎ জ্ঞানীর মোহ উৎপাদনে অক্ষম।

যিনি জগৎ সত্য মনে করেন তিনি উহাতে মুগ্ধ এবং উহার নিমিত্তোপাদান কারণ বা স্রষ্টা কল্পনা করেন। দৃশ্যে ভ্রান্তি এবং অভ্রান্তিই দ্বৈতাদ্বৈত বাদের মূল! কিন্তু গীতা স্পষ্টাক্ষরে কোথাও জগতের পারমার্থিক অসত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে

কি? না, তাহাও বলিতেছে, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" দ্বিতীয়াধ্যায়ের এই শ্লোক অব্যক্তাত্মক বা ধ্বংসশীল জাগতিক পদার্থের অসত্যতা স্বীকার করিতেছে। অথচ 'নাসতঃসজ্জায়েত' মত সন্নিপাতি বাক্যে সাংখ্য মতাবলম্বিগণ সৎকার্য্যবাদ প্রতিপাদন করিতেছে। এই বিরুদ্ধ মতের কি সত্য এবং কি বা মিথ্যা তাহা গীতা বাক্যে অস্থিকৃত হয় নাই, এবং ভগবানের উল্লিখিত বিরুদ্ধ বাক্যদ্বারা গীতার সৃষ্টি বিষয়ে বাস্তবিক কি মত তাহা নিরূপিত হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই অর্জ্জুনের ন্যায় বলিতে হয়,

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

জীবেশ্বর তত্ত্ব

জীবেশ্বর স্বরূপ নিরূপণ জগত্তত্ত্ব মীমাংসা সাপেক্ষ। জগদুৎপত্তি ক্রম সম্যক নিরূপিত না হইলে জীবেশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতীব দুরূহ। তথাপি গীতার অসমঞ্জস জগত্তত্ত্ব এবং অপর ভগবদ্বাক্য বিচার পূর্ব্বক জীবেশ্বর স্বরূপ নিরূপণে প্রয়াসী হইব।

সাংখ্যমতে অসঙ্গ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব সাক্ষিস্বরূপ এবং উদাসীন পুরুষই দেহী বা জীবরূপে অভিব্যক্ত। সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব বহুল অদ্বৈত শ্রুতি এবং স্মৃতি বাক্যবিরুদ্ধ, তজ্জন্য "নাদ্বৈত শ্রুতি বিরোধো জাতি পরত্বাৎ" সূত্র দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে যে আত্মা বা পুরুষ সম্বন্ধে শ্রৌত একত্ব বাচক বাক্য এক জাতিত্ব জ্ঞাপক মাত্র, উহা সংখ্যাবাচক নহে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জগৎ, সৃষ্টি, বিয়োগে প্রলয় এবং প্রকৃতি পুরুষ বিবেকজ বৈরাগ্য দ্বারা মুক্তি হয়। সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ামক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সত্তা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" প্রভৃতি সূত্র যোগে নিরাসিতা হইয়াছে। পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, প্রকৃতি সংযোগই তাহার বন্ধনের হেতু। "নস্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষ সাধনোপদেশবিধি।" স্বভাবতঃ বদ্ধ

হইলে পুরুষের মোক্ষোপদেশ ব্যর্থ হইত। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। "বৃত্তি নিরোধাৎতৎ সিদ্ধিঃ" এবং বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ" সূত্রদ্বয় প্রতিপাদন করে যে, বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা বৃত্তি রুদ্ধ হয়। "জীবন্মুক্তশ্চ" "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎতৎ সিদ্ধিঃ" এই সূত্রদ্বয় দ্বারা জীবন্মুক্তি এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের উপদেশে মোক্ষ প্রদ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি লাভ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষের মুক্তির জন্যও ঈশ্বর বা ঈশাবতারের করুণা নিষ্প্রয়োজন; প্রকৃতি বিবেক জনিত বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু।

পতঞ্জলি সাংখ্য মতাবলম্বী, এই জন্য পাতঞ্জল দর্শন 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" ইত্যাদি সূত্র থাকা হেতু, 'সেশ্বর সাংখ্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পতঞ্জলি সূত্রোক্ত 'বা' পদ দ্বারা ঈশ্বর এবং তৎপ্রণিধানের গুরুত্বের লাঘব করিয়াছেন, কারণ স্বপ্ন নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা" যথাভিমত ধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি সবিকল্প সমাধি বা একাগ্রতা সাধনের বহু উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একতম উপায় মাত্র।

পতঞ্জলির ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা এবং জীবের সুখ দুঃখ স্বর্গনরক বন্ধ মোক্ষের বিধাতা নহেন। "ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ" অর্থাৎ সাংখ্যের বহু পুরুষের মধ্যে ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয় বর্জ্জিত পুরুষ বিশেষ বা জীবন্মুক্ত পুরুষই পতঞ্জলির ঈশ্বর। ঈদৃশ পুরুষের ঈশ্বর আখ্যা কেন? বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য হেতু তিনি

ঈশ্বর বাচ্য। "তত্রনিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ্য বীজম্" আত্মজ্ঞপুরুষই জীবন্মুক্ত বাচ্য, এবং আত্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রুতি ও বলিতেছে; * হেসৌম্য, যেমন এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা সর্ব্বমৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান হইলে সকলই বিদিত হওয়া যায়, কারণ জ্ঞেয় সর্ব্ব বিষয়ই এই আত্মা।

সাংখ্য বলিতেছে "উপদেশ্যাপদেষ্টৃত্বাৎ।" পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে "সপূর্ব্বেষামপি গুরু কালানবচ্ছেদাৎ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি চির কালই ছিল, আছে এবং হইবে, সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। ঈদৃশ পুরুষই পূর্ব্বাবধি সকলের গুরু বা মোক্ষপথ প্রদর্শক। বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে, সুপথে কুপথে সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরুষান্তরের গুরু বা উপদেষ্টা, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। জাগ্রতস্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা সর্ব্বজীব ভোগ করে, যিনি জীবন্মুক্ত তিনি তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত; সুতরাং অ, উ, ম, এবং বিন্দু সমন্বিত প্রণব বা ওঁকার তাহার বাচক। বিচারে প্রতিপন্ন হয়, মুক্ত পুরুষই পতঞ্জলির ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দের পাশ্চাত্য ঈশ্বরবৎ জগৎস্রষ্টা ব্যক্তিগত ঈশ্বর Personal God লক্ষ্য নহে।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে, বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্ব-বৈশারদ্যাখ্য টীকা, এবং ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্য বৃত্তিবিচারে

* "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতংভবতীদং সর্ব্বংযদয়মাত্মা।"
"যথাসৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বংমৃন্ময়ং বিজ্ঞাতংস্যাৎ।"
ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বর শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই। যে শাস্ত্রে পুরুষাতিরিক্ত অপর চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, যে শাস্ত্রানুসারে পুরুষ প্রকৃতির বিবেকে মোক্ষসিদ্ধি হয়, অপরের করুণার প্রয়োজন হয় না, তাহার ভাষ্যে ব্যাসদেব 'কারুণিক' ঈশ্বর স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং "প্রণিধানাৎ" শব্দের "ভক্তিবিশেষাৎ" অর্থ করিয়াছেন। ভক্তিরসসিঞ্চনে কঠোর-যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত কোমলাকার ধারণ করিলেও, ভক্তজনের নয়ননীরে ইহা কদাচিৎ সিক্ত হয়; কারণ ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে এবং 'যথাভিমতধ্যান' ফলে কোন প্রভেদ নাই।

ভাষ্যারম্ভে, পতঞ্জলির "অনেকবক্ত্র অহীশ" অর্থাৎ পৃথ্বীভার বহনকারী অনন্ত নাগের অবতারত্ব, এবং ভাষ্যের স্থানে স্থানে পৌরাণিক উচ্ছ্বাস দর্শনে, স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, মহাভাষ্যকার কি পুরাণ প্রণেতা ব্যাস, অথবা অপর কোন পুরাণভক্ত ব্যাস?

টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র "নমামিজগদুৎপত্তিহেতবেবৃষকেতবে।" বাক্যে টিকারম্ভে জগৎকারণ বৃষকেতুকে নমস্কার করিতেছেন। তাঁহার সাংখ্যোক্ত জগৎসৃষ্টিক্রমে আস্থা ছিল কি? বৃত্তির প্রারম্ভে ভোজ রাজ "ত্রিবিধান্যপি দুঃখানি যদনুস্মরণান্ নৃণাম্। প্রয়ান্তি সদ্যোবিলয়ংতংস্তুমঃশিবমব্যয়ম্" ॥ বাক্যে শিবের স্তুতি করিতেছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগত ঈশ্বর বিশ্বাসি ব্যাখ্যাকর্তৃগণের যোগদর্শনস্থ প্রত্যেক সূত্রে পরম কারুণিক

ভগবানের আবির্ভাব দর্শন ও বিস্ময়কর নহে। বাস্তবিক, পৌরাণিক কল্পনাক্লিন্ন মস্তিষ্ক, ব্যক্তিগত ঈশ্বর সংস্কারাপন্ন, পরকৃপাপ্রার্থি অযোগি জনের যোগদর্শন ব্যাখ্যা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

পরমাণুবাদি বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে অণুনিয়ামক চেতন কারণ স্বীকৃত হইয়াছে. কিন্তু তৎসহ জীবের বন্ধমোক্ষাদির কোন সম্বন্ধ নাই। "আত্মকর্ম্মসু মোক্ষোব্যাখ্যাতঃ।" "আত্মজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়া দপবর্গঃ।" প্রভৃতি সূত্রদ্বারা বৈশেষিক এবং ন্যায়শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানোদয় কিংবা অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান বিলয়ে, মোক্ষ অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স নিরূপিত হইয়াছে। মীমংসা দর্শনে ও কর্ম্ম ফল দাতা ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই সকল দর্শন সহ ভগবদ্গীতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত মত সহ গীতার জীবেশ্বর তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট পুরুষের বা জীবের ব্যবহারিক বহুত্ব সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ; কোন শাস্ত্র বা ব্যক্তি তাহা অস্বীকার ও করে না। পরমার্থতঃ পুরুষ বহু কি না, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য। প্রকৃতি জাত দেহেন্দ্রিয় মন দ্বারা পুরুষের স্বাতন্ত্র্য এবং বহুত্ব নিরূপিত হয়, কিন্তু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায়, প্রাকৃতিক বিভেদক বস্তুর অভাব সময়ে পুরুষের ভিন্নত্ব কি উপায়ে নিরূপিত হইবে?

পুরুষ স্বভাবতঃ নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব অসঙ্গ এবং উদাসীন; গুণবৈষম্য জনিত জগদ্বিকাশ কালে তাহাতে প্রাকৃতিক গুণ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং সংস্কারাদি অধ্যাসিত হয়, এবং ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় প্রাকৃতিক গুণ কর্ম্ম সংস্কারাদি স্বীয় উপাদান কারণ প্রকৃতিতেই লীন হয়; পুরুষ সহ সংশ্রব থাকে না; তদবস্থায় পুরুষের বিভেদ বা বহুত্ব প্রমাণিত হয় না।

পুরুষের জাতিগত একত্ব স্বীকার দ্বারা অদ্বৈত শ্রুতি বিরোধ নিরাকৃত হয় না, কারণ সর্ব্বশ্রুতিতেই পুরুষ বা জগৎ কারণ এক বচনে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এবং জাতি বাচক কোন শব্দ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 'পরন্তু সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি একোঽহংদেবো…বহুধা বিজায়তে'॥ ইত্যাদি বহুল শ্রুতি বাক্য পুরুষের পারমার্থিক একত্ব এবং জগদ্বিকাশকালে ব্যবহারিক বহুত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। * বৃক্ষাদির সংখ্যাগত বহুত্ব এবং জাতিগত একত্বের ন্যায় পুরুষের পারমার্থিক বহুত্ব স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক বৃক্ষের ন্যায় বস্তুতঃ এবং দেশতঃ পরিচ্ছেদ হেতু প্রত্যেক পুরুষের কালতঃ পরিচ্ছিন্নতা বা অনিত্যতা উপপন্না হয়। বাস্তবিক এই দৃষ্টান্ত ও সমীচীন নহে, কারণ বৃক্ষাদির জাতিগত

---

* একোদেব সর্ব্বভূতেষুঃ গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" "পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি।" "একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব।" একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

—ইত্যাদি।

এবং সংখ্যাগত বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব ও ব্যবহারিক। জাগতিক সর্ব্ব পদার্থই প্রকৃতি আখ্য এক পদার্থের বিচিত্র বিকাশ মাত্র। অহঙ্কার এবং আকাশ বা অবকাশ প্রকৃতি জাত: সুতরাং প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় প্রতি পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূতি এবং পরস্পরব্যবধান হেতু স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয় না। সাংখ্য দর্শনের সকল সূত্র মহর্ষিকপিল কৃত নহে, ইহা শাস্ত্রাধ্যায়িগণ অবগত আছেন। অপর কোন কোন সূত্রের ন্যায় অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক পুরুষ বহুত্ব বাচক সূত্র পঞ্চশিখ বা অপর অবিবেকি সাংখ্যাচার্য্যকৃত ইহাই বিচার সম্মত। *

জগতত্ত্ব বিচারে যে শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তি দ্বারা কার্য্য কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতেই পুরুষ, আত্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, দেবাদি বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশিত এক অদ্বিতীয় সত্তার বহু জীবরূপে অভিব্যক্তিও, প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদিগণ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন এবং নিত্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং 'দ্বাসুপর্ণা' এই বেদান্ত মন্ত্রদ্বারা স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন।†

---

* "অবিবেক নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ।" "লিঙ্গশরীর নিমিত্তক ইতি সনন্দ আচার্য্যঃ॥" সাংখ্য দর্শন।

† "তত্র চিচ্ছব্দ বাচ্যা জীবাত্মানঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ ভিন্নানিত্যাশ্চ তথাচ শ্রুতিঃ।" রামানুজ দর্শন।

'সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষিদ্বয়, সংযুক্ত এবং সখ্য ভাবে এক বৃক্ষে আরূঢ় আছে, তন্মধ্যে এক পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছে, অপর ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করিতেছে'! ভাষ্যকার বৃক্ষ শব্দের দেহ, এবং পক্ষিদ্বয়ের জীবেশ্বর বা জীবাত্মা পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে বিচার্য্য এই যে, প্রতিদেহে একটি পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং একটি জীবাত্মার অবস্থিতি স্বীকৃত হইলে আত্মার দ্বিবিধ জাতি এবং ঈশ্বর বা পরমাত্মার বহুত্ব উপপন্ন হয়; কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মার বহুত্ব সর্ব্বশ্রুতি এবং যুক্তি বিরুদ্ধ।

যদ্যপি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার সর্ব্বদেহেব্যাপ্তি স্বীকৃতা হয়, তবে তাঁহার জীবাত্মাতে ব্যাপ্তির ও কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্ত তাঁহার জীবাত্মাতে ব্যাপ্তি স্বীকৃত না হইলে, সর্ব্বব্যাপ্তিই উপপন্না হয় না। জীবাত্মাতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মার জৈব কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদিতে ব্যাপ্তিরই বা প্রতিবন্ধী কি আছে? আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিবেক নেত্রে শ্রৌত সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয় যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কার্য্য কারণ উভয় রূপে অভিব্যক্ত বা 'বিভু'।

পরমাত্মার এই বিভুত্ব বা জীবেশ্বরের একত্ব দর্শন করিয়াই

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তান শ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

বৈদিক ঋষি গুরু গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'তুমি বিশ্বতোমুখ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার তুমিই কুমারী; তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড হস্তে বিচরণ কর, তুমিই জন্ম গ্রহণ কর'। 'ব্রহ্মই ধীবর, ব্রহ্মই ভৃত্য এবং ব্রহ্মই দ্যূতক্রীড়ক'। 'এতদ্ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই'। 'যে ইহাতে নানাত্ব দর্শন করে সে মৃত্যু অপেক্ষাও মরণ প্রাপ্ত হয়'।* এই রূপ শত শত শ্রুতিবাক্যে প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মাতে স্বজাতীয় বিজাতীয়াদি ভেদ এবং বহুত্ব কল্পনা অবৈদিক, এবং ঈদৃশ ভেদ থাকিলে বিচ্ছিন্ন আত্মার কালতঃ অপরিচ্ছিন্নতা বা নিত্যতাও সিদ্ধা হয় না।

তবে এই পক্ষিদ্বয় রূপ রূপকের তাৎপর্য্য কি? 'পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণ' গ্রন্থানুসারে ফলভোক্তা পক্ষী সত্ত্ব এবং দ্রষ্টাপক্ষী 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। † এস্থলে সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি? গুণ বা অন্যার্থ গ্রহণে এস্থলে অর্থ সঙ্গতি হয় না। মেদিনী মতে সত্ত্ব শব্দের

---

* "ত্বংস্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" অথর্ব্ববেদ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মমেকিতবাউত॥" আথর্ব্বনিক ব্রহ্ম সূক্ত। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টাশ্রোতামন্তা বিজ্ঞাতা, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ।" মৃত্যোঃস মৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"

বৃহদারণ্যক।

† "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি 'সত্ত্বম্'। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি 'জ্ঞ' স্তাবে তৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি।'

অর্থ চিত্ত ; অমরকোষ অনুসারে চিত্ত অর্থ মন ; এস্থলে মন বুদ্ধি চিত্তাহঙ্কার রূপ বৃত্তি চতুষ্টয় সমন্বিত অন্তঃকরণের সত্ত্ব, চিত্ত বা মনার্থ গ্রহণে অর্থ সঙ্গতি হয়। "তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্ ঋগ্বেদের এই মন্ত্রভাষ্যে "তব চিত্তংমনঃ' সায়ন এই অর্থ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে অন্তঃকরণ বৃত্তি সমষ্টির মন আখ্যা দৃষ্ট হয়। ‡ সুতরাং এস্থলে সত্ত্বশব্দের অহঙ্কারাদি বৃত্তি সমন্বিত অন্তঃকরণ বা মনার্থ গ্রহণ অসঙ্গত নহে। আত্মা নিষ্ক্রিয় এবং অহঙ্কার কর্ত্তা ভোক্তা ইহা সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত। সাংখ্য দর্শন ও "অহঙ্কারঃকর্ত্তা ন পুরুষঃ।" সূত্র দ্বারা অহঙ্কারেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছে। পরন্ত অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব বিবেকি জনের নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। যিনি কর্ত্তা তিনিই কর্ম্মফল ভোক্তা ; এস্থলে যিনি ফল ভোক্তা তিক্ত মিষ্টাদি স্বাদ তাহারই উপভোগ্য, অপরের নহে। রামানুজাচার্য্য ভোক্তা এবং দ্রষ্টা উভয় পক্ষীর চিদ্রূপতা কল্পনা করিয়াই জীবাত্মা এবং পরমাত্মাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পিপ্পল ভোক্তা পক্ষী বা অহঙ্কার চিদ্রূপ নহে, অহঙ্কার প্রাকৃত বা মায়িক ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

অতঃপর বিচার্য্য দ্রষ্টা পক্ষীর স্বরূপ কি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহের নামান্তর ক্ষেত্র, এই দেহ বা ক্ষেত্র যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বাচ্য। বহুক্ষেত্রজ্ঞাতা চিদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এক কিংবা বহু তাঁহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি বাক্য দ্বারাই

‡ "কামঃসংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি র্হ্রীর্ধী র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" বৃহদারণ্যক।

প্রতিপন্ন হইতেছে। অতিরিক্ত শ্রুতি প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ঘটোপহিত আকাশবৎ দেহোপহিত আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যাত হয়। অনন্ত ঘটে অনন্ত পরিচ্ছিন্ন আকাশবৎ অনন্তদেহে অনন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন এবং বহু; কিন্তু উভয়েরই পরিচ্ছিন্নত্ব এবং বহুত্ব ঔপাধিক। পরমার্থতঃ আকাশ ও বহু নহে, আত্মা ও বহু নহে।

যেমন ঘট মলিন হইলে তদন্তর্গত আকাশ মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, ঘট ঘূর্ণিত হইলে ঘটাকাশ ঘূর্ণিত হয় না, ঘট স্থানান্তরিত হইলে ঘটাবস্থিত আকাশ তৎসহ স্থানান্তরিত হয় না, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয় মনের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য বন্ধ মোক্ষ দ্বারা দ্রষ্টৃ স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য আত্মা স্পৃষ্ট হয় না। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ বন্ধমোক্ষাদি অহঙ্কারই অনুভব করে। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা বা জীবেশ্বরাখ্য দ্বিবিধ স্বতন্ত্র চেতন সত্তার অস্তিত্ব এই শ্রুতি মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয় না।

এইক্ষণ বিচার্য্য, জীব শব্দের লক্ষ্য কি। পাশ্চাত্য মতে 'যেহোভা' বা 'আল্লা' আখ্য ব্যক্তিগত ঈশ্বর জড় জগৎ এবং জড় দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু জীব সৃষ্টি করেন নাই। ঐশ জীবনী শক্তি দ্বারাই ভূত নির্ম্মিত দেহ জীবিত হইয়াছিল। সুতরাং জীবত্ব এবং ঈশত্ব পরমার্থতঃ অভিন্ন, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি বাইবেলের রূপক বর্ণনা হইতে এই তত্ত্বগ্রহণ করেনা, হিন্দুশাস্ত্রে এতদ্বিষয়ে বহু বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।

কেহ কহেন, 'আত্মার প্রতিবিম্বরূপ দেহী জীববাচ্য'। কেহ

কহেন, 'দেহ প্রাণাদি যুক্ত দেহী জীব।' কাহার ও মতে, দর্পণে মুখ প্রতিবিম্ববৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বই জীব।' অপর মতে 'ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশবৎ শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব।'* এই বিভিন্ন মত বিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় যে,'বিভিন্ন বাক্য এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এক তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অর্থাৎ জীব চৈতন্যপ্রতিবিম্বই হয়, কিংবা ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশবৎ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই হয়, তাহার তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক সত্তা প্রতিপন্না হয় না। সুতরাং জীবের মরুমরীচিকাবৎ প্রাতিভাসিক সত্তা কিংবা ঘটাকাশবৎ ঔপাধিক সত্তাই উপপন্না হয়। শ্রুতি বলিতেছে 'যত্রহিদ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।' 'স সমানঃ সন্নুভৌলোকাবনুসঞ্চরতি।" "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" মন্ত্রোক্ত 'ইব' অর্থাৎ 'যেন' শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে দ্বৈতদর্শন উভয়লোকে সঞ্চরণ, এবং ধ্যানাদি কর্ম্মান্বিত জীবত্বের তাত্ত্বিকতা নাই জীবত্ব বা জীবের অস্তিত্ব আবিদ্যিক।

জীব নিত্য কিংবা অনিত্য ? অনেক শাস্ত্রে জীবের নিত্যতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এমন কি বাইবেল কোরাণাদি শাস্ত্রে, যাহাতে জীবের সৃষ্টি বা আরম্ভ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে ও

---

* "আত্মনঃপ্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এবচ।"
"প্রাণ দেহাদিভৃদ্দেহী স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"
"দর্পনস্থ মুখপ্রতিবিম্ববৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্বম্।"
"ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশবৎ শরীর ত্রিতয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যম্॥"

জীবের নিত্যতা এবং অনন্ত স্বর্গাদি ভোগের বিধান আছে। জীব স্বীয় সত্তা লোপ কামনা করিতে পারেনা, যাহার দেহধ্বংসে বা মৃত্যুতে এত ভীতি, তাহার সত্তালোপকল্পনায় বিভীষিকা অবশ্যম্ভাবিনী।

নিত্যানিত্যবিবেকি ঐহিক ও পারলৌকিকফলভোগ বিরাগি-মোক্ষকামি জনেরও, মোক্ষভীতি দর্শনে মহর্ষি অষ্টাবক্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। * ঈদৃশ বিভীষিকা শান্তি এবং সুখবাসনা তৃপ্তি কল্পে ধর্ম্ম জগতে জীবের নিত্যতা এবং বিবিধ নিত্যধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ধর্ম্মি-জীব তাহাতেই আশ্বস্ত কিন্তু বাস্তবিক কি জীব নিত্য?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চেতন সত্তায় সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ জনিত বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব প্রমাণিত হয় না; সুতরাং জীব এবং পরমাখ্য দ্বিবিধ আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা মূলক। সৃষ্ট জীব সাদি, সুতরাং সান্ত। তাহার নিত্যতা স্বীকার বালবাচলতা মাত্র। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশবৎ, মায়িক বা আবিদ্যিক শরীরত্রিতয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই যদ্যপি জীব, তবে তাহার নিত্যতা সিদ্ধ হয় না; অনিত্য ঘটভঙ্গে যেমন আকাশের ঘটাকার লোপ হয়, তদ্রূপ অনিত্য আবিদ্যিক দেহত্রয় ধ্বংসে জীবত্ব ও লোপ হয়।

---

* 'ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্য বিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যংমোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা।'

অষ্টাবক্র সংহিতা।

তখন এক মহাকাশবৎ ভূমা চৈতন্য সত্তাই বিদ্যমান থাকে। যেমন দর্পণাপগমে তদন্তর্গত মুখপ্রতিবিম্ব ও অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ প্রাকৃতিক বা মায়িক অনিত্য পঞ্চকোষাপগমে 'বুদ্ধিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব' ও অন্তর্হিত হয়। সংক্ষেপতঃ ঔপাধিক বা প্রাতিভাসিক পদার্থের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং জীবের পারমার্থিক সত্তা নাই, উহার সত্তা ব্যবহারিক; জীব নিত্য নহে, উহার অস্তিত্ব ব্যবহারকালব্যাপী মাত্র। ইহা দর্শন করিয়াই দত্তাত্রেয় বলিয়াছিলেন, 'ঘট নয় ঘটাকাশ ও নয়, জীব নয়, জীববিগ্রহ ও নয়, জ্ঞেয় জ্ঞাতা বিবর্জ্জিত এক ব্রহ্মই জান'। † জীবাখ্য স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব নিরাসার্থে শ্রুতি বলিতেছে 'জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে যে জীব ক্রীড়া করে তাহা হইতেই বিচিত্র জগৎ সঞ্জাত। সেই আধারস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং অখণ্ড বোধস্বরূপেই পুরত্রয় বিলীন হয়।' ‡ পুনশ্চ হিতৈষিনী শ্রুতি জীব ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনার্থে বলিতেছে, 'পরমাত্মাই সূক্ষ্ম শরীরোপাধি দ্বারা উপহিত হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করে, এবং তাহা ভোগের জন্য

---

† "নঘটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীববিগ্রহঃ।
কেবলংব্রহ্মসংবিদ্ধি বেদ্যবেদক বর্জ্জিতং॥"

অবধূত গীতা।

‡ "পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চজীব স্ততস্তু জাতংসকলং বিচিত্রম্।
আধার মানন্দমখণ্ড বোধং যস্মিল্লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ॥"

কৈবল্যোপনিষদ্।

জীবাখ্যা লাভ করিয়া শরীরত্রয়ে সম্বদ্ধ হয় ও লোকান্তরে বিচরণ করে। § শ্রুতি বাক্যে এবং যুক্তি বলে প্রতিপন্ন হয় যে, ঘটাকাশ এবং মহাকাশ যেমন অভিন্ন তদ্রূপ জীব ব্রহ্মও অভিন্ন ঘটের নশ্বরত্ব হেতু যেমন আকাশের ঘটত্ব নশ্বর তদ্রূপ দেহত্রয়ের নশ্বরত্ব হেতু জীবত্বও নশ্বর, পরমার্থতঃ ব্রহ্মাখ্য অদ্বয় চেতন সত্তাই নিত্য।

দেহেন্দ্রিয়মনাদি বিষয়াবলম্বনে জীবের স্বরূপাবধারণ সম্ভবপর; কিন্তু নিরবয়ব বা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণ সহজ সাধ্য নহে। জগদ্রূপ লিঙ্গাবলম্বনে জগৎকারণের অস্তিত্বানুমান নাস্তিকাখ্য দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণও করিয়াছেন এবং করিতেছেন।* তাহাতে কোন মতভেদ নাই; স্বরূপ সম্বন্ধেই

---

§ "অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃহীতো মর্ত্তো মর্ত্তেনা স যোনিঃ।
তাশশ্বন্তা বিষুচিনা বিয়ন্তানান্যং চিক্যুর্ণ নিচিক্যুরন্যম্‌॥"

ঋগ্বেদ।

"অমর্ত্ত্যঃ অমরণধর্ম্মাত্মা মর্ত্ত্যেন মরণ ধর্ম্মনা ভূতাত্মনাদেহেন সযোনিঃ সমান স্থানিত্রয়পরিচ্ছেদকো দেহোঽস্তি। তত্র সর্ব্বত্র সোহয়মপি তিষ্টন্নিত্যর্থঃ।......পরমাত্মৈক সূক্ষ্ম শরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কর্ম্ম কৃত্বা তদ্ভোগায় জীবসংজ্ঞাং লব্ধা শরীরত্রয়েণ সম্বদ্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি।"

সায়ন ভাষ্য।

* Matter motion and force are not reality, but the symbols of reality, and the same reality is manifested objectively and subjectively.

Herbert Spencer.

মতভেদ; এবং এই মতভেদই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বৈষম্যের ভিত্তি। ঈশ্বর-স্বরূপ-অনুমানের লিঙ্গাভাব হেতু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপ লিঙ্গহীন অনুমান অর্থাৎ কল্পনা করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন স্বরূপবিশ্বাসিগণ তদালম্বনে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। ইহারা সকলেই যে ভাবে অবিশ্বাসী নাস্তিক বা পাষণ্ড সম্ভাষণে পরস্পরকে আপ্যায়িত করেন, তদ্দর্শনে সম্প্রদায়ের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান দ্রষ্টা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হয়; কারণ ইহারা সকলেই অস্তিত্ব বিশ্বাসী, আস্তিক; কেহই নাস্তিক নহে; কেবল স্বরূপ সম্বন্ধেই মতভেদ এবং মনান্তর। যে সকল ভগবদ্ভক্তের প্রহ্লাদের ন্যায় 'ক' অক্ষর দর্শনমাত্র নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়, কৃষ্ণ শব্দ সম্যক্ পাঠের ও শক্তি থাকে না, অথবা যে সকল সরল বিশ্বাসিজনের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস বিস্ফোটাকার ধারণ করে, অঙ্গুলিস্পর্শ ও অসহনীয় হয়, প্রবন্ধের এই অংশ তাহাদের পাঠোপযোগী নহে। ইহা ঐশ স্বরূপ-সন্দিগ্ধ-বিচার-বানের জন্য।

শাস্ত্র এবং যুক্তি মার্গাবলম্বনে আমরা জগৎ এবং জীব সম্বন্ধে যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তথায় ব্যক্তিগত ঈশ্বর (personal God) স্থাপনের স্থান আছে কি? না, তথায় ব্যক্তিগত ঈশ্বর সংস্থাপনের স্থানাভাব। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক বা মায়িক 'সর্ব্ব' সাপেক্ষ। অর্থাৎ মায়িক জগৎজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞতা, জাগতিকশক্তি সংযোগে সর্ব্বশক্তিমত্তা, এবং অনিত্য জাগতিক পদার্থে ব্যাপ্তিহেতু

সর্ব্বব্যাপ্তিরূপ ঈশত্বের অধ্যাসহেতু চৈতন্যসত্তা ঈশ্বরাখ্য। বাস্তব, জীবের দেহাভিমান এবং ঈশের সর্ব্বাভিমান উভয়ই আবিদ্যিক। এই জন্য পঞ্চদশী বলিতেছে। মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।" "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌজীবেশ্বরাবুভৌ।" ভূমাচৈতন্যাধিগমে জীবেশ্বর উভয় ভাবই অন্তর্হিত হয়, কারণ জীবত্ব এবং ঈশত্ব ঔপাধিক বা প্রাতিভাসিক, উহার তাত্ত্বিক সত্তা নাই।

সর্ব্বব্যাপি বা সর্ব্বস্থূলশরীরাভিমানি বিরাট চৈতন্যের বা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকৃতা হইলেও, জীব সহ তাঁহার উপাস্য উপাসক বা সেব্যসেবক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। ঈদৃশ ঈশ্বরের মুক্তি বা কর্ম্মফলদাতৃত্ব ও প্রমাণিত হয় না। কারণ, দেহ বিশেষাভিমাণি জীবের আত্মেতর জ্ঞানে বা দ্বৈতবোধে অপর জীবের ইষ্টানিষ্টে ইচ্ছা হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বাভিমানীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।*

এই হেতু দার্শনিকগণ জীবসহ ঈশ্বরের ঐহিক কিংবা পারলৌকিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। এবং বৈদান্তিকগণ ও বৃক্ষ ও বনের ন্যায় জীবেশ্বরের ব্যষ্টি সমষ্টি স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক তাত্ত্বিক ঐশ অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য ব্যক্তিগত ঈশ্বর বিশ্বাসীর বিচারে ইহারা নাস্তিক এবং বেদান্তের

---

* যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ। তৎকেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ॥ বৃহদারণ্যক।

নিগূঢ় তত্ত্বানভিজ্ঞ! "দৃষ্টাশূন্যং সর্ব্ববিশ্বমুর্দ্ধশ্বাধসি তুল্যকং। স্বষ্ট্যুন্মুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণ স্বষ্টিংকর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥" "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণশ্চরাচরম্।" "কৃষ্ণোনিত্য শরীরীচ তত্যতে-জোহি বর্ত্ততে।" "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তনুভা" "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" প্রভৃতি স্বষ্টিরহস্য এবং নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব তৎকালে অপরিজ্ঞাত ছিল, এই সকল তত্ত্বরত্ন কলির জীবের নিজস্ব; সুতরাং বর্ত্তমান তত্ত্ববেত্তা আস্তিকগণ যে তাহাদিগকে অজ্ঞ এবং নাস্তিক আখ্যা প্রদান করিবেন ইহা বিস্ময়কর নহে।

অনন্ত জীব হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞাপনার্থ, দেহস্থ অনন্ত কোষাণু বা কীটাণু এবং দেহের দৃষ্টান্ত ও প্রদর্শিত হয়। অসংখ্য স্বতন্ত্র কোষাণুসংযোগে জৈবদেহ গঠিত হয়, অথচ দেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। উহা বৃক্ষাতিরিক্ত বনের সত্তার ন্যায় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জীব হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দৃষ্টান্ত দর্শনে আমাদের হৃদয়ে তাদৃশ ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে হাস্যরসই উচ্ছসিত হয়। কারণ জড়দেহ এবং জড়-কোষাণু এই দৃষ্টান্তের লক্ষ্য হইলে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আপেক্ষিক সত্তা প্রতিপন্না হয়; অর্থাৎ কোষাণু সমষ্টিই যেমন হস্তপদাদি সমন্বিত দেহাকার ধারণ করে, কোষাণু ব্যতীত দেহের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তদ্রূপ জীব সমষ্টিই ঈশ্বর, ঈশ্বরের ও জীবেতর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বৃক্ষের অভাবে বনের সত্তা লোপ হয়, কিন্তু

কোষাণু বিবিক্ত হইলে কি দেহসত্তা অক্ষুন্ন থাকে? কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচারে প্রতীয়মান হয় যে কোষাণুই দেহের কারণ, দেহ কোষাণুর কারণ নহে, তদ্রুপ জীবই কি ঈশ্বরের কারণ? বিবেক নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে ইহাই প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু মানব কল্পনাই মানবাকৃতি এবং মানবীয় ভাববৃত্তি সম্পন্ন ঈশ্বরের নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ।

দেহস্থ কোষাণু বা কীটাণুর চৈতন্য এবং দেহাভিমানি চৈতন্য সহ জীবচৈতন্য এবং ঈশচৈতন্যের উপমা ও সমীচীন নহে। কারণ দেহীর সহিত দেহস্থ অণুচৈতন্যের ঈশিতা এবং ঈশিতব্য সম্বন্ধ নাই। চেতনাণুর জন্ম, মৃত্যু, ইহপরকাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্মফল, ভাব, ভাবা, নিন্দা, স্তুতি, সুখ দুঃখাদি সর্ব্ব বিষয়ে দেহী অনভিজ্ঞ; সুতরাং দেহী সহ দেহস্থ চেতনাণুর সেব্য সেবক, সাধ্য সাধকাদি সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবেশ্বরে যাদৃশ স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয় তাহা ঈশ্বর বিশ্বাসীর বাঞ্ছনীয় কি? ঈদৃশ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অন্তর্যা-মিত্ব উপপন্ন হয় কি? যে ঈশ্বর স্তুতি মিনতি প্রার্থনা ক্রন্দন শ্রবণে অক্ষম, যে ঈশ্বর বিপদ শোক সন্তাপে ত্রাণ করিতে অক্ষম, ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখ বিধানে অক্ষম, তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? ঈদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্বনাস্তিত্বসহ জীবের কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না।

যে মোহান্ধজীব কামক্রোধাদি শ্বাপদ সঙ্কুল ভবারণ্যে পথ ভ্রান্তি হেতু অবসন্ন হয়, তাহার উদ্ধারার্থে দয়াময় ব্যক্তিগত

ঈশ্বর প্রয়োজন। দুর্গম অধ্যাত্ম পথ বিচরণে অক্ষম ভাবপঙ্গু জীবের জন্য ঈদৃশ ঈশ্বররূপ যষ্টির প্রয়োজন। দাসত্বই যে জীবের স্বরূপ বা স্বভাব, তাহার সেবাবৃত্তি চরিতার্থহেতু ব্যক্তিগত ঈশ্বর বা প্রভুর প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজন হেতুই আদিকাল হইতে বিভিন্ন সমাজে প্রয়োজন অনুরূপ বিভিন্ন ব্যক্তিগত ঈশ্বর কল্পিত এবং উপাসিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

পক্ষান্তরে যে বিবেক বলে বলীয়ান পুরুষ বৈরাগ্যবর্ম্মাবৃত হইয়া প্রজ্ঞালোকে ভবারণ্যে বিচরণ করে, শ্রেয় প্রেয় সর্ব্ব বিষয়ে কামনাহীন তাদৃশ পুরুষের ঐশ করুণার প্রয়োজন কি? যিনি আত্মার ভূমত্ব এবং বিভুত্ব বিবেক নেত্রে দর্শন করেন, কিংবা যোগ বলে অনুভব করেন, তাহার হৃদয়ে তাদৃশ ঈশাব-স্থিতির জন্য স্থানাভাব। ভবব্যাধিগ্রস্ত জীবের ঐশভক্তি ভেষজে রোগমুক্তি সম্ভবপর কিনা, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে: কিন্তু রুগ্নব্যক্তি সুস্থকেও, রুগ্ন জ্ঞানে তাহার জন্য উক্ত ভেষজ ব্যবস্থা করেন, এবং ঔষধ সেবনে অসম্মত সুস্থব্যক্তির প্রতি নাস্তিক পাষণ্ডাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ইহ বিশ্বাসব্যামোহ-জনিত বুদ্ধি বিকৃতির পরিচয় নহে কি? স্বস্থব্যক্তির বিচারে ঈদৃশ ভাব এবং উপদ্রব ভবব্যাধিরই উপসর্গ বিশেষ।

ব্যক্তিগত ঈশ্বরবিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, ভগবান দয়াময় প্রেমময় এবং আনন্দময়। ভাবজগৎ পর্য্যালোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, দয়াবান এবং প্রেমপ্রবণ ব্যক্তি, অনিত্য এবং অপূর্ণ

দয়াপাত্র এবং প্রেমাস্পদের দুঃখ তাপে স্বয়ং সন্তাপিত হয়; প্রতিকারে অসমর্থ হইলে হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হয়। যত্তপি দেহী দয়াময় এবং প্রেমময় হইত, এবং দেহস্থ জীবাণুর দ্বেষদ্বন্দ্ব জনিত কোলাহল, শোক সন্তাপ জনিত আর্ত্তনাদ, বাসনা জনিত স্তুতি মিনতি প্রার্থনা, তাহার শ্রবণ বিবরে অহরহঃ প্রতিধ্বনিত হইত, হায়! তবে বিষয় সংযোগ জনিত জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার সাময়িক সুখ, এবং বিষয় বিয়োগ জনিত সুষুপ্তির শান্তি, সম্ভব পর ছিলনা। ঐ দেখ, অনিত্য এবং অপূর্ণ জগতের জরাব্যাধি মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত অসংখ্য নরনারীর বিশ্বব্যাপি হাহাকারের আবেগে ভগবানের স্বর্গীয় সিংহাসন প্রকম্পিত হইতেছে। প্রদীপ্ত তাপত্রয় দগ্ধ মানবকুলের ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদে দয়াময়ের হৃদয় বিগলিত হইতেছে। পুত্রশোক বিহ্বলাজননীর মর্ম্মভেদি বিলাপ ঐশ শ্রবণে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পতিবিয়োগ বিধুরার দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রেমময়ের হৃদয় সাগরে করুণা তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। জিঘাংসাপরায়ণ যুযুৎসু মানবকুলের ভৈরবনাদে, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের গভীর গর্জ্জনে, ভগবানের কর্ণ বধিরীভূত হইতেছে। ছিন্ন অঙ্গ, বিদীর্ণ বক্ষ, বিচ্ছিন্ন শীর্ষ শবরাশি দর্শনে দয়াময়ের বক্ষ বিদারিত হইতেছে। কিন্তু হায়! প্রতিকারের শক্তি নাই। আদিকাল হইতে দয়াময় প্রেমময় ভগবানের কোমল হৃদয় জৈবসন্তাপানলে অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে আনন্দময়ের অপ্রাকৃত চিদ্ঘনবপু নিরানন্দনীরে নিমজ্জিত। অহো! ঈদৃশ ভাবময় ভগবান ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ও, কৃপাপাত্র।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অজ্ঞাতসারেই কি জলপ্লাবনে দেশ বিপ্লাবিত হয়, ঝঞ্ঝাবাতে ভূমিকম্পে গৃহসম্পত্তি বিধ্বস্ত হয়, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে বাল যুবা নির্ব্বিশেষে মানবকুল অকালে কালকবলিত হয়? যাহার অনুজ্ঞায় সলিল উচ্ছ্বসিত হয়, পবন প্রবাহিত হয়, বারিদ বারিবর্ষণে বিরত হয়, ব্যাধি সংক্রামিত হয়, যাহার ভয়ে ভূমি প্রকম্পিতা হয়, তিনি কি প্রেমময়? অথবা এসকলই কি ভৌত শক্তির কার্য্য? ভৌত শক্তি কি ঐশ শক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং সমধিক শক্তিশালিনী? জীব স্বীয় বা স্বজনের মৃত্যু কদাপি কামনা করে না, অথচ যাহার বিধানে ভীতিপ্রকম্পিত জীবকুল করাল কাল কবলে অহরহঃ নিপতিত হইতেছে তিনিই কি দয়াময়?

যদি শুভাশুভ কর্ম্ম-জনিত ফলই সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তবে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, বিপ্লাবিত বিধ্বস্ত বা সংক্রামিত প্রদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি একরূপ অশুভ কর্ম্ম হেতু সমফল ভোগ করে? অপর প্রদেশের কি তজ্জাতীয় অশুভ কর্ম্মের সম্যক অভাব উপপন্ন হয়? দেহেন্দ্রিয় মনের পার্থক্যই বিভিন্ন জীবে শুভাশুভ কর্ম্ম বৈষম্যের হেতু, এই পার্থক্য, এবং বৈষম্যের কারণ কে! সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকৃত হইলে পক্ষপাত দোষ উপপন্ন হয়। গীতার পঞ্চমধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত ঈশ্বর সহ জৈব কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের কোন সংস্রব নাই; পক্ষান্তরে জীবরূপ যন্ত্র পরিচালক যন্ত্রিঈশ্বর শুভাশুভ সর্ব্বকর্ম্মের জন্য দায়ী এতদ্ব্যতীত কর্ম্মফলদাতা তৃতীয় ঈশ্বর আছেন কি?

ব্যক্তিগত (personal) ঈশ্বরই সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য যুগে যুগে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যিনি ভূমা এবং বিভু তাহার ব্যক্তিত্ব বা দেহ বিশেষে অবতরণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং ব্যক্তিগত ঈশ্বর খণ্ডনেই তাহার অবতারত্ব ও খণ্ডিত হইয়াছে। অতঃপর অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক অবতারবাদ, এবং জীবেশ্বরবাদ বিষয়ে গীতার অভিমত নিষ্প্রয়োজন!

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যে, শরীরী বা জীব 'অনাশী' এবং 'অপ্রমেয়'। বিংশ শ্লোকে বলিতেছেন, জীবাত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য (ধ্বংসরহিত), শাশ্বত (অপক্ষয়রহিত), পুরাণ (পরিণাম শূন্য)। চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে বলিতেছেন, ইহা নিত্য, সর্ব্বগত (ব্যাপক), স্থাণু (স্থির স্বভাব) অচল (পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী), সনাতন (অনাদি,) ইহা অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য। গীতার এই মত শ্রুতি সম্মত। ইহাতে ঔপনিষদ মন্ত্রই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

শরীরী বা জীবের বিশেষণ রূপে এস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থালোচনায় প্রতীতি হয় যে উহার লক্ষ্য কোন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ নহে। যাহা অজ অনাশী এবং নিত্য শব্দ বাচ্য তাহা কালে অপরিচ্ছিন্ন; যাহা অপ্রমেয় এবং সর্ব্বগত তাহা দেশ ও পাত্রে অপরিচ্ছিন্ন। কারণ যাহা দেশ বিশেষে পরিচ্ছিন্ন তাহা অপ্রমেয় নহে, এবং যাহা পাত্রে পরিচ্ছিন্ন তাহা সর্ব্বগত নহে। কিন্তু ব্যবহার জগতে পরি-

লক্ষিত হয়, শরীরী বা জীব স্বতন্ত্র এবং সসীম। প্রত্যেক জীব জন্ম মৃত্যু ধর্ম্মান্বিত স্বতন্ত্র দেহাভিমানী; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়, ভীষ্ম এবং বিদুরাদি সকলেই স্বতন্ত্র সময়ে জাত এবং মৃত স্বতন্ত্রদেহাভিমানী; সুতরাং প্রত্যেকই দেশ কাল পাত্রে পরিচ্ছিন্ন। ঈদৃশ পরিচ্ছিন্ন জীবে গীতাপ্রোক্ত বিশেষণ উপযোগী হয় না। যদ্যপি জীবের পরিদৃশ্যমান পরিচ্ছিন্নতা পরমার্থতঃ সত্য, তবে গীতা বাক্য বাতুল প্রলাপবৎ অশ্রদ্ধেয়। পক্ষান্তরে গীতাবাক্য সত্য স্বীকৃত হইলে জীবের ভিন্নত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব আকাশের নীলত্বের ন্যায় ব্যবহারিক কিংবা ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় ঔপাধিক, অথবা পরমার্থতঃ মিথ্যা। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যে এবং যুক্তি বলে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন প্রমাণিত হয়।

জীবাখ্য চেতন সত্তার ঔপাধিক বহুত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব নিরাসার্থে পুনর্ব্বার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষোড়শশ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।" অর্থাৎ আত্মা অবিভক্ত হইয়া ও বিভিন্নদেহে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আত্মা এক, অদ্বিতীয়, মহাকাশের ঘটাবচ্ছিন্নতার ন্যায় দেহাবচ্ছিন্নত্ব হেতু জীবোপাধি লাভ করে। গীতা শ্লোকের এই 'ইব' শব্দ শ্রুত্যুক্ত "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" "যত্র দ্বৈতমিব ভবতি" প্রভৃতি মন্ত্রাংশের 'ইব' শব্দেরই অনুরূপ। এই 'ইব' শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর ভেদবোধক শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে গীতার অর্থ সামঞ্জস্য হয়, অর্থাৎ না হইয়া ও হইয়াছে এরূপ প্রতীয়মান হয়।

ভগবান বলিতেছেন জীব পরিণাম শূন্য, পূর্ব্বরূপঅপরিত্যাগী এবং স্থির স্বভাব। ইহা যুক্তিসঙ্গত; কারণ যাহা শাশ্বত এবং নিত্য তাহার অপক্ষয় বা পরিণাম অপ্রামাণ্য। যাহা ব্যাপী বা সর্ব্বগত তাহার চলাচলত্ব সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গতাগতি সম্ভব। পুনশ্চ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, "নবদ্বারে পুরেদেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্।" এই মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য সেই "ধ্যায়তীব" শ্রুতি বাক্য দ্বারা দেহীর পারমার্থিক অকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে 'সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃচ'॥ বাক্যে আত্মার নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী সেই 'ধ্যায়তীব' শ্রুতি বাক্য দ্বারা জীবের দৃশ্যতঃ গুণকর্ম্মাদির পরমার্থতা নিরাস করিয়াছেন। দেহী 'অবিকার্য্য' সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য তাহাকে উত্তমাধম অবস্থান্তরিত করে না, এবং অচল ও অবিকার দেহীর বন্ধ মোক্ষের পারমার্থিকতা ও প্রামাণ্য নহে। পুনশ্চ ত্রয়োদশাধ্যায়ে "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে।" "যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥" বাক্যদ্বারা আত্মার ঘটাকাশবৎ ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নতা এবং পারমার্থিক নিষ্ক্রিয়তা এবং নির্লিপ্ততাই প্রতিপাদিতা হইয়াছে।

দেহী অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য। যাহা মনোগম্য তাহাই ব্যক্ত

এবং চিন্ত্য, যাহা মনাতীত তাহাই অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য। সুতরাং জৈবগুণ বা জৈবস্বরূপ জ্ঞানে যাহা মন গ্রহণ করে, তাহার কিছুই পরমার্থতঃ দেহীর গুণ বা স্বরূপ নহে। দেহী অজ্ঞেয়। গীতা গ্রন্থোক্ত দেহীর বিশেষণনিচয় সংক্ষেপে বিশ্লিষ্ট হইল; এই সমস্ত বিশেষণই কি ব্রহ্মে প্রযোজ্য নহে? অনাশী অপ্রমেয়, অজ, শাশ্বত, পুরাণ, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এবং অবিকার্য্য এই সকল বিশেষণ শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র জগৎকারণেই আরোপ করিতেছে। সুতরাং জগৎকারণের নিমিত্তোপাদান দ্বিবিধকারণত্ব জনিত বিভুত্ব, বা কার্য্যকারণের একত্ব, এবং এই জৈব বিশেষণে জীব ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদিতা হইতেছে।

দেহী যদ্যপি অকর্ত্তা অভোক্তা নির্গুণ এবং অবিকার্য্য, তবে কর্ত্তা ভোক্তা কে? সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য, বন্ধ মোক্ষ, কাহার হয়? গীতা গ্রন্থে এই প্রশ্ন নাই, এবং পরিষ্কার মীমাংসা ও নাই। তথাপি তৃতীয় অধ্যায়ের "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।" এবং পঞ্চম অধ্যায়ের "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্!" ও অপর শ্লোকাংশ দ্বারা উপপন্ন হয় যে, গুণ কর্ম্মাদি সকলই প্রকৃতির; প্রকৃতি অহঙ্কারাখ্য কর্ত্তারূপে, মন বুদ্ধি চিত্তাখ্য করণ রূপে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপে প্রকটিতা। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ বন্ধমোক্ষাদি প্রাকৃতিক বা মায়িক। এবং অহঙ্কারই সুখ দুঃখ বন্ধ মোক্ষভাগী।

পরমেষ্ঠি ঋষি জাগতিক কার্য্যকারণের অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। * কোন কোন ঔপনিষদ ঋষি ও "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। "যন্মনসা ন মনুতে" প্রভৃতি বাক্যে জগৎকারণের অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব জগত্তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিতেন। চীন দেশের 'কন ফিউ সিয়স' জগৎকারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্য ব্যয় করেন নাই। জীব এবং তাহার পরিণাম সম্বন্ধে বলিতেন, জীবন কি তাহাই জীব জানে না, মৃত্যু কি তাহা কিরূপে জানিবে। †

ইঁহারা জগৎ এবং জীবেশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রযুক্ত উহা অজ্ঞেয় বলিয়াছেন, কিংবা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হেতু অজ্ঞেয় বলিয়াছেন? অথবা অজ্ঞতা হেতু বাক্য ব্যয় করেন নাই, কিংবা অব্যক্ত হেতু বাক্যে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা এস্থলে সমালোচ্য নহে। কিন্তু তাহাদের অজ্ঞেয়ত্ব বোধক বাক্যে বা তুষ্ণীম্ভাবে, তীক্ষ্ণবিবেক হীন জীবেশ্বর তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। যাহারা জগৎ কারণের

---

* "কোবেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবাদধে যদিবান। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অঙ্গবেদ যদিবান বেদ॥"

ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল।

† "When one does not yet know what life is, how should one know what death is."

"The Lun yu" or Confucian analect.

ভূমত্ব এবং বিভুত্ব অর্থাৎ কার্য্যকারণের একত্ব প্রতিপাদন
করিয়াছেন, তাহাদের বাক্য ইন্দ্রিয়ার্থে সত্যপ্রত্যয়িজীবের
তৃপ্তিপ্রদ নহে। যাহারা সর্ব্বাভিমানি ঈশ্বর স্বীকার করেন
তাহাদের বাক্য ও বুভুক্ষু জীবগণের প্রীতিপ্রদ নহে। কারণ
আত্মেতর বোধ বা দ্বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু তাদৃশ ঈশ্বর দ্বারা
জীবের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। এই জন্য যাহারা
জগৎকারণের পরিচ্ছিন্নত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,
তাহাদের বাক্যই সাধারণ্যে আদৃত ; তাহারাই প্রেরিত বা মুক্ত
পুরুষরূপে পূজ্য ; কিম্বা সেই ভগবানের অবতার রূপে আরাধ্য ;
তাহাদের প্রবর্ত্তিত গ্রন্থই অভ্রান্ত তত্ত্বময় শাস্ত্রগ্রন্থরূপে
গৃহীত হয়।

ব্যক্তিগত ঈশ্বর প্রতিপাদন ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য এবং
ঈদৃশ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠাহেতু ইহা দর্শনাদি শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং
শাস্ত্ররাজ্যে সর্ব্বোচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ইহা যাহাদের অভিমত,
তাহারা একদেশদর্শী ; বিচারবান এই মত অনুমোদনে অসক্ত।
কারণ, ব্যক্তিগত ঈশ্বর স্থাপনেই যদ্যপি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-
পাদিত হয়, তবে বাইবেল, কোরাণ এবং বহু পুরাণ গ্রন্থের ও
দর্শন শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। বাইবেলের ঈশ্বর
এব্রাহেম, মুসা প্রভৃতি সহ সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিতেন,
"যেকোভের" সহিত একরাত্র মল্লযুদ্ধ ও করিয়াছিলেন ;
অবশেষে মানব জাতির উদ্ধার কল্পে মেরীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন
পূর্ব্বক করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোরাণের

ঈশ্বর যদিও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মহম্মদ সহ মল্লযুদ্ধাদি করেন নাই, তথাপি মহম্মদ একদিন সশরীরে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং বিধর্ম্মীর ধ্বংস কার্য্যে সর্ব্বদা ঐশ সাহায্য লাভ করিতেন। বিশ্বরূপ দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুনও ভীত হইয়াছিলেন। চতুর্ভুজ ত্রিনেত্র কিংবা পঞ্চবক্ত্র সমন্বিত ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইলেও তাদৃশ বিকটাকার কোমল মতি মানবের নয়ন মন প্রীতিকর নহে। অনন্ত সৌর-জগৎ সমন্বিত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমাণ মানবাকৃতি বিশিষ্ট এবং মানবীয় ভাব বৃত্তি সম্পন্ন হইলেই মানব হৃদয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে এবং ভক্তি প্রেমাদি ভাব অর্পন করিয়া প্রতিদান প্রত্যাশা করিতে সক্ষম হয়। নবঘন শ্যামল দ্বিভুজ মুরলীধর গোপবেশধারী গোপীজন নয়নোৎ-পলার্চ্চিত রাসবিহারী অপ্রাকৃত নিত্য বৃন্দাবনে "বেদবিধির অগোচর রতনবেদিরোপর" নিত্য লীলারত, পরকীয়া প্রেমরসা-প্লুত চিন্ময় রূপই আদর্শ ব্যক্তিগত ঈশ্বর জ্ঞানে নবভাবুক সমাজে প্রেমালিঙ্গনে আশ্লিষ্ট! সুতরাং ঈদৃশ মধুর রসসিক্ত মাধুরীময় ঈশ্বর প্রতিপাদক গ্রন্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্র রাজ্যে সর্ব্বোচ্চাসন লাভে অধিকারী। অহো! অপরং কিংভবিষ্যতি।

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষষ্ঠিতম শ্লোকে দৃষ্ট হয়, 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, এবং যন্ত্রীর যন্ত্র চালনবৎ সর্ব্বভূতকে মায়া দ্বারা পরিচালিত করেন।' এস্থলে প্রথম বিচার্য্য ভূত শব্দের অর্থ কি; ভাষ্যকার বলিতেছেন,

ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী। এই ভূত বা প্রাণী শব্দের লক্ষ্য কি? ইহা যদ্যপি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত শরীরী বা পুরুষাখ্য আত্মা হয় তবে তাহার সর্ব্বগতত্ব বা ব্যাপ্তি এবং স্থাণুত্ব বা স্থিরত্ব হেতু এবং পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বর্ণিত অকর্তৃত্ব হেতু চলাচলত্ব বা কর্ম্মাদি সম্ভবপর নহে। অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অপ্রমেয় দেহীর হৃদয় স্থান কীদৃশ, এবং তাহাতে কিরূপ ঈশ্বরের কি ভাবে স্থিতি হয়? জীবের বা শরীরীর স্বরূপ বিচারে তাহাতে ঈশ্বর আখ্য অপর চেতন সত্তার অবস্থিতি প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু সর্ব্বগতত্ব হেতু শরীরীরই চেতনাচেতন সর্ব্ব পদার্থে, এমন কি তাদৃশ ঈশ্বরে ও ব্যাপ্তি প্রমাণিত হয়। যদ্যপি ভূত বা প্রাণী শব্দ অহঙ্কারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে অহঙ্কারের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু শ্লোকের কথঞ্চিৎ অর্থ সামঞ্জস্য হইতে পারে; কিন্তু দেহী কি কখন ও স্বীয় হৃদয়ে তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বীয় মানসিক বাচিক এবং শারীরিক সদসৎ কর্ম্মে ঐশ নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করে? সশস্ত্র দস্যু শোণিতসিক্তহস্তে পরধনাপহরণ কালে, কিংবা ভক্তির-সাল্পুত সাধক চন্দনচর্চ্চিত কুসুমদলে আরাধ্য দেবের অর্চ্চনা কালে ঐশ প্রেরণা অনুভব করে কি? না, তাহা করেনা, কারণ তাদৃশ ঈশ্বর ভাবুকের কল্পনায়, শাস্ত্রের শ্লোকে, এবং শাস্ত্রান্ধের বিশ্বাসেই বিরাজিত। অপর কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

ঈশ্বর যদ্যপি যন্ত্রিবৎ পরিচালন করেন, এবং দেহী যদ্যপি

যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়, তবে সদসৎ কর্ম্মের জন্য দেহীর দায়িত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। গো ব্রাহ্মণ হত্যা জনিত পাপ এবং সাধন ভজনাদি ধর্ম্মকর্ম্মজনিতপুণ্য দেহীকে স্পর্শও করে না। তবে কি যুক্তিতে ষোড়শ অধ্যায়ের উনবিংশ এবং বিংশ শ্লোকে ক্রূর নরাধমগণের অসুর যোনি এবং অধোগতির ব্যবস্থা হইয়াছে? তাহাদের হৃদয়ে ও ঈশ্বরই অধিষ্ঠিত এবং ভাববৃত্তি কর্ম্মাদি তাঁহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যিনি কুবৃত্তি এবং কুকর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিনিই শাস্তিদাতা? ধন্য বিচার! লোকব্যবহারে দৃষ্ট হয় মোটরকারের আঘাত জনিত নরহত্যাপরাধে চালকই দণ্ডিত হয়, কোন বিচারকই জড়যানের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ব্যবস্থা করেন না। দেহীর সদসৎ সর্ব্ব কর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর দায়ী। পুনশ্চ উক্ত অধ্যায়ের দ্বিষষ্টিতম শ্লোকে বলিতেছেন 'হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে।' ইহা দ্বারা জীবেতর পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঈশ্বর এবং তাহার অনুগ্রহ নিগ্রহাদি ভাব স্বীকৃত, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত দেহী বিষয়ক তত্ত্ব সম্যক খণ্ডিত হইয়াছে। কৃষ্ণভগবান অর্জ্জুনকে শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করার পরিবর্ত্তে যদি যন্ত্রিভগবানকে অর্জ্জুন রূপ যন্ত্র পরিচালন বিষয়ে এক খণ্ড উপদেশ লিপি প্রেরণ করিতেন, তবে তাহার শাশ্বত স্থানের পরিবর্ত্তে নরক প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে গীতা পুনশ্চ

বলিতেছে, 'প্রভু লোকের কর্তৃত্ব কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সংযোগ-সর্জ্জন করেন না, তাহাদের স্বভাবই ইহাতে প্রবর্ত্তিত হয়। বিভু কাহার ও পাপ এবং সুকৃত গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত তজ্জন্য জন্তুগণ মোহগ্রস্ত হয়।' আচার্য্য শঙ্কর, আনন্দ গিরি, মধুসূদনাদি প্রভু এবং বিভু শব্দের এস্থলে আত্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শ্রীধরস্বামী ঈশ্বরার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমিও উক্ত শব্দ দ্বয়ের এস্থলে ঈশ্বরার্থই সঙ্গত মনে করি। নতুবা লোক এবং জন্তু শব্দের অর্থ সঙ্গতি হয় না। সুতরাং গীতা গ্রন্থে দ্বিবিধ ঈশ্বরাস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়; এক যন্ত্রীর ন্যায় জীবরূপযন্ত্র চালনাকারী, অপর জৈবকর্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্ম ফলে উদাসীন ও অসংশ্লিষ্ট, এবং জীবের পাপ কিংবা সভক্তি স্তুতিনতি পূজা যজ্ঞদানাদি সুকৃত অপ্রতিগ্রাহী।

যন্ত্রিভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারে যে দোষ ঘটে তাহা আলোচিত হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত এবং অপ্রতিগ্রাহি ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বর্জ্জিত হইলে বৈদান্তিক এবং দার্শনিক সাদরে গ্রহণ করিবে; কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হইলে ও ঈদৃশ উদাসীন ঈশ্বর ভগবদ্ভক্তের প্রীতিপ্রদ হইবেন কি? ঈদৃশ ঈশ্বরের যুগে যুগে অবতরণের ও কোন প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না; পরন্তু নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত এবং অপ্রতিগ্রাহী ঈশ্বরের পক্ষে উহা অস্বাভাবিকই উপপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অকর্তা এবং কর্তা কোন ঈশ্বরেই, দয়া প্রেমাদি মানবীয় মনোবৃত্তি আরোপ করিয়া দয়াময় প্রেমময় বিশেষণে

বিশেষিত করেন নাই। বরঞ্চ ভাগবত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, গোবর্দ্ধন যাগ কালে।

অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফল রূপান্য কর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোহপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

এই বাক্যে কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বরের প্রতি তীব্রকটাক্ষ করিয়াছেন।

সমালোচিত জীবেশ্বর তত্ত্ব সম্যক বিচার করা সত্ত্বেও যদি বিতণ্ডা উত্থাপিতা হয় যে, 'ভগবান্ নির্গুণ এবং সগুণ উভয়ই, অকর্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব, নির্লিপ্ততা লিপ্ততা, প্রতিগ্রাহিত্ব এবং অপ্রতিগ্রাহিত্ব সকলই তাহাতে সম্ভবপর; তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যুগে যুগে সসীমদেহে অবতরণ করেন' তবে তাহা খণ্ডনার্থে অপর যুক্তি নিষ্প্রয়োজন, কারণ গীতাই বলিতেছে।

"অজ্ঞানে নাবৃতংজ্ঞানংতেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

তদাদেশ, অহঙ্কারাদেশ এবং আত্মাদেশ বাক্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে সনৎকুমার নারদ সংবাদে জগৎকারণের ভূমত্ব এবং ভূমার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞান তারতম্যে ভূমসত্তা ত্রিবিধ ভাবে উপলব্ধ এবং বাক্যে ব্যক্ত হয়। "তিনিই ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে, উত্তরে, তিনিই এই সকল।" ইহা তদাদেশবাক্য। "আত্মাই অধে ঊর্দ্ধে পশ্চাতে সম্মুখে দক্ষিণে, উত্তরে, আত্মাই এই সকল।" ইহা আত্মাদেশ বাক্য। "আমিই অধে ঊর্দ্ধে পশ্চাতে সম্মুখে দক্ষিণে উত্তরে, আমিই এই সকল।" ইহা অহঙ্কারাদেশ বাক্য। *

সনৎকুমারঋষি নারদের জ্ঞানার্থ ভূমার স্বরূপ ব্যাখ্যা

---

* "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি, অথ অতঃ অহঙ্কারাদেশ এব অহম্ এব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরস্তাৎ অহং দক্ষিণতঃ অহম্ উত্তরতঃ অহম্ এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি। অথ অত আত্মাদেশ এব আত্মা এব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি।"

করিতেছেন, যে অবস্থা দ্বৈতবোধহীনা,—"যে স্থলে অন্য দ্রষ্টব্য দর্শন করে না, অন্য শ্রোতব্য শ্রবণ করে না, অন্য জ্ঞাতব্য জানে না, অর্থাৎ নামরূপাত্মক সর্ব্ববিষয় যে অবস্থায় অস্তমিত হয়, তাহাই 'ভূমা' শব্দবাচ্য ; তাহাই অমৃত। যাহা অল্প, অর্থাৎ অভূম বা পরিচ্ছিন্ন,—মনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তাহাই ধ্বংসশীল। *

এক স্বর্ণপিণ্ড কিংবা মৃৎপিণ্ড হইতে যদ্রূপ বিচিত্র এবং বহু অলঙ্কার বা. ঘটকুম্ভসরাবাদি গঠিত হয়, তদ্রূপ এক কারণ সত্তা বহু এবং বিচিত্র নামরূপাত্মক কার্য্যরূপে অভিব্যক্তা হইতেছে। শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ এবং বিচার দ্বারা এইতত্ত্ব যাহার হৃদগত হয়, যিনি কারণের বিভূত্ব বা কার্য্যকারণের একত্ব সতত মনন করেন, মানসনেত্রে দর্শন করেন, ক্রমশঃ তাহার কার্য্যদৃষ্টি ক্ষীণা এবং কারণদৃষ্টি প্রখরা হয়। অর্থাৎ যাহার স্বর্ণত্বের প্রতি প্রখর দৃষ্টি, তিনি অলঙ্কারের হারবলয়াদি নামরূপের বিচিত্রতা এবং ব্যবহারের বিচিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলেন, "এই সকলই স্বর্ণ," তদ্রূপ কারণদ্রষ্টা বিবেকী বিচিত্র নামরূপান্বিত জাগতিক বিষয়ের ব্যবহারিক হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব ও ভেদদ্বন্দ্বাদি উপেক্ষা করিয়া 'তদাদেশ বাক্যে' জগৎ এবং জাগতিক পদার্থের ব্রহ্মময়ত্ব ব্যক্ত করেন।

এক অদ্বয় আত্মাই জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে

---

* "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদ্ অল্পম্। যোবৈ ভূমা তদ অমৃতম্ অথ যদ্ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্।

(Objectively and Subjectively) অভিব্যক্ত, ইহা যিনি বিবেকনেত্রে দর্শন করেন, তিনিই 'আত্মাদেশ' বাক্য ব্যবহার করেন।

নামরূপাত্মক তরঙ্গের সলিলেতর সত্তা নাই, নামরূপাত্মক অলঙ্কারের স্বর্ণেতর সত্তা নাই, স্ব স্ব নামরূপ বিস্মৃত হইয়া তরঙ্গ "আমি সলিল" এবং অলঙ্কার 'আমি স্বর্ণ" এই বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্য যেমন অভ্রান্ত সত্য, তদ্রূপ যে জ্ঞানিপুরুষ পরিচ্ছেদিকা চিত্তবৃত্তি নিরোধে সমর্থ হইয়াছেন, বা স্বরূপোপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার 'অহঙ্কারাদেশ' বাক্য ও ধ্রুবসত্য। জিজ্ঞাসু শিষ্যের বোধসৌকর্য্যার্থে আত্মজ্ঞপুরুষ ত্রিবিধ বাক্যই ব্যবহার করেন।

ব্যবহার কালে বাক্য ব্যক্ত হয়, উপদেশ প্রদত্ত হয়; কিন্তু ভূমজ্ঞান কালে যখন ত্রিপুটী পিণ্ডীকৃত অবস্থায় থাকে, তখন ভাব এবং ভাষার অভাবই স্বাভাবিক। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি" অর্থাৎ যখন মনঃসহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হয়, বুদ্ধিও বিচলিতা হয় না, তৎকালে জগৎজ্ঞান এবং দ্বৈতবোধ সহ বক্তা শ্রোতা উপদেষ্টা উপদিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বভাব লুপ্ত হয়। সুতরাং—আত্মজ্ঞ যোগিপুরুষের 'জগৎ ব্রহ্মময়' বা আত্মময়' বোধ এবং প্রোক্ত ত্রিবিধ আদেশ বাক্য ব্যুত্থান কালে বা জগদ্দর্শন কালেই সম্ভবপর, ভূমজ্ঞান-কালে নহে। ভাষান্তরে, এই ত্রিবিধ বাক্যই ব্যবহারিক এবং ব্যবহারকালোপযোগী। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম এবং জগৎ যুগপৎ

অনুভব্য নহে; সর্পভ্রম সময়ে রজ্জু দৃষ্ট হয় না, রজ্জুদর্শন কালে সর্পভ্রম থাকে না; তদ্রূপ জগদ্দর্শন কালে ব্রহ্মদর্শন, কিংবা ব্রহ্মদর্শন বা আত্মোপলব্ধি কালে জগদ্দর্শন সম্ভবপর নহে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বাপ্নিক বিষয়ের মনোময়ত্ব উপলভ্য নহে, তদ্রূপ জীবাবস্থায় জগতের ব্রহ্মময়ত্ব ও অনুভব্য নহে। জাগ্রত জীব স্বাপ্নিক বিষয়ের মনোময়ত্ব অনুভব করে, তদ্রূপ ব্যুত্থিত-যোগী জগতের ব্রহ্মময়ত্ব দর্শন করেন।

বেদে এবং বিভিন্ন উপনিষদে প্রোক্ত ত্রিবিধবাক্য ভাষান্তরে ব্যক্ত হইয়া 'মহাবাক্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। যথা, "প্রজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" ইহা তদাদেশ বাক্য, "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" ইহা আত্মাদেশ বাক্য, "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি" ইহা অহঙ্কারাদেশ বাক্য, এবং "ত্বংত্বম্ অসি" ইহা 'ত্বদাদেশ' বাক্য। এই মহাবাক্য চতুষ্টয়ের শেষোক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্য পুত্র বা শিষ্যকে উপদেশ কালে ঋষিগণ ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রুতি এবং ভগবদ্গীতাপ্রোক্ত তদাদেশ বাক্য এবং আত্মাদেশ বাক্য এই স্থলে বিতর্ক্য নহে। বৈদিক এবং ঔপনিষদ ঋষির অহঙ্কারাদেশ বাক্য এবং ত্বদাদেশ বাক্য সংক্ষেপে উল্লেখ পূর্ব্বক ভগবদ্ বাক্যে অহঙ্কারাদেশের বিশেষত্ব এবং ত্বদাদেশের অভাব ও তৎফল পর্য্যালোচিত হইবে।

ঋগ্বেদীয় ঋষি বলিতেছেন, "অহম্ ওষধীষু অহং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ।" "অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যাম্ অহং জনিভ্যঃ।" "অহং রুদ্রেভি র্ব্বসুভি শ্চরামি অহম্ আদিত্যৈঃ।" সামবেদীয়

ঋষি বলিতেছেন, "অহম্ অস্মি পিতুষ্পরি মেধা ঋতস্য জগ্রহ, অহং সূর্য্যইবাজনি।" যজুর্ব্বেদীয় ঋষি বলিতেছেন, "অহং পরস্তাৎ অহম্ অবস্তাৎ যদন্তরীক্ষ" যঃ অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, স অসৌ অহম্।" অথর্ব্ববেদীয় ঋষি বলিতেছেন, "অহং বিবেচ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ অহম্ ঋতুরজনয়ং সপ্তসাকম্।" "অহংজজান পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ অহম্ ঋতুরজনয়ং সপ্তসিন্ধুন॥"

ঔপনিষদ ঋষি বলিতেছেন, "সর্ব্বঃ অহম্ অস্মি ইতি মন্যতে সঃ অস্য পরমঃ লোকঃ" "স যঃ অয়ম্ আত্মা ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্" "তদ্ধৈতং পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে, অহং মনুঃ অভবম্" "য এবং বেদ অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" "অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ" "অহম্ অস্মি প্রথমজা ঋতাস্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যঃ অমৃতস্য নাভায়ি" "অহং বিশ্বং ভুবনম্ অভিঅভবম্" "য এব আদিত্যে পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহম্ অস্মি" "য এব বিদ্যুতি পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহম্ অস্মি" "তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিৎমাত্রঃ অহং সদাশিবঃ" "ময়ি এব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্ব্বংলয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্ম অদ্বয়ম্ অস্মি অহম্॥" "অহং ব্রহ্ম অহং যজ্ঞঃ অহম্ ওঙ্কারঃ বষট্‌কারঃ অহং স্বাহা অহং স্বধা অহং ধাতা অহং বিধাতা" "স য এষঃ অণিমা এতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো!" "যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্য আয়তনং মহৎ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥"

পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রের বহুস্থলে অহঙ্কারাদেশ বাক্য এবং "তত্ত্বমসি" উপদেশ দৃষ্ট হয়। পরন্তু বিষ্ণু পুরাণে দৃষ্ট হয়: "অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্।" এই বাক্যে ভক্তকেশরি-প্রহ্লাদ স্বীয় আত্মজ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছেন। ভাগবতে দৃষ্ট হয়, যখন রাজ-ব্যসনের শিক্ষকে ও পরীক্ষিতের মৃত্যু বিভীষিকাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, তখন শুকদেব "অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানম্ আত্মন্যাধায় নিষ্কলে। দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ।" এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। বিদাহ, জড়ভরত, কপিল, নারদ প্রভৃতির মুখে অহঙ্কারাদেশ বাক্য পুরাণের বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। "তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ! হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।" "ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ।" "সোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি কস্তুরী পাচকং যথা।" "অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥" এইরূপ অহঙ্কারাদেশ এবং ব্রহ্মাদেশ বাক্য তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বম্" "অহমেব সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতাত্মকোঽস্মি।" "ন বদ্ধোঽস্মি ন মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।" "ন জাতোঽহং মৃতো বাপি ন মে কর্ম শুভাশুভম্। বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম।" ইত্যাদি বহুবাক্য সংহিতাদি শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। বাহুল্য হেতু তাহা উদ্ধৃত হইল না।

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "অহংক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।" ঋষি ও বলিয়াছেন, "অহংব্রহ্ম ভুবনস্য অহম্ ওঙ্কারঃ বষট্কারঃ অহং স্বাহা অহংস্বধা" ইত্যাদি। ভগবান্ বলিতেছেন, "অহংসর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" ঋষি বলিয়াছেন, "অহং বিশ্বংভুবনম্ অভ্যভবম্" "ময্যেব সকলং জাতং ময়িসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।" ভগবান্ বলিতেছেন, "অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" ইত্যাদি। ঋষি বলিয়াছেন, "অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ" ইত্যাদি। সংক্ষেপতঃ বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষির এবং পরবর্ত্তি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক তত্ত্বজ্ঞগণের অহঙ্কারাদেশ বাক্যে বহু স্থলে কোন প্রভেদ নাই। উদ্ধৃত বৈদিক, বৈদান্তিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক বাক্যে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ঘটের ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব এবং আকৃতির তারতম্যে ঘটাকাশের ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ঘটভঙ্গে উপাধির অভাবহেতু ঘটাকাশসহ ঘটাকাশের এবং মহাকাশসহ ঘটাকাশের সর্ব্বপ্রকার ভেদ লুপ্ত হয়। তদ্রূপ অহঙ্কার লোপে আত্মজ্ঞ যোগী যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তথায় জীবে জীবে এবং জীবে ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না। সুতরাং আত্মজ্ঞের অহঙ্কারাদেশ বাক্য একাকার হওয়াই স্বাভাবিক। দেহেন্দ্রিয়যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অহঙ্কারাদেশ বাক্যে স্বীয় ভূমত্ব এবং বিভুত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন, বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষি এবং অপর দেহেন্দ্রিয় যুক্ত আত্মজ্ঞগণ ও সেই স্থানে স্থিত হইয়াই অহঙ্কারাদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-

তাঁর জ্ঞানে উপাস্য এবং অপর ঈশাবতার নহে, ইহা কি যুক্তি সঙ্গত ? বেদবেদান্ত যাহার বাক্য, সেই ঋষি কি স্বীয় ব্রহ্মানুভব না করিয়াই মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ? সেই আদিম বৈদিক ঋষির পক্ষে অপরের অনুকরণ বা পরবাক্যের প্রতিধ্বনি করা সম্ভবপর কি ? পরন্তু পরবর্ত্তি পুরুষের পক্ষেই তাহা সহজ সাধ্য।

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে রবি, মরুদ গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্র গণের মধ্যে শশী, বেদ মধ্যে সামবেদ, দেব মধ্যে বাসব, মহর্ষি মধ্যে ভৃগু, বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, সিদ্ধ মধ্যে কপিল," ইত্যাদি। ঐরাবত, বজ্র, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি এবং বিষ্ণু বাসবাদি অপ্রত্যক্ষ হেতু অনুপমেয়। কিন্তু নক্ষত্র মধ্যে শশী শ্রেষ্ঠ ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন কি ? বেদচতুষ্টয় মধ্যে সাম শ্রেষ্ঠ, ইহা কোন্ বেদাধ্যায়ী স্বীকার করিবেন ? "ঋষির্দ্দর্শনাৎ, যস্তবাক্যংস ঋষিঃ" ইহাই ঋষি শব্দের নিরুক্ত; সুতরাং ঋষিত্বের ইতরবিশেষ এবং ভৃগুর শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রামাণ্য। আত্মজ্ঞ সকলই, সমান, তদ্বিষয়ে কপিলের সিদ্ধির বিশেষত্ব স্বীকার করা যায় না; ইহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে কি এই সিদ্ধির যোগজ বিভূতি লক্ষ্য ? না, তাহাতে ও কপিল শ্রেষ্ঠ নহে, সমুদ্রশোষক অগস্ত্য, দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বামিত্রাদি তদ্বিষয়ে কপিলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অশ্বত্থ বৃক্ষ অপর বৃক্ষাপেক্ষা কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ?, ফুলফল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব

কল্পনার নিষ্ফলত্বই উপপন্ন হয়; আয়তনেএবং উচ্চতায় ভারতের সমতলভূমির বটবৃক্ষ, হিমালয়ের দেবদারু, আমেরিকার বৃক্ষবিশেষ অশ্বত্থাপেক্ষায় বহুগণে শ্রেষ্ঠ; কাষ্ঠের গুণাগুণ বিচারে ইহা নিকৃষ্ট ইন্ধন মাত্র, তবে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? ভগবানের কি বিভূতি ইহাদ্বারা বিশেষভাবে অভিব্যক্তা হইতেছে? অশ্বত্থ বৃক্ষের অবতারণা দ্বারা ভগবানের বিভূতি প্রকাশিতা না হইলে ও বিষ্ণুত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস দৃষ্ট হইতেছে; কারণ, পুরাণ বলিতেছে, "অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ। রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্। দর্শন স্পর্শসেবাতু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ॥" গীতার অহঙ্কারাদেশ বাক্য পৌরাণিক কল্পনামিশ্রিত, অসঙ্গত। হইবেই বা না কেন, ইহা যে পুরাণের অংশবিশেষ।

পদার্থের গুণাগুণ বিচার দ্বারা হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব নিরূপিত হয়। বহু নিকৃষ্ট পদার্থের তুলনায় পদার্থ বিশেষ উৎকৃষ্ট গণ্য হয়; পক্ষান্তরে এক উৎকৃষ্ট পদার্থের তুলনায় বহু বস্তু নিকৃষ্ট প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এক পদার্থ মাত্র বিদ্যমান থাকিলে তাহার শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট আখ্যা সম্ভবপর নহে। জগতে নক্ষত্রাদি না থাকিলে সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সূর্য্য না থাকিলে নক্ষত্রগণের হেয়ত্ব বোধ হইত না। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব উভয়ই আপেক্ষিক। যদি গ্রহাদিতে চেতন সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে সূর্য্যাভিমানি চৈতন্যে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এবং নক্ষত্রাভিমানি চৈতন্যে স্বীয় হেয়ত্ব বোধ সম্ভবপর, কিন্তু যে সর্ব্বরূপি-সর্ব্বাতি

যানি কারণপুরুষ হেয় রূপে উপাদেয়ত্বের এবং উপাদেয় রূপে হেয়ত্বের জনক, শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব উভয়ই তাহার বিভূতি। নিয়ত ভ্রাম্যমাণ অগণিত জ্যোতিষ্ক সমন্বিত প্রত্যেক সৌরজগতে জগৎ কারণের যে বিভূতি অভিব্যক্তা হইতেছে, নিয়ত ভ্রাম্যমাণ অগণিত পরমাণু (Electron) সমন্বিত প্রত্যেক অণু (Atom) সেই বিভুর তদ্রূপ বিভূতিরই অভিব্যঞ্জক। বৃহত্বের আনন্ত্য জনিত বিভূতি সৌরজগতে এবং সূক্ষ্মত্বের আনন্ত্য জনিত বিভূতি অণুতে প্রকাশিত হইতেছে। বৃহৎ হস্তিদেহ হইতে সূক্ষ্মতম যন্ত্র সমন্বিত কীট দেহ পর্য্যন্ত সমস্তেই যাহার মহিমা সমভাবে প্রকটিত, যাহার অদ্বয় সত্তায় স্বতন্ত্র বহুসত্তা অধ্যস্তা, সেই বিভুর অভিন্ন অনপেক্ষ অপার বিভুত্ব সাগরে যিনি ক্ষণেকের জন্যও নিমজ্জিত হইয়াছেন, এই অহঙ্কারাদেশ তাহার বাক্য নহে; ইহা অহঙ্কারেরই বিকাশ বিশেষ।

যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি বজ্রনির্ঘোষে অহঙ্কারাদেশ বাক্যে স্বীয় ভূমত্ব এবং বিভুত্ব ঘোষণা করিতেছেন, এবং যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন, তন্মধ্যে ব্যবধান অপরিমেয়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম এব ভবতি" ব্রহ্মভূত ঋষির বিভূতি বিশ্বরূপে বিকাশিতা, হেয়শ্রেয় সর্ব্বপদার্থে দীপ্যমানা, শ্রীভগবানের বিভূতি শ্রেষ্ঠ পদার্থে সীমাবদ্ধা। আর্ষবাক্যে এবং ভগবদ্বাক্যে এই পার্থক্য কেন? ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির স্বাভাবিক প্রভেদ যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, এই পার্থক্যের কারণ তাঁহার সহজ বোধ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন, "আমার যে ভক্ত আমাতে মনঃ বুদ্ধি অর্পণ করে সে আমার প্রিয়।" "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী শুভাশুভ পরিত্যাগী আবাসহীন স্থিরমতি ভক্তিমান নর আমার প্রিয়।" "যাহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যথোক্ত এই ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করে সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।"

ভগবান কোথায় অবস্থিত হইয়া এই বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিতদেহে, কিংবা চরাচর সর্ব্ব ভূতে? এই বাক্য উচ্চারণ কালে তিনি কৃষ্ণাখ্যদেহে অভিমানী জীব, এবং প্রীতি অপ্রীতি প্রভৃতি জৈবভাবই তাঁহার অন্তরে ক্রিয়াশীল। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বজীবের সত্তা আত্মেতর রূপে অনুভব করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নহেন। ভক্তি এবং আনুগত্যের তারতম্যে কেহ তাঁহার প্রিয়, কেহবা অতীব প্রিয়, সুতরাং অননুগত এবং অভক্তজন তাঁহার অপ্রিয়। জীবমাত্রই চরাচর সর্ব্বভূত আত্মেতর রূপে দর্শন করে, অনুকূল বিষয় সংযোগে সুখ এবং প্রতিকূল বিষয় সংযোগে দুঃখ অনুভব করে; স্বীয় ভক্ত বা অনুগত জনের প্রতি প্রীতি এবং বিদ্বেষকারীর প্রতি অপ্রীতি ও জীবের স্বাভাবিক। সুতরাং এস্থলে সাধারণ জীব হইতে ভগবানের বিশেষত্ব উপপন্ন হয় না।

নবম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" প্রত্যেক জীবই এই বাক্য উচ্চারণে সক্ষম। কারণ

তাঁহারও প্রতি প্রীতি অপ্রীতিনিয়া জীব জাত হয় না, অপরের ভাব এবং ব্যবহার সম্পাতেই উহা উৎপন্না হয়। যে ভক্তি, স্তবে, ভজন করে, তৎপ্রতি অন্তরঙ্গভাব জীবেরই স্বভাব।

এক জীবের নৈতিক উৎকর্ষ অপকর্ষ সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম এবং ভক্তি অভক্তি হেতু অপর জীবের হৃদয়ে প্রীতি বা অপ্রীতি উৎপন্না হয়, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। কিন্তু যে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ তাঁহার কি জীবের ভাববৃত্তি কর্ম্মাদির দোষগুণবিচারে অধিকার আছে? যে ঈশ্বর যন্ত্রিবৎ জীবরূপ যন্ত্র পরিচালনা করেন, তাঁহার জৈব বিশ্বাস অবিশ্বাস ভক্তি অভক্তিতে প্রীতি অপ্রীতি সম্ভবপর এবং সঙ্গত কি? যখন অভক্ত এবং কুকর্ম্মী বলিবে, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়াহৃষিকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" তখন ভগবান্ কি উত্তর দিবেন? কিন্তু ঈদৃশ ঈশ্বরত্বে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ উক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, দেবকী গর্ভজাত দেহাভিমানী শ্রীকৃষ্ণই উহার বক্তা, সুতরাং তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য দায়িত্ব নাই।

পক্ষান্তরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি "সর্ব্বগুহ্যতমং...পরমং বচঃ" প্রয়োগ করিতেছেন, "মন্মনাভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" কৃষ্ণাৰ্পিতমন কৃষ্ণভক্ত-কৃষ্ণপূজক কৃষ্ণনমস্কারকের এবং সর্ব্বধর্ম্ম

পরিত্যাগপূর্ব্বক যেজন তৎশরণাপন্ন হয়, তাহার মুক্তি ও কর্ম্মফল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্ই প্রদান করেন; "অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" বাক্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে যে প্রভু বা বিভুর ঔদাসীন্য বর্ণিত হইয়াছে, যিনি জীবের পাপ কিংবা সুকৃত গ্রহণ করেন না,—যিনি কর্ম্মফল সংযোগ করেন না, তাঁহার প্রভুত্ব বা বিভুত্ব জনিত ঔদাসীন্য কর্ম্মফলদাতা শ্রীভগবানে প্রমাণিত হয় কি? সম্ভবতঃ অবতারগণ পৃথিবীতে অবতরণ সময়ে ঈশত্ব প্রভুত্ব বা বিভুত্ব পরমধামে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতরণ করেন, তজ্জন্য বিবেকনেত্র অপর জীব অপেক্ষা তাহাদের বিশেষত্ব দর্শন করে না।

শ্রীভগবান্ উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধে অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥" "অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥" 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয়, (সুতরাং) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, (মন্মনা মদভক্ত মদ্ যাজী মন্নমস্কারী হইলে) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।' আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিওনা। কিন্তু শ্রীভগবান স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে স্বীয় পরম ভক্ত পরম প্রিয়সখার পাপ মোচন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি? না, ব্যাসকৃত মহাভারতই বলিতেছে, "একহ্না নির্দ্দহেয়ং বৈ শত্রূ নিত্যর্জ্জুনোঽব্রবীৎ। নচ তৎকৃতবানেব শূরমানী, ততোঽপতৎ। ...তথাপার্থো যমৌ তথা। দ্রৌপদীচ তথাকৃষ্ণা ব্যাজেন নরকং

গতাঃ॥" শূরত্বাভিমান শূরে, বিদ্যাভিমান বিদ্বানে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু জীবন্ত কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়সখাসখীর সামান্য পাপের ফল নরকভোগ? ভগবৎ প্রতিজ্ঞার এই পরিণাম? ঈদৃশ অবতারের পুনরবতার-প্রোক্ত আশ্বাস বাণী এবং প্রতিমা ভক্তির পরিনাম কি? ইহা ভক্তগণের অবশ্য বিচার্য্য।

অনেক ভাক্ত বৈদান্তিক বলেন, এই সকল "অহং মাং মমাদি" বাক্যের লক্ষ্য কৃষ্ণদেহ বা কৃষ্ণদেহী নহে. উহার লক্ষ্য সর্ব্বগত আত্মা বা ব্রহ্ম। ভাষ্যকারও অনেক স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ * শ্লোকের আর্ত্ত এবং অর্থার্থীর ভজনীয় কি আত্মা? না, আর্ত্ত ও অর্থার্থীর ভজনীয় আত্মেতর ঈশ্বর। সুতরাং এস্থলে 'মাং' পদের লক্ষ্য পরিচ্ছিন্ন ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ। উক্ত অধ্যায়ের সপ্তদশ † শ্লোকের "একভক্তি নিত্যযুক্ত জ্ঞানী" কি, যাহা সর্ব্বাত্মা তাহার প্রিয়? অথবা এই "মমপ্রিয়" শব্দের কৃষ্ণদেহাভিমানীই লক্ষ্য? উক্ত অধ্যায়ের একবিংশ ‡ শ্লোকের

---

* "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ! ॥"

† "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং সচ মম প্রিয়ঃ ॥"

‡ "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥"

যো যো যাং যাং তনুম্" ইত্যাদি বাক্যে ভক্তদেহের অর্চনাই লক্ষ্য নহে কি? উহার বিদধাম্যহম্" বাক্যের লক্ষ্য কি?

নবম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ * শ্লোকের "মাং" পদের লক্ষ্য কি? আত্মাকে কিরূপে কীর্ত্তন করে? কিরূপে বা সভক্তি নমস্কার এবং উপাসনা করে? "নেদং যদিদম্ উপাসতে" এই শ্রুতি বাক্যই ইহার উত্তর প্রদান করিতেছে। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" এই শ্লোকের "মে" এবং "অহং" পদের লক্ষ্য কি আত্মা? অব্যক্ত অপ্রমেয় আত্মাতে পত্র পুষ্প জলাদি কিরূপে অর্পিত হয়? এবং ভূমা আত্মা কিরূপে তাহা ভোজন করেন? এ স্থলে আত্মার্থ গ্রহণে ভাষ্যকারও নিরস্ত হইয়াছেন, এবং ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণমূর্ত্তিতেই পত্র পুষ্পাদি অর্পণ করিতেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন, "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি॥" এই "মাং" পদের লক্ষ্য কি সর্ব্বগত আত্মা? আত্মপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ, আত্মাকে কে অসূয়া করে? বৃহদারণ্যক বলিতেছে, "ন বা অরে! সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" শতপথ

* "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

ব্রাহ্মণও বলিতেছে, "আত্মা এব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্ব্বস্মাৎ"॥ সুতরাং এই মাং শব্দের লক্ষ্য আত্মা নহে। ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ "ভগবতি অসূয়া যুক্তায়" "বাসুদেবং মনুষ্যম্ অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণকং মত্বা অভ্যসূয়তি" বাক্যে কৃষ্ণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" এই শ্লোকের "মৎ, মাং, মে" প্রভৃতির লক্ষ্য কি আত্মা? ভাষ্যকারও ভগবচ্ছরণৈক পরায়ণোভবেদিতি বাক্যার্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বরস্বতী "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং পাদসেবনম্" প্রভৃতি ভাগবত বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক আত্মার্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

গীতার স্থল বিশেষে "অহংমমাদি বাক্য ভূমা আত্মা বা ব্যাপি-ঈশ্বর সূচক সত্য, কিন্তু বহু স্থলেই উহা কৃষ্ণদেহস্থ সসীম দেহীকে লক্ষ্য করিতেছে। ঐ সকল স্থানের "অহং মমাদি বাক্য আত্মার্থে আকর্ষণ করিলে শতধা ছিন্ন হইয়া যায়, অর্থসঙ্গতি হয় না।

"গীতাতত্ত্ব, ধর্ম্মানুরাগহীন অভক্ত অশুশ্রূষু এবং মৎপ্রতি অসূয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলিবে না।" মধুসূদন এ স্থলে "ভক্তায়" শব্দের "শ্রীকৃষ্ণানুগতায়" অর্থ করিয়াছেন। "শুশ্রূষা" শব্দের গুরুশুশ্রূষা"ই তাৎপর্য্য, ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণের ইহাই অভিমত। অর্থাৎ যে জন কৃষ্ণভক্তি এবং গুরুভক্তি হেতু অবিচারে অন্ধবৎ গ্রহণ করিবে, তাহাকেই

গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিবে; কিন্তু যাহার তাদৃশ বিশ্বাস ভক্তি নাই, যে ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবে,—তাহাকে বলিবে না।

সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতা, অভক্তের ভক্তি উৎপাদনে, অবিশ্বাসী বা সশংয়ীর দ্বিধা নিরাসনে অসক্তা; তজ্জন্যই কি এই শাসন বাক্য? অথবা তাঁহার ঈশত্বে অবিশ্বাসী এবং অভক্তের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়াই ভগবান্ এই শাসন করিতেছেন? সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ যদি জানিতেন যে, অর্জ্জুন স্বল্পকালেই গীতাতত্ত্ব বিস্মৃত হইবেন, এবং জীবনে কখনও অপর ব্যক্তিকে বলিতে সক্ষম হইবেন না, তবে আর উক্ত শ্লোক এবং পরবর্ত্তী "য ইমং পরমং গুহ্যং" প্রভৃতি শ্লোক নিচয় উচ্চারণ করিতেন না।

ভগবানের শ্রীমুখ বিনিঃসৃত গীতাতত্ত্ব শ্রবণে অর্জ্জুন কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তদাদেশ এবং অহঙ্কারাদেশ বাক্যের সমগ্র তাৎপর্য্য তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বিচার্য্য; কারণ তাহাই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার এবং টীকাকারের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মতামত উপেক্ষা পূর্ব্বক উপদিষ্ট অর্জ্জুনের অভিপ্রায় গ্রহণই বিবেকসম্মত। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন স্তুতি করিতেছেন,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্যবিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ ।।"

পুনশ্চ আপনাকে অপরাধিজ্ঞানে অজ্ঞানকৃত অপরাধ স্বীকার করিতেছেন,

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"

এই শ্লোকদ্বয় এবং পরবর্ত্তি শ্লোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন। গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের এই জ্ঞান হইয়াছিল যে, সেই আদিদেব পুরাণপুরুষ বিশ্বকারণ অনন্তরূপ বা ভূমাব্রহ্মই সার্দ্ধত্রিহস্ত কৃষ্ণদেহে সীমাবদ্ধ, এবং তাহার আপন সত্তা তাদৃশ ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্রা। শ্রীভগবান্ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, অর্জ্জুনের স্বরূপাবধারণ ও করেন নাই, বরঞ্চ "ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।" ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনের ইত্যাকার ভাব এবং বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন। অর্জ্জুন-লব্ধ এই তত্ত্বজ্ঞানের পরিণাম স্বয়ং ব্যাসদেব মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

গীতার অহঙ্কারাদেশ এবং তদাদেশ বাক্য ও তৎপরিণাম সহ ঋষির অহঙ্কারাদেশ ও তদাদেশ বাক্য, এবং তাহার পরিণামও বিচার্য্য। বেদবেদাঙ্গাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে নারদ আত্মজ্ঞানার্থে সনৎকুমার ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি, সুতরাং সন্তাপ বিমুক্ত হইতে পারি নাই। ঋষিগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, আত্মবিৎ

শোকোত্তীর্ণ হয়। ভগবান্ আপনি আমাকে আত্মজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন।" * ঋষি সনৎকুমার তদাদেশ, আত্মাদেশ এবং অহঙ্কারাদেশ বাক্যে নারদকে ভূমা-আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু কুত্রাপি স্বীয় উপাস্তত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস করেন নাই, বরঞ্চ "সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস" "ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস" প্রভৃতি বাক্যে শিষ্য নারদকেও ভগবান্ জ্ঞানে সম্বোধন করিয়াছিলেন; কারণ 'ইদং ব্রহ্ম ইদংক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা' ইহাই ব্রহ্মভূত ঋষির অনুভূতি, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আত্মময় বা ব্রহ্মময় দর্শন করেন। ঋষি সনৎকুমার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তজ্জন্যই শিষ্য নারদকেও আত্মরূপবোধে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; তিনি লীলারসাস্বাদন এবং "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" সহ স্তুতি গ্রহণ জন্য অবতরণ করেন নাই, সেই হেতুই ঋষি বাক্যে এবং কৃষ্ণবাক্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

মহর্ষি আরুণি 'তদাদেশ' বাক্যে সৎস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক পরে 'ত্বদাদেশ' বাক্যে অর্থাৎ "তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো!" বাক্যে পুত্রের স্বরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন,

---

* 'সঃ অহং ভগবো মন্ত্রবিৎ এব অস্মি ন আত্মবিৎ, শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্ দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ইতি। সঃ অহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু ইতি॥' ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এবং "তৎ পিতুরস্যহ কিল উক্তং সৎ এব অহম্ অস্মি ইতি বিজজ্ঞৌ= বিজ্ঞাতবান্" অর্থাৎ পিতার ঈদৃশ উপদেশ বাক্যে "আমিই সেই সৎ বা আত্মা" শ্বেতকেতু ইহা জানিয়াছিলেন। ইহাই ঔপনিষদঋষির উপদেশ বিধি, তাহার পরিণাম শিষ্যের আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

তন্ত্র শাস্ত্রেও ব্রহ্মভূত গুরুর শিষ্যের প্রতি শ্রুত্যুক্ত ব্যবহার বিধি সহ ত্রিবিধ আদেশ বাক্য দৃষ্ট হয়। * আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্ গুরু প্রণাম করিতেছেন, † ইহার উদ্দেশ্য শিষ্যের হৃদয়ে "সোঽহমস্মি" জ্ঞান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ঈদৃশ গুরু শিষ্যের ভক্তি বা সেবা কামনা করেন না, কেবল তাহার ত্রিতাপ নিবৃত্তি কামনা করেন। বর্ত্তমান ব্যবসায়ি গুরু এবং মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য এই সকল শাস্ত্রবাক্য মনন করিলে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

ভগবদ্গীতার সপ্তশত শ্লোকমধ্যে কুত্রাপি অর্জ্জুনের প্রতি "তত্ত্বমসি" উপদেশ কিংবা তদ্ভাবব্যঞ্জক কোন বাক্য লক্ষিত হয় না। ইহার কারণ কি? ভগবান্ কি এইবাক্য অসত্য এবং অবাচ্য বোধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন? না,

---

* "তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ! হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

† "আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেৎ শিরসা গুরুঃ।"
"নম স্তভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমের বিশ্বরূপ! নমোঽস্তুতে॥" —মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

"বেদ মধ্যে আমি সামবেদ" এই বাক্যে তিনি সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তৎসহ স্বীয় আন্তরঙ্গ্যই প্রতিপাদন করিয়াছেন; সুতরাং সামবেদীয় ঔপনিষদ বাক্য অবহেলা বা উপেক্ষা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যখন অর্জ্জুন তুচ্ছ রাজ্যের জন্য পিতামহ, গুরু, স্বজন এবং সুহৃদ্‌গণকে হত্যা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, ভাবীকুলক্ষয়, কুলবধূগণের বৈধব্য এবং স্ববংশে বর্ণসাঙ্কর্য্য সম্ভাবনা দর্শনে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাহাকে সেই সৎকর্ম্মে নিয়োগ জন্যই প্রেমময় ভগবানের গীতাধর্ম্মোপদেশ; "তত্ত্বমসি" বাক্য সেই নিষ্কাম কর্ম্মের বিরোধী হইত। "তত্ত্বমসি" বাক্যে শ্বেতকেতুর ন্যায় অর্জ্জুনের হৃদয়ে "সোঽহম্ অস্মি" বৃত্তি উন্মেষিতা হইলে,—তাহার সর্ব্বাত্মময় জ্ঞান হইলে,—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম জ্ঞানে এবং আপনাকে জীবজ্ঞানে, আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক "স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।" বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না; কারণ "আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়ম্ অস্মীতি পুরুষঃ। কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ॥—" (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ যদি পুরুষ সমসর্ব্বভূতস্থ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব স্বরূপই আমি, এইরূপে তত্ত্বতঃ আত্মাকে জানিতে পারে, তবে সে কাহার জন্য কি ইচ্ছা করিয়া শরীরকে সন্তপ্ত করিবে?

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন দোহকস্বরূপ; পার্থ বৎসস্বরূপ, সুধীজন পানকারী এবং গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ। প্রাকৃত গাভীর ন্যায় উপনিষদ্ গাভীতেও চুচুক চতুষ্টয় বিদ্যমান, “প্রজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম” “অহং ব্রহ্ম অস্মি” “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম” “তৎ ত্বম্ অসি” এই মহাবাক্য চতুষ্টয়ই ঔপনিষদ্ চুচুক। তদাদেশ বাক্যে ব্রহ্মের জ্ঞান ময়ত্ব এবং আনন্দ ময়ত্ব, অহঙ্কারা-দেশ বাক্যে স্বীয় ব্রহ্মরূপত্ব, আত্মাদেশ বাক্যে আত্মার ভূমত্ব বা ব্রহ্মত্ব, গীতার বহু শ্লোকেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ত্বদাদেশ— “তত্ত্বমসি” বাক্য গীতা গ্রন্থের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং গোপালনন্দন চুচুকত্রয় মাত্র দোহন করিয়াছেন। কি হেতু ভগবান্ চতুর্থ চুচুক দোহন করেন নাই?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে গোঁপজাতি মধ্যে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। গোচারণাদি তাঁহার বাল্য ক্রীড়া ছিল, সুতরাং গোপগণ যে, গাভীর চুচুকত্রয় মাত্র দোহন করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু চতুর্থ চুচুক যে বৎসকে পান করাইতে হয়, তাহা তিনি অপরিজ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাসরসাস্বাদন ও মানভঞ্জনাদি লীলায় বিব্রত থাকাহেতু উহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই, তজ্জন্যই চুচুকত্রয় মাত্র দোহন করিয়াছিলেন, এবং চতুর্থ চুচুক বৎসের ভাগ্যে ঘটে নাই। ঔপনিষদ্ দুগ্ধে বঞ্চিত অর্জ্জুনরূপ বৎস, অবশেষে “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং” ইত্যাদি শ্লোকের পত্রচর্ব্বণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক উদর পূরণ করিয়াছিল।

দুগ্ধে জলমিশ্রন কার্য্যে গোপজাতি চিরাভ্যস্ত, ভগবান্ গোপগৃহে এই মিশ্রন কার্য্য সম্যক শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য জগৎপতির আদর্শ চরিত্রমহিমাতে প্রতিবাসিগণ ক্ষীর সর নবনীত বিষয়ে সর্ব্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দুগ্ধ সম্বন্ধে অভিযোগ কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই। ঔপনিষদ দুগ্ধের পরিণামও তদ্রূপই পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থাংশ দুগ্ধের অভাবহেতু গীতারূপ দুগ্ধ পাত্র অপূর্ণ দর্শনে বাল্যাভ্যাসের বশবর্ত্তী ভগবান উহাতে অশ্রৌত নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভক্তি মিশ্রিত করিয়াছেন। এই মিশ্রণ কার্য্য ঈদৃশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, উহা জনসাধারণের নিতান্তই তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে ; কিন্তু মিশ্রিত দুগ্ধ কুত্রাপি স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না। অধ্যাত্মরাজ্যের শিশুরূপ সুধীজন সেই দুগ্ধপানে বিশ্বাস ব্যামোহ গ্রস্ত হয়, তখন পারমার্থিক যুক্তি মাত্রই তাহাদের পরিপাক হয় না, তত্ত্বামৃত ভেষজ গন্ধেও বমন উদ্রেক হয়। নিয়ত নেত্রনীর নিপতন এবং বিবেক দৃষ্টি-হীনতা এই ব্যাধির অপর উপসর্গ।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

বিশ্বরূপ।

কারণ সত্তার জগদ্রূপে বিবর্ত্তন কিংবা ব্রহ্মসত্তার বিভুত্ব বা কার্য্যকারণের একত্ব জ্ঞাপনার্থে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ বা বিরাট দেহ বর্ণনা, বেদচতুষ্টয়ে দৃষ্ট হয়। * উপনিষদে ও ঈদৃশ বর্ণনার অভাব নাই।†

এই সকল মন্ত্র ঋষির কল্পনা এবং কবিত্ব মূলক, ইহার পরমার্থতা নাই, এই জন্য ঈদৃশ মন্ত্র 'অবান্তরবাক্য' আখ্যাপ্রাপ্ত

* "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতোবাহুঃ উত বিশতস্পাৎ।" "সংপতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।" "নাভ্যা আসীৎ অন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃসমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাংভূমিঃ দিশঃ শ্রোত্রাৎতথা লোকা অকল্পয়ন্।" সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্ব্বতঃস্পৃত্বা অত্যতিষ্টদ্ দশাঙ্গুলম্॥" ব্রহ্মণা ভূমির্ব্বিহিতা ব্রহ্মদ্যৌরুত্তরা স্থিতা। ব্রহ্মেদম্ ঊর্দ্ধং তির্য্যক্চ অন্তরীক্ষং ব্যচোস্থিতম্॥" ঋক, যজু ও অথর্ব্ববেদ।

† "অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, দিশঃশ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চবেদাঃ। বায়ুঃ প্রানো হৃদয়ং বিশ্বম্ অস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥" "সর্ব্বতঃ পানি পাদংতৎ সর্ব্বোতোহাক্ষ শিরোমুখম। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎলোকে সর্ব্বম্ আবৃত্যাতিষ্ঠতি" "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। এক শ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্।" "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা খংনাভিশ্চ রণৌক্ষিতিঃ। সূর্য্যাশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈলোকাত্মনেনমঃ॥"

—বিবিধ উপনিষৎ।

হয়। সমাহিত যোগীর ব্যুত্থানজনিত জগদ্দর্শন কালে স্বীয় আত্মার বিরাড়্ত্ব বা বিশ্বব্যাপ্তিবোধ ও আবিত্তিক, পারমার্থিক নহে; কিন্তু তখন ও তিনি স্বীয় দেহের সত্তা এবং তাহার বিরাড়্ত্ব অনুভব করেন না। স্বীয়দেহের প্রতি দৃষ্টি পতন মাত্র দেহাভিমান জাগ্রত হয়, তখন যোগী পুনর্ব্বার জীবাবস্থা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আকাশ আমার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য আমার চক্ষু, দিক্ আমার শ্রোত্র, বেদ আমার বাক্য, পৃথিবী আমার পাদ, এই ভাবে স্বীয় দেহের বিরাড়্ত্ব বা বিশ্বব্যাপ্তি অনুভূত হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদ্রূপ সর্পভ্রম এবং ভ্রমাপনোদন উভয় কালেই সর্প এবং রজ্জু যুগপৎ প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ কোন অবস্থায়ই আত্মসত্তা এবং বিশ্বসত্তা যুগপৎ উপলব্ধি হয় না। শ্রুতি বলিতেছে পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" বহির্ম্মুখ মনেন্দ্রিয় জগদ্দর্শন করে, আত্মদর্শনে সক্ষম নহে; অন্তর্ম্মুখ মনেন্দ্রিয় শাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মসত্তা প্রকটিতা হয়, তখন জগৎজ্ঞান থাকে না।

চেতনসত্তা আত্মেতর বোধে বা দ্বৈতজ্ঞানে উপলভ্যা নহে। জীব অপরের দেহাদি দর্শন করে, হিংসা ক্রোধ ভক্তি প্রেমাদি মানসিক ভাববৃত্তি অনুভব করে, কিন্তু যাহার ভাববৃত্তি, যাহার দেহেন্দ্রিয়, সেই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি আবরণে আবৃত এবং চির অজ্ঞেয়। তদ্রূপ এই বিশ্ব যাহার রূপ, তিনি বিশ্বাবরণে চির আবৃত। যতক্ষণ দ্বৈত বোধে বা আত্মেতর জ্ঞানে বিশ্ব দর্শন হয়,

ততক্ষণ বিশ্বাভিমানী অদৃশ্য থাকেন। যখন মনঃ সহ জগৎলুপ্ত হয়, তখন অরূপ অদ্বয় আত্মসত্তা মাত্র অবশিষ্টা থাকে।

উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের দেব, পুরুষ, ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দের লক্ষ্য এক ভূমা চেতনসত্তা। তাহাই কার্য্যকারণরূপে অভিব্যক্ত, বা বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত; জড় জীবরূপে ওতপ্রোত ভাবে অভিব্যক্ত বিশ্বব্যাপি আত্মার একত্ব এবং আনন্ত্য প্রতি-পাদনার্থে এই বিশ্ব তাহার দেহরূপে কল্পিত হইয়াছে। "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা" বাক্যে শ্রুতি চেতন সত্তার একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, এবং "মৃত্যোঃস মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" মন্ত্রে নানাত্ব দর্শনের দোষ প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং ভূমা আত্মা আত্মেতর রূপে উপ-লভ্য নহে, এবং আত্মাতে নানাত্ব বা বহুত্ব বুদ্ধি অবিদ্যামূলক।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ বলিতেছে, "যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি তৎইতর ইতরং পশ্যতি" "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ...তৎকেন কং বিজানীয়াৎ।" মায়া বিজৃম্ভন জনিত অবিদ্যাকালে, অর্থাৎ জীবাবস্থায় দ্বৈতদর্শন হয়, কিন্তু যখন সকল আত্মময় হয়, ত্রিপুটী পিণ্ডীকৃত হয়, তখন দ্রষ্টব্য এবং জ্ঞাতব্যের অভাবে দর্শনাদি ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। পুনশ্চ "যেন ইদংসর্ব্বং বিজানাতি তংকেন বিজানীয়াৎ ?...বিজ্ঞাতারম্ অরে! কেন বিজানীয়াৎ ? বাক্যে ব্রহ্ম বা আত্মার অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তাহার দ্বৈত বোধ বা আত্মেতর দৃষ্টি নাই, পক্ষান্তরে সর্ব্বভূতান্তরাত্মার

স্বরূপ আত্মেতর রূপে মনের অনুভব্য নহে। অতঃপর গীতা গ্রন্থের বিরাট্ বা বিশ্বরূপ কীদৃশ, শ্রীভগবান্ কি অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুন কি ভাবে তাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বিচার্য্য।

দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতোজগৎ॥" এই বাক্যও শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি। ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদ "পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি।" মন্ত্রে ব্রহ্মের একপাদ বিশ্ব এবং পাদত্রয় অমৃত ও বিশ্বাতীত, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, "অর্দ্ধেন বিশ্বং ভুবনংজজান" মন্ত্রে ব্রহ্মের অর্দ্ধাংশ বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত, অথর্ব্ব বেদের এই অভিমত।

এই মন্ত্রদ্বয়ের চতুর্থাংশ এবং অর্দ্ধাংশ বিষয়ে বৈদিক ঋষির মতানৈক্য দর্শনে সুচতুর ভগবান বিরোধ পরিহারার্থে "একাংশেন" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা অনন্ত, অব্যক্ত এবং অজ্ঞেয় তাহা অংশে বিভক্ত হইতে পারে কি? আত্মজ্ঞযোগী অনন্তের অন্তর্ভূত হইয়া একাকার প্রাপ্ত হয়, "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মএব ভবতি" তখন 'বিশ্বা ভূতানি' বা জগৎজ্ঞান লুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, অনাত্মজ্ঞ দ্বৈতবোধে অনন্ত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম; কে অনন্তের অংশকে ভাগ করে? কে অনন্তের অন্ত এবং অংশ অনুভব করে?

উক্ত বেদমন্ত্রের ভাষ্যে মহীধরাদি ভাষ্যকারগণ বলিতেছেন, "বিশ্বাপেক্ষা ব্রহ্ম অতীব বৃহৎ" ইহাই আর্ষ্যবাক্যের

তাৎপর্য্য।* কিন্তু বিশ্ব কি সান্ত না অসীম? পরস্পরাকর্ষণে নিয়ত ভ্রাম্যমান অসংখ্য সৌরজগতের সংখ্যা কে কবে গণনা করিয়াছে? কে এই অসীম বিশ্বের সীমা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছে? জগতে বহু সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসিদ্ধ, সত্যপ্রেরিত এবং বহু অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন; স্বর্গ নরক বৈকুণ্ঠ গোলকাদি বহু অদৃশ্য স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন, বিশ্বের কারণ এবং সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু দৃশ্যমান বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় নাই। বিশ্বের সীমা অনুমানেরও লিঙ্গাভাব, কারণ সসীম বিশ্বের সীমান্ত গ্রহের বিপরীত দিগস্থ গ্রহের আকর্ষণাভাব এবং নিকটস্থ গ্রহের আকর্ষণ হেতু তৎসহ সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে জাগতিক আকর্ষণশক্তির বিপর্য্যয়হেতু বিশ্বধ্বংশেরই সম্ভাবনা; সুতরাং বেদভাষ্যকারগণের সসীম বিশ্ব সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

বিশ্ব ব্রহ্মের অংশ বিশেষে অবস্থিত, মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ অর্থগ্রহণ করিলে উদ্ধৃত বিশ্বরূপ ব্যঞ্জক শ্রুতি সহ বিরোধ ঘটে, কারণ ঐ সকল মন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার ব্যাপ্তি বিশ্বময়, তদতিরিক্ত নহে। "সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।" বাক্যও ব্রহ্ম বা বিশ্বের পরিমাপক নহে, নাভি হইতে দশাঙ্গুল ব্যবধানে হৃদয়ে পুরুষের স্থিতি, ইহাই কল্পিত

* "যদ্যপি 'সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তংব্রহ্ম' ইতি আম্নাতস্য পরব্রহ্মণঃ ইয়ত্তায়া অভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যম্, তথাপি জগৎ ইদংব্রহ্মরূপ অপেক্ষয়া অল্পম্ ইতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্ব উপন্যাসঃ।"

হইতেছে। এতদ্বিষয়ে অপর শ্রুতিমন্ত্রও আছে, যথা,—"সোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ" "ইমে-বৈ লোকাঃ পুরয়ম্ এব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং-পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষ ইতি।" এই শ্রুতি অবলম্বনে মহী-ধর বলিতেছেন, "নাভেঃ সকাশাদ্ দশাঙ্গুলম্ অতিক্রম্য হৃদি স্থিতঃ।"

'জগত্তত্ত্ব' বিচারকালে উদ্ধৃত শ্রৌতমন্ত্র এবং তদানু-সঙ্গিক যুক্তিবলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত ; সুতরাং ব্রহ্মবৎ বিশ্বেরও আনন্ত্যই যুক্তিযুক্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে সর্প রজ্জু অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ লক্ষিত হয় না, রজ্জুর আকারেই আকারিত হয় ; সুতরাং বিশ্ব স্বীয় অধিষ্ঠান ব্রহ্মেরই অনুরূপ, অর্থাৎ অনন্ত। সংক্ষেপতঃ শ্রুতি এবং যুক্তি অবলম্বনে বিশ্বের সীমা এবং অনন্তের অংশভাগ প্রমাণিত হয় না। তবে এই বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য কি ?

পরিমাণ কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রের এই সরলার্থ গ্রহণ করা যায় যে, বিশ্বকারণ জড়চেতন দ্বিবিধরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন, বিশ্বাভূতানি" বা ভূতাখ্য জড়দেহাদি সদা পরিবর্ত্ত-শীল বা নশ্বর, কিন্তু চেতনাংশ দেহী বা জীব "অমৃত" অর্থাৎ নিত্য এবং বিশ্বাতীত, স্বয়ম্প্রকাশ বা জ্ঞান স্বরূপ। যদ্যপি ইহাই আর্য্য বাক্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে গ্রীকদের "এট্‌লাসের" পৃথিবী ধারণের ন্যায় 'শ্রীভগবানের' একাংশে বিশ্বধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি বিড়ম্বনা মাত্র।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিলেন, দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামিতে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম !" "যোগেশ্বর ! ততো মে ত্বংদর্শয়াত্মানম্ অব্যয়ম্।" শ্রীভগবান বলিলেন, "ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্। মম দেহে গুড়াকেশ। যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি।" অর্থাৎ এই চরাচর নিখিল জগৎ আমার দেহে অবস্থিত, ইহা এবং অপর যাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় দর্শন কর। পরন্তু "দিব্যং দদামিতে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ বলিয়া ঐশরূপ দর্শনযোগ্য দিব্যচক্ষুও প্রদান করিলেন।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, "পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও যোগৈশ্বর্য্যই দর্শন করিতে বলিয়াছেন, এবং রূপং পরং দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ" অর্থাৎ আত্মযোগবলেই সেই পরমরূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহা যোগৈশ্বর্য্য বা যোগবিভূতি। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ছিলেন, এবং অপর যোগীর ন্যায় যোগ-নেত্রে বা জ্ঞাননেত্রে বিশ্ব আত্মময় দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বাত্মক জ্ঞানকালে অপরকে আত্মেতর বোধে সম্বোধন, এবং যোগীর বিশ্বাত্মক জ্ঞান অপরের দ্বৈতদৃষ্টিতে দর্শন সম্ভবপর কিনা, তাহা পরে সমালোচিত হইবে। আপাততঃ কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ের বাক্যে প্রমাণিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ যুক্তাযুক্ত দ্বিবিধ অবস্থাপন্ন যোগী মাত্র।

এতদ্বিষয়ে প্রথম বিচার্য্য, 'দিব্যচক্ষু' শব্দের তাৎপর্য্য কি। শঙ্করাচার্য্য দিব্য চক্ষু শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীধরস্বামী

বলিতেছেন, "দিব্যম্ অলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুঃ" সরস্বতী বলিতেছেন, "দিব্যম্ অপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপ দর্শনক্ষমম্" কিন্তু অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু কীদৃশ ? "দ্বৈতভাণং ন যত্রাস্তি তদদ্বৈ জ্ঞানম্ উদাহৃতম্।" পরমার্থতঃ যাহা পরমজ্ঞান তাহা দ্বৈত বোধহীন, তৎসহ দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগ নাই। অর্থাৎ উহা আত্মজ্ঞান; "জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।" পরাত্মজ্ঞান কালে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় জ্ঞানভেদ থাকে না, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনরূপ ত্রিপুটী পিণ্ডীকৃত হয়; তখন "চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্ দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥" সুতরাং জ্ঞানাত্মক চক্ষু খকুসুমবৎ বাচারম্বর মাত্র। সরস্বতী কল্পিত অপ্রাকৃত চক্ষুও তদ্রূপ; কারণ "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।" "যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তৎ ইতর ইতরং পশ্যতি" মায়া বা প্রকৃতি বিকাশসহ জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটীর অভিব্যক্তি হয়, যখন দ্বৈতবৎ হয় তখনই আত্মেতর দর্শন করে; সুতরাং জ্ঞাতার দ্বৈতজ্ঞান এবং দ্রষ্টার দর্শনরূপ কর্ম্মের করণরূপ চক্ষু অপ্রাকৃত নহে। জ্ঞেয় পদার্থ যদ্দ্বারা অধিগত হয়, সেইজ্ঞান এবং দৃশ্য পদার্থ যদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেই চক্ষু লোকে অর্থাৎ জ্ঞাতাতে এবং দ্রষ্টাতে প্রাকৃতিক বিধানেই অবস্থিত। অতএব উহা অলৌকিক নহে।

দর্শনরূপ কর্ম্মের করণরূপ চক্ষু পঞ্চবিধ, চর্ম্মচক্ষু, মানস-চক্ষু, ভাবচক্ষু, বিজ্ঞানচক্ষু এবং বিবেকচক্ষু। চর্ম্মচক্ষু জড় পদার্থ এবং মানস চক্ষু স্মৃতিবিষয় দর্শন করে। বৃত্তিবৈষম্য

হেতু ভাবচক্ষু জড় নেত্রে প্রতিভাত কুৎসিত পদার্থ সুন্দর এবং সুন্দর পদার্থ কুৎসিত দর্শন করে। বিজ্ঞান চক্ষু চর্ম্মচক্ষুর অলক্ষ্য কিংবা দুর্লক্ষ্য পদার্থ দর্শন করে। বিবেক চক্ষু চতুর্বিবধ দৃশ্য দর্শনের সর্ব্ববিধ ভ্রান্তি অতিক্রম পূর্ব্বক স্বরূপ দর্শন করে। কিন্তু এই পঞ্চবিধ চক্ষুই প্রাকৃত বা লৌকিক; মানবমাত্রেরই এই পঞ্চচক্ষু ন্যূনাধিক ভাবে নিমীলিত বা উন্মীলিত অবস্থায় বিদ্যমান। ভগবান প্রদত্ত দিব্যচক্ষু ইহার অন্তর্ভূত, কিংবা অতিরিক্ত? ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ এবং দিব্যচক্ষু অপ্রাকৃত কিংবা পৌরাণিক কল্পনা মূলক, সম্যক্ উন্মীলিত বিবেক নেত্রে ইহা কি রূপে প্রতিফলিত হয়, অতঃপর তাহাই দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং বিশ্বপতি বিশ্বরূপ প্রদর্শনে প্রতিশ্রুত হইলে, অন্ততঃ সম্যক্ রূপে বিশ্বদর্শন আশা করা যায়, অপ্রমিত বিশ্বের পরিমান জ্ঞান, অসংখ্য সূর্য্যসমন্বিত অগনিত সৌর জগতের সংখ্যা, এবং তত্রাবস্থিত জীবগণের স্বরূপাবগতি, গ্রহনক্ষত্রের গতি নিয়ামক আকর্ষণ শক্তির তত্ত্ববোধ সংক্ষেপতঃ চিরগুহ্য জগৎরহস্যভেদ প্রত্যাশা এতদবস্থায় নিতান্ত দুরাশা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান নেত্রে বিশ্বের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাত হয়, তাহাও কি অর্জ্জন দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? *

---

* "অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানি জ্বলন্তি।"—মহানারায়ণোপনিষৎ।

"সংখ্যাচেদ্রজসাম্ অস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।"—দেবীভাগবত।

"অশেষকৈঃ সৌরজগৎ প্রপঞ্চৈঃ
পরস্পরাসঞ্জন ঘূর্ণিতৈশ্চ।
প্রভাসকৈর্দ্দর্শিত নামরূপা
ত্মকংসমগ্রংখলু বিশ্বরূপঃ॥

পরস্পর আকর্ষণে বিঘূর্ণিত পরস্পর আলোকে আলোকিত অনন্তসৌরজগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত সমগ্র নামরূপাত্মক পদার্থ সমন্বিত বিশ্বরূপ, অর্জ্জুন দর্শন করিয়াছিলেন কি? না।

একাদশ অধ্যায়ের দশম এবং একাদশ শ্লোকে, সঞ্জয় বিশ্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—'অনেক বক্ত্র, অনেক নেত্র, অনেক দিব্য আভরণান্বিত, অনেক দিব্য আয়ুধধারী, দিব্যমাল্য শোভিত, দিব্যবস্ত্র পরিহিত, দিব্যগন্ধ দ্রব্যানুলেপিত, বিশ্বতোমুখ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, অদ্ভুতদর্শন, অনন্তরূপ দেবকে অর্জ্জুন দর্শন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও বলিতেছেন, 'অনেক বাহুউদর বক্ত্রনেত্র' 'শশিসূর্য্যনেত্র' 'বহুবাহুউরুপাদ' বহুউদরবহুদংষ্ট্রা 'করাল' 'কিরীটগদাচক্রধারি' সর্ব্বতঃ দীপ্তিমান্ তেজোরাশি স্বরূপ দুর্ণিরীক্ষ্য, রূপ তাঁহার নয়ন পথের পথিক হইয়াছিল।

বিশ্বরূপ শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহার লক্ষ্য কি বিশ্বাভিমানি চেতনসত্তা, অথবা বিশ্বাভিমানি চেতন সত্তার দেহরূপ বিশ্ব? যদি বিশ্বরূপ শব্দের লক্ষ্য বিশ্বাভিমানি চৈতন্য, তবে তাহার বক্ত্র নেত্র দংষ্ট্র উদর বাহু উরু পাদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি সম্ভবপর? যাহা "প্রকৃতেঃ পরঃ", তাহা প্রাকৃত আভরণ কিরীট মাল্য গন্ধদ্রব্য এবং বস্ত্রাদিতে কিরূপে সজ্জিত হয়?

কিরূপেই বা গদা চক্রাদি আয়ুধ ধারণ করে? ভগবদ্‌ভক্তগণ বলেন, ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'চিদ্‌ঘন' রূপ এবং বসন ভূষণ আয়ুধ প্রভৃতি, সকলই চিন্ময়। চেতনসত্তার, বক্ত্রনেত্রাদি জৈব অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে এবং পুষ্পমাল্য বস্ত্র অলঙ্কার আয়ুধাদি রূপে বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তি স্বীকৃত হইলে, জাগতিক অপর পদার্থ কি অপরাধে অপরাধী? সকলই চিন্ময় কারণসত্তার বিবর্ত্তনজনিত অভিব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হয় না কেন? জড় চেতনের স্বাতন্ত্র্য এবং জীবব্রহ্মে ভেদ কি যুক্তিতে অঙ্গীকৃত হয়? ভগবদ্‌ভক্তগণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া "পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং যদ্‌ ভূতং যৎ চ ভব্যম্।" এবং "প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর্‌ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" প্রভৃতি বেদমন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক জড়ে ব্রহ্মে এবং জীবে ব্রহ্মে অভেদ দর্শন করেন না কেন? কিন্তু ভক্তিভারবাহি শ্রান্তজীব বিশ্বাসপরিখা অতিক্রম পূর্ব্বক ততদূর অগ্রসর হইয়া স্বরূপ দর্শনে অক্ষম। সরূপ পদার্থমাত্রই সসীম, অসীমের রূপ হয় না। বস্ত্রাভরণে সজ্জিত, মস্তকউদরহস্তপদসমন্বিত দেহ, চিন্ময় মনোময় বা জড় যাহাই হয়, উহা সসীম। ইত্যাকার সসীমদেহাভিমানি-চৈতন্যের বিশ্বাভিমান জনিত বিশ্বরূপ আখ্যা অন্ধের পদ্মলোচন নামের ন্যায় উপহাস জনক।

গীতার বিশ্বরূপ শব্দের বিশ্বাভিমানি চৈতন্যের দেহরূপ বিশ্বই যদি লক্ষ্য হয়, তবে বিশ্বের বক্ত্রনেত্রাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিরীট মাল্য বস্ত্রাদি সাজসজ্জা এবং গদাচক্রাদি আয়ুধ ধারণ

সম্ভবপর নহে; সুতরাং গীতাবর্ণিত বিশ্বরূপ বিশ্ব ও নহে, বিশ্বাভিমানি চৈতন্য ও নহে।

প্রথম দর্শনে অর্জ্জুন বিশ্বরূপের অনেক নয়ন দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই শশী এবং সূর্য্যরূপ নেত্রদ্বয় দর্শন করিলেন। সম্ভবতঃ সেই দৃশ্য অর্জ্জুনের তত প্রীতিপ্রদ হয় নাই, কারণ শশীর জ্যোতিঃ হীনতা হেতু বিশ্বরূপ 'কাণ' বৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রদীপ্ত প্রভাসম্পন্ন অসংখ্য সূর্য্যের অস্তিত্ব সত্তে ও ভগবান্ কিহেতু শশীকে নেত্র রূপে গ্রহন করিয়াছিলেন? পুরাতন ভগবান্ এবং প্রাচীন কবি ব্যাস সূর্য্যের বহুত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন কি?

অর্জ্জুন বলিতেছেন, "নান্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!"* পুনশ্চ, "অনাদি মধ্যান্ত মনন্তবীর্য্যম্ অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতেছেন না। কোন দৃশ্য পদার্থের আদি অন্ত মধ্য সকলই যদি অদৃষ্ট থাকে, তবে বাস্তবিক তাহা দেখা হয় কি? অর্জ্জুন কি এস্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন?, তিনি দিব্য কিরীট সুশোভিত, বক্ত্র নেত্র দংষ্ট্র সমন্বিত, মস্তক দর্শন করিলেন, মাল্যসহ গলদেশ এবং বক্ষঃস্থল দর্শন করিলেন, গদাচক্রধৃত হস্ত দর্শন করিলেন, বিশাল উদর দর্শন করিলেন, বস্ত্রশোভিত কটি এবং উরু দেশ দর্শন করিলেন, পদ দর্শন করিলেন, তবে দেখিবার অবশিষ্ট রহিল কি? কিহেতু বলিতেছেন আদ্য অন্ত মধ্য হীন এবং তাহা দেখিতেছি না।

অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ বিশ্বময় বিশ্বাভিমানী কিংবা বিশ্বেতর? অর্জ্জুন সর্ব্বত্রই ইহা আত্মেতর রূপে দর্শন করিয়াছেন, এবং আপনাকে ইহার বহির্ভূত অনুভব করিয়াছেন, তজ্জন্যই ভীতচিত্তে স্তবস্তুতি ও করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "দৃষ্টাদ্ভুতং রূপ মিদংতবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন!" সুতরাং এই অদ্ভুতরূপ লোকত্রয় হইতে স্বতন্ত্ররূপেই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন্। পুনশ্চ দ্বাবিংশ শ্লোকে অর্জ্জুন, বলিতেছেন, 'রুদ্রগণ অদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব-দেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষঅসুর এবং সিদ্ধগণ বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছে।' একবিংশ শ্লোকে বলিতেছে,...'মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্বস্তিবাক্য এবং স্তুতি সহ আপনাকে দর্শন করিতেছেন।" সুতরাং অর্জ্জুন বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, প্রায় সমগ্র বিশ্বই বিশ্বরূপি ভগবানকে আত্মেতররূপে ও আপনাকে বিশ্বরূপের বহির্ভূত দর্শন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বিশ্বরূপি ভগবান্ ও অর্জ্জুনকে দ্বৈতবোধে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "কালোহস্মি লোক ক্ষয়কৃৎ" "তস্মাৎত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।" ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার তদবস্থায়ও, অর্জ্জুনদেহে অভিমান ছিল না। অহো! এই জীবেতর বিশ্বেতর বিকটরূপাভিমানীই গীতার বিশ্বরূপ!

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'হে অর্জ্জুন আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে রূপ প্রদর্শন করিলাম, তাহা কেহ কদাপি

দর্শন করে নাই।' 'বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন দান কর্ম্ম কিংবা উগ্র-তপস্যা দ্বারা ও তুমিব্যতীত অপর কেহই আমার এইরূপ দর্শন ক্ষম নহে।' অথচ বৈশম্পায়ন এবং ব্যাস বলিতেছেন, সঞ্জয় বিশ্বরূপ দর্শন এবং ভগবদর্জ্জুনালাপন শ্রবণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক সঞ্জয় দর্শন না করিলে বিশ্বরূপ বৃত্তান্ত জগতে প্রচারিত হইত না। অর্জ্জুন বলিতেছেন, গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর সিদ্ধ মহর্ষি এবং পিতৃগণ ঐরূপ দর্শন করিতেছিল। বিবেক বিচারালয়ে কাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে? শ্রীভগবানের উক্ত বাক্য প্রয়োগ করা সঙ্গত হইয়াছে কি?

মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বে ১৩১ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, যখন স্বীয় সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গহীন দর্শনে দুর্য্যোধন বন্ধন জন্য মন্ত্রনা করিয়াছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্তসভাসদ্‌গণকে দিব্যচক্ষু প্রদান না করিয়াই বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছিলেন। ভগবান্ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নাস্তিক ভিন্ন কেহই স্বীকার করিতে সাহসী হইবেন না; সুতরাং ব্যাসের ত্রুটিই স্বীকার করা সঙ্গত, তিনিই বৃহৎ গ্রন্থের কোথায় কি বর্ণনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিস্মৃতি হেতু গীতার একাদশ অধ্যায়ে "ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্" এবং "নবেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন কি?

ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন, 'আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ এবং অন্যান্য অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন কর।' পঞ্চদশ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিতেছেন,

তিনি সেই দেবদেহে তদতিরিক্ত কমলাসন ব্রহ্মা ঋষিমণ্ডল এবং তক্ষক, বাসুকি প্রভৃতি দিব্য উরগগণও দর্শন করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টি নভোমণ্ডলের নীলিম আবরণ ভেদ করে নাই, পরিদৃশ্যমান খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র গ্রহনক্ষত্রের স্বরূপ দর্শন করে নাই, সংক্ষেপতঃ অর্জ্জুন বিশ্বসম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টির অতিরিক্ত কিছুই দর্শন করেন নাই; সুতরাং তিনি সেই বিরাট দেহে লৌকিক দৃষ্টির অগোচর যে সকল আদিত্যাদি দেব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই বিচার্য্য।

আদিত্য শব্দ একবচনে সূর্য্যবাচক, কিন্তু বহুবচনে দ্বাদশ দেবতা বাচক।* রুদ্রের সংখ্যা একাদশ, ইহারা প্রলয় কালে জগদ্ধ্বংস করেন।† বসু অষ্ট সংখ্যক, ইহারা গণদেবতা।‡ মরুত এক, মতান্তরে বায়ুঅধিষ্ঠাতৃ উনপঞ্চাশৎ গণদেবতা।§

---

* "দ্বাদশাদিত্যগণে বহুবচনান্তঃ। ইত্যমরঃ। তৎ প্রত্যেক নামানি,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ, ধাতা, বিধাতা, বরুণঃ, মিত্রঃ, শক্রঃ, উরুক্রমঃ। এতে কশ্যপস্য অদিতিভার্য্যায়াং জাতা।"

† "অজৈকপাৎ অহির্ব্রধ্নঃ বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ। জয়ন্তঃ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্য পরাজিতঃ। বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রঃ হরঃ রুদ্রা ইমে স্মৃতা॥"

‡ "ধরঃ ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎস্মৃতাঃ॥"

§ "স পুণ্যবক্ষুঃ পুরুষঃ মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে।" (ভাগবত)
"মরুদ্ভির্ভ্রাতৃবর্গৈরেকোনপঞ্চাশৈঃ" (তট্টীকায় শ্রীধরস্বামী)

অশ্বিনীকুমার দুইজন। * ইহারা সকলই পৌরাণিক দেবতা।

বেদে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌দেবতা দৃষ্টা হয়। † বৃহদারণ্যকেও "ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি অষ্টৌবসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাশ্চ একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা ইতি।" মন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রৌত দেবতা এবং পৌরাণিক দেবতায় বহু প্রভেদ; কারণ বৃহদারণ্যক অনুসারে অগ্নি পৃথিবী বায়ু অন্তরীক্ষ আদিত্য দ্যৌ চন্দ্র নক্ষত্র ইহারাই অষ্টবসু আখ্যা ইহারা প্রাণীর বাসোপযোগী হয় এবং কারণ রূপে প্রাণিদেহে বাস করে, এইজন্য ইহাদের আখ্যা বসু। দশ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ, ইহারাই একাদশ রুদ্র; প্রাণীর মৃত্যুকালে ইহারা রোদন করে বা করায়, তজ্জন্য ইহারা রুদ্রনামে অভিহিত। দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য বাচ্য। ইন্দ্র শব্দের অর্থ 'স্তনয়িত্নু' অর্থাৎ মেঘ বা বিদ্যুত। প্রজাপতি শব্দের অর্থ যজ্ঞ বা যজ্ঞসাধক পশু। সুতরাং শ্রৌত দেবতায়

---

* "অশ্বিনৌ = অশ্বিনীকুমারৌ।" ইত্যমরঃ।

† "যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবা সো বর্হিসাদন্। বিদন্নহ দ্বিতা সনন্।

(ঋগ্‌বেদ ৬ অ০। ২ অষ্টক। ৩৫ ব০। ১ম।

ত্রয়স্ত্রিংশতাস্তবত ভূতানি অশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।"

যজুর্ব্বেদ। ১৪ অ০। ৩১ ম০।

"যদ্যত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা। নিধিং তমদ্য কোবেদ যং দেবা অভিরক্ষথঃ।" অথর্ব্ববেদ। ১০ কা০। ২৩ প্র০। ৪ অ০। ২৩ ম০।

এবং পৌরানিক দেবতায় বহু ভেদ। শ্রৌতদেবতা দর্শন জন্য দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হয় না, উহা লোক চক্ষুর গ্রাহ্য। পৌরাণিক বিশ্বরূপে পুরাণ কল্পিত দেবদর্শন জন্যই দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল।

দেবতার সংখ্যা সম্বন্ধেও শ্রুতি এবং পুরাণে ভেদ দৃষ্ট হয়। বেদে এবং উপনিষদে দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশৎ, কিন্তু পৌরাণিক আদিত্যাদি দেবতা,—মরুত এক সংখ্যক হইলে, সাকল্যে চতুস্ত্রিংশৎ ;—মরুত উনপঞ্চাশৎ গণনাকরিলে, দ্বাশীতি সংখ্যক হয়। এতদাতিরিক্ত কমলাসন ব্রহ্মা এবং দিব্য উরগ গণও অর্জ্জুনের দিব্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কমলাসন ব্রহ্মা যে পৌরানিক দেবত্রয়ের একতম, তাহা বলা বাহুল্য। উরগ শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "বাসুকি প্রভৃতিন্ দিব্যান্" শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, "তক্ষকাদীন্" মধুসূদন-সরস্বতী বলিতেছেন, "দিব্যান্ অপ্রাকৃতান্ বাসুকিপ্রভৃতীন" ভাগবত অনুসারে, তক্ষক কশ্যপঔরসে কদ্রুগর্ভে জাত নাগদেব, তিনি ইন্দ্রের সখা খাণ্ডব বনে বাস করেন, এবং পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববলে পৃথিবী শূন্যে সংস্থাপিতা হইবার পূর্ব্বে বাসুকিই উহা মস্তকে ধারণ করিতেন। অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টিতে সেই দেবদেহে ঈদৃশ লক্ষ লক্ষ দেবতা দর্শন করিলেও তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত না; কারণ পুরাণকর্ত্তৃগণ অদ্ভুত কল্পনাবলে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্রৌত প্রাকৃত দেবতা দ্বারা ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অপ্রাকৃত দেবতা গঠন

করিয়াছেন। এই সকল অশ্রৌত অপ্রাকৃত দেবতা প্রকৃত কি না, তাহা দেবভক্তের বিচার্য্য।

সেই কালানল সন্নিভানল করাল দংষ্ট্র পুরুষ বলিয়াছিলেন; "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" এবং অর্জ্জুন দিব্য নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন, 'যেমন স্বীয় বিনাশ জন্য পতঙ্গকুল জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে বেগে প্রবেশ করে, তদ্রূপ লোক সকল তাঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে।' কাল বা মৃত্যুর কোনরূপ মূর্ত্তি কবি অবাধে কল্পনা করিতে সক্ষম, কিন্তু কবি-কল্পিত মূর্ত্তি কি নেত্র গ্রাহ্য হয়? অথবা সেই মূর্ত্তির কি বাক্যালাপ সম্ভবপর; পরমার্থতঃ কোন পদার্থেরই ধ্বংসনাই, সুতরাং কাল বা মৃত্যুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় অনন্ত পদার্থ সমন্বিত অপ্রমেয় বিশ্ব এক বিবর্ত্তন শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। নামরূপই নিয়ত বিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু যাহা নামরূপে অভিব্যক্ত, তাহা জন্মমৃত্যু রহিত। পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ অঙ্গীকৃত হইলেও তাহার একই কারণ উপপন্ন হয়; যেমন একই বায়ু বিরুদ্ধদিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ একই শক্তি সংযোগ বিয়োগ কার্য্যাত্মক জন্মমৃত্যুর নিয়ামিকা; সুতরাং লোকক্ষয়কারি কাল এবং তাহার মুখদংষ্ট্রাদি সমন্বিতরূপ স্বপ্নদৃষ্ট যক্ষবৎ—অলীক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "মমদেহে গুড়াকেশ!" অর্জ্জুন ও বলিতেছেন, "পশ্যামি দেবাং স্তবদেবদেহে" সুতরাং ঘটাকাশের ঘটাভিমান লোপজনিত মহাকাশ অভিমানের ন্যায় কৃষ্ণাখ্য

দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহাভিমান লোপ এবং বিশ্বাভিমান জনিত 'বিশ্বরূপ' অর্জ্জুন দর্শন করেন নাই। কারণ, দিব্যচক্ষু হইলেও দ্বৈতদৃষ্টিতে চেতনসত্তা প্রত্যক্ষ হয় না। ভগবান্ও স্বীয় দেহ মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ও তাঁহার দেহেই উহা দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবকী গর্ভ-জাত অস্থিমাংস গঠিত নীরদশ্যামল চর্ম্মাবৃত সার্দ্ধত্রিহস্ত, পরিমিত দেহই কি কবিবর ব্যাসের কল্পনাসহ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল? পুনশ্চ ভীতিবিহ্বল অর্জ্জুনের অনুরোধে স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? অথবা ক্ষুদ্র মানচিত্রে বৃহৎ পৃথিবী দর্শনের ন্যায় সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত কৃষ্ণদেহেই কি অর্জ্জুন বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন?

ভাগবতের দশম স্কন্দের সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে যশোদাকে ও বারদ্বয় স্বীয় মুখ-বিবরে 'বিশ্বরূপ' প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যশোদা বালব্রহ্মের মুখমধ্যে নদনদী বন পর্ব্বত সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র স্বর্গ বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমন্বিত বিশ্বদর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং মুখমধ্যে দৃষ্ট বিশ্ব ক্ষুদ্রাকারেই প্রকটিত হইয়াছিল। এই দৃশ্যের 'বিশ্বরূপ' আখ্যার পরিবর্ত্তে 'বিশ্বানুরূপ' আখ্যাই সঙ্গত; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে—(Microscopic miniature of the universe) বলা যাইতে পারে। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যশোদা বোধ হয় তৎপূর্ব্বে বিশেষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং শিশুর মুখবিবরে উহা দর্শন মাত্র নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

যেই প্রজ্ঞান আনন্দময় বিশ্বরূপি বিশ্বেশ্বরকে আত্মরূপে দর্শন করিয়া যোগিজন ত্রিতাপ মুক্ত হয়, অভয়পদ প্রাপ্ত হয়, * অর্জ্জুনের দিব্যনেত্রে তাহা প্রতিভাত হয় নাই; কারণ; তাহা দ্বৈতদৃষ্টির দৃশ্যনহে। সেইরূপ দর্শন করিলে কি অর্জ্জুন ভীতিবিহ্বল চিত্তে, "দিশোন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!" এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন?

কি হেতু ব্যাসদেব শ্রৌত বিশ্বরূপ বিকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দেহে আরোপিত করিয়াছেন? কি হেতু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শিশুর মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। তৎকৃত কবিত্ব পূর্ণ বর্ণনায় অবিবেকিজন অর্জ্জুনবৎ মোহগ্রস্ত হয়, দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যোগিজন এই বিশ্বরূপাখ্য বন্ধ্যাপুত্র দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে অক্ষম, এবং বিবেকনেত্রও এই পৌরাণিক কল্পনার রহস্য ভেদে সম্যক সক্ষম।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" এই শ্লোক দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ভগবান্ মনের জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় মন সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হয়। সকলের মনই এই অবস্থাত্রয় ভোগ করে; সুতরাং সক্রিয়ত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব উভয়ই মনের স্বভাব, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ।

মন বিষয় সংযোগে ক্রিয়াশীল এবং বিষয় বিয়োগে নিষ্ক্রিয় হয়; বিভিন্ন মনোবৃত্তি এই বিষয় সংযোগ এবং বিয়োগের কারণ। সুখ কামনা ও সুখজ আসক্তি প্রেয়ো বা শ্রেয়ো বিষয় সহ, এবং দুঃখ নিবৃত্তি কামনা ও দুঃখজ বিদ্বেষ হেয়পদার্থ সহ মনের সম্বন্ধযোজনা করে। পক্ষান্তরে বৈরাগ্যবৃত্তি প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ এবং হেয় বিষয় সহ মনের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে। *

জাগ্রতাবস্থায় কামনা এবং আসক্তিপরবশ মন, পুত্র পরিজন ধন মান যশ আদি প্রেয়ো বিষয় বা স্বর্গ মোক্ষ উপাস্যদেবাদি

---

* কঠোপনিষদে 'শ্রেয়ঃ' শব্দেরলক্ষ্য মোক্ষ, কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের মতে প্রভুপদে দাস্য এবং নিত্য সেবায় অধিকার মোক্ষ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। এস্থলে শ্রেয়ঃ শব্দ সার্ব্বজনীন চরমলক্ষ্যকেই লক্ষ্য করিতেছে।

শ্রোব্য বিষয়, কিংবা রোগ শোক শত্রু দারিদ্র্যাদি হেয়বিষয় সংযোগে ক্রিয়া করে। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়ত্ব সত্ত্বেও মন উক্ত ত্রিবিধ বিষয় গঠন পূর্ব্বক তৎসংযোগে ক্রিয়া করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সুপ্তাবস্থার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুভুক্ষুর ভোজ্যবস্তুতে, মুমুক্ষুর মোক্ষপ্রদ বিষয়ে, ভক্তের আরাধ্যদেবে, প্রেমিকের প্রেমাস্পদে, কৃপনের ধনরত্নে, রাজার রাজ্যসম্পদে, বিদ্বেষ্টার বিদ্বেষপাত্রে, স্বাভাবিক ক্রমে স্বতঃই ঔদাস্য জন্মে; তখন সর্ব্ববিধ কামনা এবং সর্ব্ব প্রকার আসক্তি শূন্য—অর্থাৎ বৈরাগ্য সম্পন্ন মন নিষ্ক্রিয় হইয়া সুষুপ্তিতে অস্তমিত হয়। মনই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা, বাচিক এবং কায়িক কর্ম্ম ও মনের কর্ত্তৃত্বেই কৃত হয়; সুতরাং "কায়েন মনসা বাচা" যাহা কিছু কৃত হয়, সকলের হেতুই কামনা এবং আসক্তি। পক্ষান্তরে বৈরাগ্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মনিবৃত্তির কারণ, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সত্য।

জগতে বিষয় অনন্ত, এক মন, সর্ব্ববিষয় গ্রহণে সক্ষম নহে, সুতরাং স্বীয় কামনা অনুরূপ বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রিয়া করে। এই জন্যই কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ রাজনৈতিক। ধর্ম্ম জগতেও তদ্রূপ মানব কামনা অনুসারে কর্ম্ম ভক্তি, যোগ জ্ঞান আখ্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, এবং নিরাকার বা সাকার ঈশ্বর অথবা অবতারাদি বিভিন্ন উপাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন ভজনাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, একের উপাস্য এবং উপাসনা পদ্ধতিতে অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, কেহ বা সর্ব্বপ্রকার উপাস্য উপাসনায় সম্যক্

উদাসীন অবস্থায় জীবন যাপন করে; সুতরাং কামনা বৈচিত্রই সর্ব্ববিধ কর্ম্মবৈচিত্রের এবং কামনার অভাবই নিষ্ক্রিয়ত্বের কারণ। এই সংক্ষিপ্ত বিচারেই বিবেকীর নেত্রে 'নিষ্কামকর্ম্ম' আকাশ কুসুমবৎ অলীক প্রতীয়মান হইবে, তথাপি সন্দেহের সম্যক্ নিবৃত্তির জন্য শ্রুতিবাক্য ও যুক্তিসহ ইহা বিশেষরূপে বিচার্য্য।

শ্রুতি অনুসারে কামনা ভিন্ন কোন কর্ম্মই কৃত হয় না, এই জন্য বেদ এবং উপনিষদ্ জগৎকারণের ও কামনা কল্পনা করিয়াছে।* বৃহদারণ্যক বলিতেছে, 'পুরুষ কামময়, কামনা হইতে কর্ম্মেচ্ছা উৎপন্না হয়, ইচ্ছা উৎপন্না হইলে পুরুষ কর্ম্ম করে, এবং তৎফলভোগ করে।'† মনু বলিতেছেন, 'সঙ্কল্প হইতে কামনা এবং ব্রত নিয়মাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম হইয়া থাকে।'‡ বাক্‌পদীয় বলিতেছে, 'স্বীয় প্রয়োজনে ইচ্ছা উৎপন্না হয়, ইচ্ছাহেতু জীব কর্ম্মোন্মুখ হয়, তাহা হইতে চেষ্টা উৎপন্না হয় এবং চেষ্টা হইতে

---

* "কামাস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

—ঋগ্‌বেদ।

"সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রযজায়েয়।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

† "অথ খলু আহুঃ কামময় এব অয়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে। যৎকর্ম্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে।"

‡ "সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ কামাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ॥ ব্রতনিয়ম ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥

কর্ম্ম কৃত হয়।'* এইরূপ বহুল বাক্য শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে আছে ; সুতরাং যুক্তি এবং শব্দ প্রমাণে কর্ম্মের কামনামূলকত্বই প্রতিপন্ন হয়।

কর্ম্ম ত্রিবিধ, দৈহিক সাংসারিক এবং পারলৌকিক। দেশ কাল পাত্র ভেদে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রানুশাসন হেতু বিভিন্ন মানব সমাজে ত্রিবিধ কর্ম্মেই নূন্যাধিক পরিমাণে বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। যদিও কর্ম্ম মাত্রই প্রাকৃতিক, তথাপি পানভোজনাদি দৈহিক কর্ম্মেরই 'প্রাকৃত' আখ্যা সঙ্গতা ; কারণ ইহা জীবের ইচ্ছানিচ্ছা সাপেক্ষ নহে। প্রাকৃতিক বিধানে উৎপন্ন ক্ষুৎপিপাসাদির বশবর্ত্তী হইয়া জীব দৈহিক কর্ম্ম করে, মন উহার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহে। যদিও ভুজ্য বস্তুতে, আহরণ কার্য্যে এবং প্রস্তুত প্রণালীতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি অসার ত্যাগ, সার গ্রহণ, ক্ষুৎপিপাসাজনিত দুঃখনিবৃত্তি এবং দেহরক্ষাদি এক ভাবেই হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, মানসিক কামনা এইক্ষেত্রে অনুবর্ত্তন করে মাত্র ; এইজন্য দৈহিক কর্ম্মের নিষ্কাম আখ্যা নিতান্ত অসঙ্গতা নহে। কিন্তু জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং শাস্ত্রানুশাসন ও সংস্কার জনিত হেয়োপাদেয় বোধে দৈহিক কর্ম্ম ও সকাম অর্থাৎ সঙ্কল্প এবং কামনা মূলকবৎ পরিলক্ষিত হয়।

* "আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎকৃতিঃ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যাভবেৎ ক্রিয়া॥"

সাংসারিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর্ম্ম আবিচ্ছিক, অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র। কারণ, পুরুষ এই সকল কর্ম্ম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্নরূপে সম্পন্ন করে, এবং কর্ম্ম করা না করাও পুরুষের ইচ্ছাধীন। অর্থোপার্জ্জন গৃহারম্ভ দারগ্রহণ পুত্রোৎপাদনাদি কর্ম্ম পুরুষ স্বীয় কামনা অনুসারে করে, অথবা করেনা। অর্থার্জ্জনাদি সাংসারিক কর্ম্ম কেহ আরম্ভই করেনা, কেহ অর্দ্ধকৃত অবস্থায় পরিত্যাগ করে, এবং কেহ আমরণ অনুষ্ঠান করে। তদ্রূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বিভিন্ন সঙ্কল্পে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্নরূপে কৃত হয় অথবা কৃত হয় না। এক ধর্ম্ম ত্যক্ত, ধর্ম্মান্তর গৃহীত, এবং নবধর্ম্ম আবিষ্কৃত বা গঠিত হয়। সংক্ষেপতঃ সংসার ক্ষেত্র এবং ধর্ম্ম ক্ষেত্র উভয়ই পুরুষের দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি কামনারূপ উপাদানে গঠিত, এবং সঙ্কল্প কামনারই লীলাভূমি।

নৈষ্কর্ম্ম্যের কারণ ত্রিবিধ, বৈরাগ্য, আলস্য এবং সংস্কার। বিষয়ে অনাসক্ত মন কিরূপে সঙ্কল্প কামনাদি সহ বিষয় বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বাভাবিক ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা সুষুপ্তির পূর্ব্বাবস্থা বিচার কালে উক্ত হইয়াছে। সংসার দশায়ও মানবমাত্রেরই বিষয়বিশেষে কামনা ও ক্রিয়াশীলতা এবং বিষয়ান্তরে বৈরাগ্যও নিষ্ক্রিয়ত্ব লক্ষিত হয়; সুতরাং বৈরাগ্যও মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। যাহার এই বৃত্তি বিবেকজ পূর্ণতা লাভ করে, যাহার হৃদয় সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্কাম এবং নিস্পৃহ হয়, সুষুপ্তবৎ কর্ম্মত্যাগই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ঈদৃশ বিরাগীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিতেছে, "এতং হ বাব ন তপতি কিম্ অহং সাধু ন

অকরবম্ কিং অহং পাপম্ অকরবম্ ইতি।" "কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ।" গীতা ও বলিতেছে, "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তম্ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।" সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।" পরমার্থতঃ বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান যুগপৎ বিকশিত হয়, যিনি বৈরাগ্যবান্ তিনিই তত্ত্বজ্ঞ, এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিই বৈরাগ্যবান্।

ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগকামনা ও কর্ম্ম সত্তে মুমুক্ষুত্ব উৎপন্ন হয় না। যাহাদের হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে বাসনা নিবৃত্তি ও মোক্ষেচ্ছার উন্মেষ হইয়াছে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি কর্ম্মের নিন্দা এবং কর্ম্মত্যাগ উপদেশ করিতেছে।* ভগবান্ ও গীতা গ্রন্থে এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।† কিন্তু শ্রুতির

---

* তদ্ যথা ইহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে।"—ছান্দোগ্য।

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তম্ অবরং যেষু কর্ম্ম।
এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥" মুণ্ডক

† "বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।"—২।৩৯।
"বেদ বাদ রতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিঃ প্রতি॥"—২।৪২—৪৩।
"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!"—২।৪৫।

এই নিন্দা ও নিষেধ দৈহিক কর্ম্ম সম্বন্ধে নহে; কারণ অনিচ্ছা-সত্তেও দেহী দৈহিক কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, উহা বিধি প্রতিষেধ শাস্ত্রের অপেক্ষা করেনা। শাস্ত্রের লক্ষ্য মানবের ইচ্ছা অনিচ্ছাধীন সাংসারিক এবং ধর্ম্মকর্ম্ম।

যে অবিবেকি জন বৈরাগ্য এবং ন্যাসের ভাণ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, অথচ দৈহিক কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে যাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ও ত্রুটি লক্ষিত হয় না, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ কর্ম্ম ন্যাসের নিন্দা এবং কর্ম্মের স্তুতি করিতেছেন। ‡ নতুবা যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ জন্য অপরাধী হয় না, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি মনের মুমূর্ষু অবস্থায় জাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদি বেদানুশাসন লঙ্ঘন জনিত অপরাধে অপরাধী নহে।

আদানপ্রদানই জাগতিক বিধি, নীতি শাস্ত্রেরও ইহাই বিধান। মানবমাত্রই অপরের শ্রমজাত দ্রব্য ব্যবহার পূর্ব্বক দেহরক্ষা এবং সুখ শান্তি ভোগ করে; সুতরাং প্রত্যেক মানবই মানব সমাজের নিকট ঋণী। যে ব্যক্তি এই ঋণ পরিশোধে পরাঙ্মুখ, তিনি পরস্বাপহারী বাচ্য; এবং যিনি অকিঞ্চিৎকর কৃত্রিম পদার্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করেন, তিনি বঞ্চক। গীতা গ্রন্থে দেবতা এবং যজ্ঞ কর্ম্ম সম্বন্ধে ঈদৃশ বাক্য

---

‡ নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেৎ অকর্ম্মণঃ॥"—৩।৮।

দৃষ্ট হয়।* কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে অপ্রামাণ্য এবং নিষ্ফল; কারণ এতদ্দেশে যজ্ঞকর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক কৃত হইলেও দেবতার প্রতিদান বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হয় না, অথচ যজ্ঞাদিকর্ম্ম ব্যতীত অপর প্রদেশে পর্জ্জন্য আদির পরিমাণ এতদ্দেশ অপেক্ষা স্বল্প নহে, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থ মানবের দান নিত্য প্রত্যক্ষ, এই দানের প্রতিদানে পরাঙ্মুখ স্বার্থপর অলস জীবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রোক্ত বিবেক বাণী। অহো! ঈদৃশ বিরাগী এবং ন্যাসীর সংখ্যা জগতে নিতান্ত স্বল্প নহে। যিনি ভোগবাসনার বাহুল্য সত্ত্বেও সংস্কার বশে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করেন, তাহাকেই ভগবান্ 'মিথ্যাচারী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন কি ?† এই শ্লোক পরে প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বলিলেন, 'হে জনার্দ্দন! কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহাই যদি তোমার অভিমত, তবে কেন এই ঘোর কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ? 'ব্যামিশ্রবৎ বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্তা করিতেছ, অতএব যাহাতে আমি শ্রেয়ো লাভ করিতে পারি তদ্রূপ কর্ম্ম বা জ্ঞান একতর নিশ্চয় করিয়া বল।' অর্জ্জুন বাক্যে বিপন্ন ভগবান্ উপায়ান্তর অভাবে

---

* "ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তা ন প্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

† "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অশ্রৌত নিষ্কাম কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নতুবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অসম্ভব হইত।

ভগবান্ ব্যামিশ্রিত বাক্য পরিত্যাগ করিলেন না,—সরল ভাবে যুদ্ধাদি ক্রুরকর্ম্ম, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম এবং দৈহিক কর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন করিলেন না,—বরঞ্চ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনার্থে বলিলেন, 'অন্ন হইতে ভূত সকল, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়। এবং কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত, বেদ অক্ষর হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং সর্ব্বদাই যজ্ঞে সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত।' কিন্তু গুরুপিতা-মহাদি হত্যাকর্ম্মে ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাহা নিরূপণ করেন নাই ; তথাপি তৃতীয় অধ্যায়ের এই চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোক বিচার্য্য।

ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ বলিতেছেন, ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী। ভগবান্ যদি বলিতেন, "অন্নাজ্জীবন্তি ভূতানি" তবে তদ্বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিলনা, কিন্তু "অন্নাদ্ভবন্তি" শব্দে দ্বিধা উৎপন্না হইতেছে। "ভবন্তি" শব্দের অর্থ "জায়ন্তে" বা "উৎপদ্যন্তে" ভাষ্যকার বলিতেছেন, "অন্নাৎভুক্তাৎ লোহিতরেতঃ পরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি" কিন্তু প্রথম অন্নভোক্তা কিরূপে জাত হইয়াছিল? তাহার ভোজনের পূর্ব্বে শস্য প্রভৃতির অন্ন আখ্যা ও অসঙ্গতা ; প্রাণী এবং প্রাণি-দেহের উৎপত্তিক্রম সম্বন্ধে জগৎকারণ ভগবান্ যে সাধারণ জীব অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, এই শ্লোকে তাহা উপপন্ন

হয় না। অর্থাৎ পঞ্চভূত বা পরমাণু কিরূপ ক্রমবিবর্ত্তনে দেহাকার ধারণ করে, এবং মদশক্তিবৎ তাহাতে চেতনা উৎপন্না হয়, অথবা চেতন সত্তা কিরূপে জড়ভূত ও ভৌতিক দেহরূপে বিবর্ত্তিত হয়, এবং ঘটাকাশবৎ তদাশ্রয়ে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে ভগবানের বিশেষ জ্ঞান প্রমাণিত হয়না।

পর্জ্জন্য যে অন্নের একতম কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু যজ্ঞ হইতে কি পর্জ্জন্য উৎপন্ন হয়? এস্থলে সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ মনুবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা 'যজ্ঞকালে অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সম্যক্‌রূপে আদিত্যে উপতিষ্ঠিতা হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়॥* সূর্য্য কিরণসংযোগে সাগরাদিতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মেঘ এবং বৃষ্টি হইয়া থাকে; সুতরাং সূর্য্য বৃষ্টির একতম কারণ। কিন্তু যজ্ঞীয় আহুতি কিংবা পার্থিব অপর ধূমবাষ্পাদি সূর্য্যমণ্ডলে গমন সক্ষম কি? যজ্ঞাদি কর্ম্ম বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে, তৎসহ বৃষ্টি বন্ধ হয় নাই। পরন্তু সময় বিশেষে অতি বৃষ্টি ও শস্যাদির অনিষ্ট সাধন করিতেছে; সুতরাং যজ্ঞীয় আহুতি সহ বৃষ্টির কোন সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। অপর পুরাতন জ্ঞানিগণ অপেক্ষা মনু আদি মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আধিক্য আশা করা যায় না, কিন্তু স্বয়ং বিশ্বরূপি বিশ্বেশ্বরের সূর্য্যের দূরত্ব, পৃথিবীর

* "অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যক আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টের্ অন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ মনু।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা,—নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়। 'সর্ব্বগত ব্রহ্ম' ধর্ম্মে অধর্ম্মে কর্ম্মে অকর্ম্মে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত, নতুবা সর্ব্বগত শব্দই নিরর্থক হয়। 'কর্ম্ম বেদোদ্ভব এবং বেদ ব্রহ্মোদ্ভব" এই যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের যজ্ঞকর্ম্মে প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদন শ্রবণে অর্জ্জুন হাস্য সংবরণে সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা; তাহা সঞ্জয় উল্লেখ করেন নাই।

অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই সু কিংবা কুফল প্রদান করে, শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সর্ব্বকর্ম্মেরই ফলশ্রুতি আছে। অনেকে নিত্য কর্ম্মের নিষ্কাম আখ্যা প্রদান করেন কিন্তু সন্ধ্যামন্ত্রাদি পাপক্ষয় এবং শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা পূর্ণ, এবং তাহাতে চিত্তশুদ্ধি আদি ফলশ্রুতি, ও অকরণে প্রত্যবায় আদি শাস্ত্রীয় শাসন পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সর্ব্বকর্ম্মই কামনামূলক।

দ্বিবিধ কামনা হইতে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়,—সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি। যদি অসম্ভব ও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি কেহ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারও কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মেও কর্ত্তব্য অকরণ জনিত প্রত্যবায় বা অনুতাপরূপ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফল ও তদ্বিষয়ক কামনা প্রমাণিত হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগি নিষ্কামকর্ম্মিদ্বারা কর্ম্মবিশেষ কৃত এবং কর্ম্মান্তর পরিত্যক্ত হয় কেন? তিনি বিহিত যজ্ঞ উপাসনা আদি পরিহার এবং চৌর্য্য দস্যুতা আদি কর্ম্ম সম্পাদন করেন না কেন? সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম বোধ, তজ্জনিত কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যজ্ঞান,

কর্ত্তব্য করণ এবং অকর্ত্তব্য অকরণ জন্য সঙ্কল্প এবং কামনা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিতা ; তজ্জন্যই তিনি চৌর্য্যাদি কর্ম্মে নিরত এবং ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত।

শ্রুতিবাক্যে এবং যুক্তিবলে প্রমাণিত হয় যে, কোন কর্ম্মই সঙ্কল্প এবং কামনা ভিন্নকৃত হয় না, তথাপি ভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন! ভগবান্ বলিতেছেন, 'অনাসক্তচিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর।' 'হে ধনঞ্জয়! কর্ত্তৃত্ব অভিনিবেশ এবং ফলাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমভাব, তাহাই যোগ বাচ্য।' * পরন্তু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, 'হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, অপ্রাপ্য ও নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করি। †

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আহার পান মলমূত্রাদি ত্যাগরূপ দৈহিক কর্ম্ম প্রাকৃতিক. উহা জৈব সঙ্কল্পকামনা সাপেক্ষ নহে। প্রাকৃতিক ক্রমে উৎপন্ন দৈহিক ভাবাভাবের বশবর্ত্তী জীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাংসারিক কর্ম্মে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে তাদৃশ প্রাকৃতিক প্রেরণা নাই,

---

* "তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।"
"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বংযোগ উচ্যতে॥"

† "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥"

উহা প্রয়োজন অনুসারে জীব করিতে পারে এবং না করিয়াও পারে; সুতরাং জীবের প্রয়োজন, সঙ্কল্প, কামনা এবং প্রযত্নে এই দ্বিবিধ কর্ম্ম কৃত হয়। যিনি কর্ত্তৃত্ব অভিনিবেশ শূন্য, ফলাভিলাষ বর্জ্জিত, সিদ্ধি—অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন তাঁহার পক্ষে নিষ্ক্রিয়ত্বই স্বাভাবিক। ইহা বিরাগীর এবং মুমুক্ষুর নিষ্ক্রিয়ত্ব বিচার কালে শ্রুতিবাক্য ও যুক্তিবলে প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় কর্ম্মই প্রমানিত হয় না।

ভগবান বলিতেছেন, ত্রিলোকে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু গর্ভযাতনা ভোগ পূর্ব্বক ধরাধামে অবতরণ, প্রতিবাসীর অজ্ঞাতে ক্ষীরনবনীতাদি ভোজন, গোপাঙ্গনার বসন হরণ, মানভঞ্জনাদি বৃন্দাবনলীলা, কংসাদি দুষ্কৃত বিনাশ এবং পাণ্ডবাদি সাধুর পরিত্রাণ কি সঙ্কল্প কামনা বিনা, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কৃত হইয়াছিল? এই সকল কর্ম্মই যদি 'নিষ্কাম' আখ্যাত হয়, তবে 'সকাম' শব্দলুপ্ত হইলে ভাষারাজ্যে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। বেদ কিন্তু জগৎকারণের সৃষ্টিকর্ম্মেও কামনা আরোপ করিতেছে। বৃথামিশ্রিত বাক্যপূর্ণ সপ্তশত শ্লোকময় গীতাতত্ত্ব উপদেশ দ্বারা এবং করাল দ্রংষ্ট্র সমন্বিত ভীষন বদন ব্যাদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের, ভীতি উৎপাদন দ্বারা তাহাকে নিষ্কাম হত্যাকর্ম্মে প্রবৃত্ত করার মূলে ভগবানের কর্ত্তব্য বোধ, কিংবা অকর্ত্তব্য বোধ? অথবা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হইয়াই ইহা করিয়াছিলেন?

ভগবান, স্বীয় কর্ত্তব্য ও কামনার সম্যক অভাব জ্ঞাপন

করিতেছেন; এবং আদর্শ পুরুষের আসনে আসীন হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবান কর্ত্তব্যবোধে অবতরণ করেন কি না? তাঁহার অবতরণ অকারণে এবং অসময়ে হয় না, উহা বায়ু পরিচালিত শুষ্ক পর্ণাদির গতির ন্যায় নহে। ধর্ম্মের গ্লানি প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি অবতরণ করেন; সুতরাং কর্ত্তব্যবোধই অবতরণ কর্ম্মের হেতু,—উহা অহেতুক নহে।

ভগবান্ বলিতেছেন, 'সাধুর পরিত্রান দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য তিনি যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকেন।' এই ভগবদ্ বাক্যে অবতরণের প্রয়োজন ও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, এই প্রয়োজন সিদ্ধির কামনায়ই ভগবান্ অবতরণ করেন; সুতরাং ভগবানের অবতরণে কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং কামনার অভাব প্রমাণিত হয় না।

ভগবানের বাল্যলীলায়, অর্থাৎ প্রতিবাসীর ক্ষীরসর নবনীত হরণ কর্ম্মে নৈতিক কর্ত্তব্যবোধের অভাব উপপন্ন হয় সত্য, কিন্তু কামনার অভাব প্রমাণিত হয় কি?

ভাগবতের দশমস্কন্দের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ বয়স্যগণ সহ যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া উলঙ্গিনী জলমগ্না ব্রজরমণীগণের বসন হরণ করিয়াছিলেন। * কবি বলিতেছেন,

* "বয়স্যৈরাবৃত স্তত্র গত স্তৎ কর্ম্ম সিদ্ধয়ে।"

"হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাস মুবাচ হ।"

অভিভাবক হীনা গোপঙ্গনাগণ ভগবানের স্তোভবাক্যে বঞ্চিতা, সুভ্রমচ্যুতা, অপহৃতবস্ত্রা এবং ক্রীড়নকবৎ হইয়াও অসূয়া করেন নাই। † এই বাক্য বৃন্দাবনের তাৎকালিক গোপাঙ্গনার চরিত্র এবং রুচির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। বয়স্যগণ সমীপে হাস্যপরিহাস পূর্ব্বক রমণীগণকে উলঙ্গিনী করারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম উচ্চনীচ বর্ত্তমান কোন সমাজ সহ্য করিবে কি? ঈদৃশ নিষ্কামভাবে সাধ্বী পরিত্রাণ, তাৎকালিক গোপজাতির কিংবা ভারতের কুরসিক পুরাণ কর্ত্তার রুচিকর হইতে পারে; ঈদৃশ অশ্লীল লীলারস সিঞ্চনে নবরসিক গণের তৃষিত প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে; ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণে ভাবুকের ভক্তিরস অশ্রুরূপে নেত্রপথে প্রধাবিত হইতে পারে; কিন্তু ভগবচ্চরিত্র এবং কর্ম্ম আদর্শ রূপে গ্রহণ করা এই ঘোর কলিকালে নিতান্ত নিরাপদ নহে।

অভিশপ্ত পরীক্ষিতের মৃত্যুভীতি সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদানার্থ রাসরস সিঞ্চিত হইয়াছিল,—

"বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু-
নীবীস্তনালম্ভননর্ম্ম নখাগ্র পাতৈঃ।

"ততো জলাশয়াৎ—পাণিভ্যাং যোনি মাচ্ছাদ্য ...।
"বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েহং হসঃ।"

† "দৃঢ়ং প্রলব্ধা স্ত্রপয়াচ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥"

ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণাম্
উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ৪৬। ১০ক, ২৯অ।

প্রভৃতি আদিরসাত্মক বহুশ্লোকে নিষ্কাম রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। ঈদৃশ লীলা, সম্প্রদায়বিশেষের বিচারে ভগবৎ চরিত্রের মহিমা বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু ইহ-পরলোকের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান সন্ত্রাসিত পরীক্ষিতের শান্তির জন্য ঈদৃশ বর্ণনা আবাল্যসন্ন্যাসি জীবন্মুক্ত শুকদেবের মুখে শোভা পায় কি? যে সকল শ্লোকের ভাবানুবাদ বা ব্যাখ্যা করিলে গ্রন্থে অশ্লীলতা দোষ ঘটে, তাহাই কি শুকবাক্য? "প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্শনম্।" ইত্যাদি বাক্যে পরীক্ষিত ভগবানের ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে শুকদেব যে ভাবে ভগবানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা ভগবদ্‌ভক্তের সন্তোষ জনক হইলে ও বিবেকিজনের উপহাস্য। 'উপক্রমে' উক্ত হইয়াছে যে, ইহার শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেই শুক মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং রাসলীলা বর্ণন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অনেকে বলেন, রাসলীলাদি সহ ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই; উহা কবির রুচির পরিচায়ক মাত্র। ব্রজলীলা সমালোচনা আমাদের ও রুচিবিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যক্ত হইল।

জরাসন্ধ ভয়ে দ্বারকায় পলায়ন, ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক জরাসন্ধ বধ, শিশুপালাদি দুষ্কৃত বিনাশ, কর্ত্তব্য বোধ এবং কামনার পরিচায়ক নহে কি? ভগবদ্‌ভক্ত ভগবদুপদেশে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ

পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, কিন্তু ভগবান্ স্বীয় কর্ম্মের ফল কাহাকে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছিলেন ?

তৃতীয় দিবসের কুরুক্ষেত্র আহবে ভীমকর্ম্মা ভীষ্মের পরাক্রমে যখন পাণ্ডব সৈন্য বিধ্বস্তপ্রায় হইল, দুর্দ্ধর্ষ পিতামহের অসীম বীর্য্যে বিহ্বল চিত্ত অর্জ্জুন দশদিকে প্রজ্বলিত পাবকবৎ প্রদীপ্ত ভীষ্ম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিত্রাসিত হইলেন, অরিন্দম কুরুবৃদ্ধের শাণিত শরাঘাতে বিক্ষতাঙ্গ মহারথগণ মুক্তকেশ এবং মুক্তকচ্ছ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়নপরায়ণ হইল, কৃষ্ণার্জ্জুনের অশেষ উৎসাহ বাক্যে ও যোদ্ধৃকুল কালাগ্নি সদৃশ ভীষ্ম বীর্য্যের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না, তখন ক্রোধান্ধ বিশ্বপতি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া সূর্য্যপ্রভ সহস্রবজ্রসম চক্র ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং নিষ্কামভাবে ভীষ্মবধার্থ ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে, "অসম্ভ্রমংতদ্বিচকর্ষ দোর্ভ্যাংমহাধনুর্গাণ্ডিব তুল্যঘোষম্।" অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ ভার্গবের শস্ত্রশিষ্য ভীমকর্ম্মা ভীষ্ম অসম্ভ্রমে মহাধনুক আকর্ষণ পূর্ব্বক "এহ্যেহি দেবেশ।" বাক্যে ক্রুদ্ধ ভগবানকে আহ্বান করিলেন। অর্জ্জুনের সবলে পদ ধারণ এবং "কোপং প্রতি সংহর" "ন হাস্যসে কর্ম্ম যথাপ্রতিজ্ঞম্' ইত্যাদি বাক্যে ভগবান প্রতিনিবৃত্ত না হইলে কি ভীষণ কাণ্ডই সঙ্ঘটিত হইত। এই নিষ্কাম কর্ম্মোপলক্ষে ক্ষত্রধর্ম্ম পরায়ণ ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের হস্তে ভগবানের অসময়ে ভবলীলা সংবরণ ও অসম্ভব ছিল না। অহো! "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" এই বাক্যবক্তা ভগবানের কর্ম্মক্ষেত্রে এই অভিনয়!

নবযৌবন সুলভ বৃত্তির প্রথম উচ্ছাসকালে যেই দেবব্রত পিতৃদুঃখাপনোদন যজ্ঞে জীবনের সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা আহুতি প্রদান পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেই ব্রহ্মচারি ভীষ্ম অপুত্রক হইয়া ও কর্ত্তব্যানুরোধে পুত্রনির্ব্বিশেষে কুরুবংশধরগণের প্রতিপালন এবং রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন, মাতার আগ্রহাতিশয্য, ভারত সাম্রাজ্য এবং তদানুসঙ্গিক বিপুল ভোগপ্রলোভন যাহাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই, যাহার রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্ব্বকর্ম্মের অন্তরালে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং পরসুখ কামনা সতত বিরাজিতা, যিনি সাংসারিক সর্ব্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এবং সর্ব্ববিধ ভোগবাসনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া ও ঘোর সংসারীর ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা, যিনি অবশেষে পাণ্ডবকল্যাণ যজ্ঞে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান পূর্ব্বক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সত্যনিষ্ঠার অনুপমেয় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সহস্রশাণিত সায়কে বিদীর্ণ-মর্ম্ম যেই ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়াও লোকহিতার্থ রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ সর্ব্বত্যাগি মহাপুরুষ ও স্বীয় কর্ম্মের নিষ্কাম আখ্যা প্রদান করেন নাই। কারণ, বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্যসম জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞ ভীষ্মদেব অবগত ছিলেন যে, কামনা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না, এবং তাঁহার পরদুঃখাপনোদক ও আত্মোৎসর্গাত্মক কর্ম্মের অন্তরালেও আত্মতৃপ্তিই বিরাজিতা।

শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মের ন্যায় ভগবান্ তদুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল প্রতিপাদন করিতেছেন, 'অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম আচরণে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।' * পুনশ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, 'জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি বা মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন।' † এই ভগবদ্‌বাক্যসহ শ্রুতির বিরোধ ‡ দর্শনে ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ "কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেন সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা ইত্যর্থঃ।" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু ভগবদ্-বাক্যে পরম্পরাক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

কর্তৃত্ব অভিনিবেশ শূন্য, ফলাভিলাষ বর্জ্জিত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়াই যদি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তবে তাহার চিত্তশুদ্ধি আদি ক্রমে মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল প্রতিপাদনের প্রয়োজন কি? এবং জনকাদির তাদৃশ ক্রমে সিদ্ধি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রলোভন প্রদর্শনেরই বা প্রয়োজন কি? প্রলোভন

---

* "অসক্তঃ হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ।"

† "কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

‡ "নহি অধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ।"—কঠোপনিষৎ।

"নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

"ন অন্যৈঃ দেবৈঃতপসা কর্ম্মণা বা।"—মুণ্ডক।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"
—যজুর্ব্বেদাদি।

"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎকৃতাকৃতাৎ।"—কঠ

প্ররোচন বা ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মে নিয়োগ চেষ্টা কি উপহাস্য নহে? নিষ্কাম কর্ম্মের ঈদৃশ ফল শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে চিত্ত শুদ্ধি ক্রমে মোক্ষপ্রাপ্তি কামনার উৎপত্তি এবং তজ্জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি, অথবা প্রয়োজন অভাবে কামনা ও প্রবৃত্তির অসম্ভাবহেতু কর্ম্মে নিবৃত্তিই স্বাভাবিক।

নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হয়, অথবা শুদ্ধচিত্তজন নিষ্কাম কর্ম্ম করে? শ্রুতি বলিতেছে, 'পুরুষ কামময়' যাহার হৃদয়ে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগ এবং দুঃখনিবৃত্তি কামনা বিদ্যমানা, যাহার হৃদয় সুখদ এবং দুঃখদ পদার্থ সহ আসক্তি ও বিরক্তি বন্ধনে নিবদ্ধ, তাহার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম কি সম্ভবপর? পক্ষান্তরে সর্ব্ববিধ কামনা এবং আসক্তিবিরহিত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কর্ম্ম করা সম্ভবপর হইলে, তাহা নিষ্কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহার নিষ্কাম ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রয়োজন কি? তাদৃশ বিরাগীকে লক্ষ্য করিয়াই সাংখ্যসার বলিতেছে, 'নিস্তোত্রঃ নির্ণমস্কারঃ পূজ্যপূজা বিবর্জ্জিতঃ। নকৃতেনাকৃতেনার্থঃ ন শ্রুতি স্মৃতি বিভ্রমৈঃ॥" সুতরাং ভগবৎপ্রোক্ত অশ্রৌত নিষ্কামকর্ম্ম কামী অকামী আসক্ত অনাসক্ত কাহার ও জন্য উপযোগী নহে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।" ভগবদ্‌বাক্যবিশ্বাসি-সজ্জনগণ ইহা অভ্রান্ত সত্য রূপে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বিবেকীর হৃদয়দর্পণে ইহা তদ্বিপরীত ভাবেই প্রতিফলিত হয়; কারণ বৃহদারণ্যকোপনিষদে দৃষ্ট হয়, যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্বোপদেশে জনকের আত্মজ্ঞান

লাভ ও অভয়পদ প্রাপ্তি হইয়াছিল।§ অষ্টাবক্রসংহিতা অনুসারে জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রের জ্ঞানবৈরাগ্য উপদেশে মোহমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। * মহাভারতে পরি-লক্ষিত হয়, জনক-পঞ্চশিখ সংবাদে, পঞ্চশিখাচার্য্য জনককে জাতি কর্ম্মের অবিদ্যামূলকত্ব আদি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্ব নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। † জনক পরাশর সংবাদে, মহামুনি পরাশর কর্ম্মের কামনামূলকত্ব এবং বৈরাগ্য ও জ্ঞানের মোক্ষজনকত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক জনককে জ্ঞানপন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। ‡ জনক যাজ্ঞবল্ক্য

---

§ "যোনো ভগবন্ অভয়ং বেদয়সে, নমস্ত অস্তইমে বিদেহা অয়ন্ অহম্ অস্মি ইতি।"

* অষ্টাবক্র—"দেহাভিমান পাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক:।
বোধোঽহং জ্ঞান খড়্গেন তন্নিঃকৃত্য সুখীভব॥"
"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥
জনক—"অহো! নিরঞ্জনঃ শান্তঃ বোধোঽহং প্রকৃতেপরঃ।
এতাবন্তম্ অহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥"

† "জাতি নির্ব্বেদম্ উক্ত্বা স কর্ম্মনির্ব্বেদম্ অব্রবীৎ।
কর্ম্ম নির্ব্বেদম্ উক্ত্বা চ সর্ব্বনির্ব্বেদম্ অব্রবীৎ॥"
"ইদমমৃতপদং নিশম্য রাজা
স্বয়মিহ পঞ্চশিখেন ভাষ্যমানম্।"

‡ "কঃ কস্য চোপকুরুতে কশ্চ কস্মৈ প্রযচ্ছতি।
প্রাণী করোত্যয়ং কর্ম্ম সর্ব্বম্আত্মার্থম্ আত্মনা॥
"অসঙ্গং শ্রেয়সো মূলং জ্ঞানং জ্ঞানগতিঃ পরা॥"

সংবাদে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মফলের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, জন্মমরণাদি সঙ্কুল দুর্গম সংসারারণ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, একমাত্র জ্ঞানই তাহার উপায়। § রাজর্ষি জনকের শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুগণ মধ্যে কেহই তাহাকে সকাম কিংবা নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ করেন নাই, এবং কর্ম্মদ্বারা যে তাহার সংসিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ হইয়াছিল তাহার কোন গ্রন্থেই প্রমাণ নাই। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর জ্ঞানোপদেশই তাহার আত্মজ্ঞান এবং জীবন্মুক্তির হেতু।

পক্ষান্তরে, জনক-শুক সংবাদে, রাজর্ষি জনক জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মোক্ষজনকত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক মুমুক্ষু শুকদেবকে শুভাশুভ কর্ম্মত্যাগ উপদেশ করিয়াছিলেন। ¶ শিষ্যাসনে উপবিষ্ট জনক কর্ম্মনিন্দা এবং জ্ঞানবৈরাগ্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম

---

§ "জ্ঞানং বিশিষ্টং ন তথাহি যজ্ঞা
জ্ঞানেন দুর্গং তরতে ন যজ্ঞৈঃ।
যজ্ঞৈস্তপোভি র্নিয়মৈ ব্রতৈশ্চ
দিবং সমাসাদ্য পতন্তি ভূমৌ॥

¶ "নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ।"
"ন বিনা জ্ঞানবিজ্ঞানে মোক্ষস্যাধিগমো ভবেৎ।"
"হিত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে।"

— মহাভারত।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানপন্থা অবলম্বনই উপদেশ করিয়াছিলেন; সুতরাং জনকের সংসিদ্ধি কর্ম্মগন্ধ শূন্য। শ্রুতিস্মৃতিবাক্য এবং যুক্তি অনুসারে ভগবদ্ বাক্যের নিরর্থকতাই উপপন্না হয়। ভগবান্ ঈদৃশ স্তোভবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কিংবা তদনুরূপ ব্যক্তির সন্তোষ বিধান সময়ে অধীত সমাজের অভিমত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন কি?

ভগবান্ বলিতেছেন, 'লোকহিতার্থে ও কর্ম্ম করা উচিত।' * 'শ্রেষ্ঠব্যক্তির কর্ম্ম ইতর জন অনুসরণ করে'।† 'আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে লোকসকল উৎসন্ন হইবে, এবং আমি সাঙ্কর্য্য ও প্রজানাশের কারণ হইব।' ‡ এস্থলে কর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য, ছলে বলে কৌশলে গুরু পিতামহাদি হত্যা করা নহে, গোপাঙ্গনার বসন হরণাদি আবতারিক লীলাকর্ম্ম ও নহে, কারণ শ্রেষ্ঠের আচরিত সর্ব্বকর্ম্মের ইতর জন অনুসরণ করিলে, অনুসরণ কারী এবং সমাজ উভয়েরই পতন অবশ্যম্ভাবী। এই কর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য তাৎকালিক যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণের ও ইহাই অভিমত।

সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ঐ বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, অথবা বুদ্ধরূপে অবতরণ পূর্ব্বক

* "লোক সংগ্রহম্ এবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি।"

† "যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তৎতদ্ এবেতরো জনঃ।

‡ "উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদ্ অহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ॥"

বৈদিক কর্ম্ম লোপের এবং অপরধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প ভগবানের হৃদয়ে তখন ও উৎপন্ন হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকরণ, নবনব অবতার ও মুক্তপুরুষ গণের আবির্ভাব এবং অসংখ্য অভিনব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন-রূপ ভবিষ্যৎতত্ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞ ভগবান অপরিজ্ঞাত ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিকর্ম্ম লোপজনিত ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য হেতু বিশেষ ক্ষতি ও পরিলক্ষিত হয় না,; পরন্তু নবনব ধর্ম্ম পন্থা আবিষ্কার হেতু শ্রেয়োলাভ সহজ সাধ্য হইয়াছে। তৎকালে আয়াস সাধ্য নিষ্কাম যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধি আদি ক্রমে মোক্ষ লাভ হইত, বর্ত্তমানে কামনামূলক সন্ধ্যা মন্ত্রের অর্থের অনভিজ্ঞতা হেতু নিত্যকর্ম্ম নিষ্কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহাতেই অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি হয়; কিংবা তজ্জন্য ও অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন, কারণ একমাত্র 'হরিনামেই' সদ্যমুক্তি হইয়া থাকে। অহো! একপাদধর্ম্মি কলিযুগের কি অপার মাহাত্ম্য। বৈদিক কর্ম্মলোপ জনিত অনাবৃষ্টি হেতু প্রজা ও উৎসন্না হয় নাই; পরন্তু তদবধি ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং শ্রীভগবানের তাদৃশ আশঙ্কার কোন কারণ ছিলনা।

অপরের সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি কামনায় যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা ও স্বার্থে, পরার্থে নহে। করুণা আদি বৃত্তি সংযোগে অপরের দুঃখ স্বীয় হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, যতক্ষণ পরদুঃখ দূর না হয় ততক্ষণ স্বীয় দুঃখের ও নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং জীব পরদুঃখ মোচন রূপ কর্ম্ম দ্বারা পরমার্থতঃ স্বীয় দুঃখমোচনই

করে, এবং অপরকে সুখী করিয়া স্বীয় সুখ সম্পাদনই করিয়া থাকে। অতএব ঈদৃশ কর্ম্ম ও স্বার্থ, কামনা এবং [illegible] মূলক;—নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্যবিধ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, 'তুমি বিবেক বুদ্ধিদ্বারা আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম এবং সন্তাপ শূন্য হইয়া যুদ্ধকর।' * ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ বলিতেছেন, "ভৃত্যবৎ" "স্বামিনে ভৃত্যঃ কর্ম্মাণি করোমি ইতি অনয়া বুদ্ধ্যা" অর্থাৎ ভৃত্য যেরূপ রাজার আদেশ পালন করে তদ্বৎ। এই দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ প্রভুর আদেশ করা এবং ভৃত্যের পালন করা, উভয়ই স্বার্থ ও কামনা মূলক। উভয়ের প্রয়োজন ব্যতীত কি প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? যিনি নিরাশী, নির্ম্মম এবং বিগতজ্বর তাঁহার ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিয়া যুদ্ধাদি ক্রূরকর্ম্মসাধনের প্রয়োজন কি? আত্মপ্রয়োজনেই ঈশ্বর সহ সম্বন্ধ। বৃহদারণ্যক বলিতেছে, 'দেবতার প্রয়োজনে দেবতা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রয়োজনেই দেবতা প্রিয় হয়।' † শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছে, 'আত্মা ভিন্ন অপর কিছু যিনি প্রিয় বলেন, তাঁহাকে

---

* "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

† "নবা অরে! দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।"

রোদন করিতে হয়।' ‡ ভগবদ্ভক্তগণের নেত্রনীরই তাহার নিদর্শন; সুতরাং আর্যবাক্যের যাথার্থ প্রতিপাদনার্থ অপর প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন! স্বীয় প্রয়োজনেই জীব ঈশ্বর সহ সেব্যসেবকাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে; সুতরাং যিনি নিষ্কাম, নির্ম্মম এবং বিগতজ্বর তাঁহার সহিত ঈশ্বরের তাদৃশ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। পরন্তু শ্রুতি বলিতেছে, 'যখন হৃদয় সর্ব্ববিধ কামনাহীন হয়, যখন সর্ব্ববিধ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়,—অর্থাৎ আসক্তি ক্ষয় হয়, তখন জীব ইহলোকেই ব্রহ্মভূত হয়।' § সুতরাং নিষ্কাম, নির্ম্মম এবং বিগতজ্বর অবস্থায় ভৃত্যবৎ আজ্ঞা-পালন আদির কিঞ্চিন্মাত্র ও সম্ভাবনা নাই; উক্ত ভগবদ্‌বাক্য প্রলাপবৎ নিরর্থক।

কেবল যে যুদ্ধাদিকর্ম্মই ভগবানে অর্পিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে কৃত হইতে পারে এরূপ নহে, ভগবান বলিতেছেন, 'ব্রহ্মে—অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে পদ্মপত্রস্থ জলবৎ কর্ম্মী পাপে লিপ্ত হয় না।' ¶

---

‡ "স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং. ব্রুবাণো ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতি ইতি।"

§ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।..."
"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।......"
"অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"—কঠোপনিষৎ।

¶ "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

এস্থলে পাপফল আশঙ্কা-দৃষ্টে উপপন্ন হয় যে, ভগবদ্ বাক্যের লক্ষ্য, পাপকর্ম্ম বা গর্হিত কর্ম্ম, এবং তাহাও ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কৃত হইতে পারে। রাজ্যলাভ আশায় মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পুত্রশোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ গুরুর হত্যা সম্পাদন এবং শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক নিরস্ত্রপিতামহ-হত্যা যদি ঈশ্বরে অর্পন পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে করা যায়, তবে তদ্রূপ অপর কর্ম্মও তাদৃশ ভাবে করার কোন বাধ দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ ভগবদ্গীতাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে সর্ব্ববিধ গর্হিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে ও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। কিন্তু গীতার ধর্ম্মনীতি সহ বর্ত্তমান সমাজনীতি এবং রাজনীতির সামঞ্জস্য হয় কি? পাণ্ডবকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম—অর্থাৎ গুরুব্রাহ্মণ হত্যা জনিত পাপক্ষয়ার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞাদি প্রায়শ্চিত্তের ও ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও নরকের দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। অহো! সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেরণায় মিথ্যা কথন পাপে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইয়াছিল।

'আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া' 'ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিয়া' প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য কি? কর্ম্মভার যদি ঈশ্বরে অর্পিত হয় তবে অর্পণকর্ত্তার নিষ্ক্রিয়ত্বই উপপন্ন হয়; যদ্রূপ একব্যক্তি

"ব্রহ্মণি ঈশ্বরে আধায়"—শঙ্কর। "ব্রহ্মণি আধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য"—শ্রীধর। "ব্রহ্মণি—পরমেশ্বরে"—মধুসূদন।

অপরের উপর কর্ম্মভার অর্পণ পূর্ব্বক অবসর গ্রহণ করে। সুতরাং ঈদৃশভাবে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে। তবে কি কর্ম্মফলার্পণ করাই কর্ম্মার্পণ শব্দের তাৎপর্য্য? ঈদৃশ কর্ম্মের ফল চিত্ত শুদ্ধিক্রমে নিঃশ্রেয়সলাভ। উহাতে কাহার প্রয়োজন; —ভগবানের, কিংবা জীবের? ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি এবং নিঃশ্রেয়সাদির প্রয়োজন নাই; অশুদ্ধচিত্ত বদ্ধ জীবেরই উহাতে প্রয়োজন। এমতবস্থায় কোন অশুদ্ধচিত্ত জীবকে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই সঙ্গত নহে কি? নিষ্কাম ভাবে কৃত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল স্বরূপ ভারত সাম্রাজ্য ভগবানে অর্পিত হইয়াছিল কিনা, তাহার কোন প্রমান নাই; অর্পিত হইলেও ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন নাই। ভগবান স্বীয় প্রয়োজন অভাবে চিত্ত শুদ্ধি আদি কর্ম্মফল কর্ম্মীকেই প্রত্যর্পণ করিবেন, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই যদি তাদৃশ কর্ম্মকৃত হয়, তবে নিরাশী প্রভৃতি শব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না।

ভগবান্ যেরূপ ফলবিধান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কর্ম্ম করাও ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ বাচ্য হইতে পারে। প্রভুর সাধুতায় সন্দিগ্ধভৃত্য প্রথমেই ভৃতি প্রার্থনা করে, প্রভুর বদান্যতায় সন্দিগ্ধভৃত্য বেতন নিরূপণ করে, কিন্তু প্রভুর সাধুতায় এবং বদান্যতায় দৃঢ়প্রত্যয়ী নির্ভরের সহিত বলে মহাশয়! আপনার যাহা ইচ্ছা।' কিন্তু ত্রিবিধ অবস্থায়ই ভৃত্যের কোন রূপ ভৃতি কামনা অন্তর্নিহিতা থাকে। প্রভো! 'তোমার ইচ্ছা

পূর্ণা হউক' বলিয়া যে কর্ম্মী ঈশ্বরে ফলার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাঁহার হৃদয়ে ও ভগবানের বদান্যতায় নির্ভরের অন্তরালে ফলকামনা নিহিতা থাকে, নতুবা এই বাক্য উচ্চারণের অপর কারণ লক্ষিত হয় না। এই বাক্য ভগবানের প্রতি আশীর্ব্বাদ সূচক নহে, কারণ সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছা অপূর্ণা থাকা অসম্ভব।

অর্জ্জুন রাজ্যলাভাশায় এবং অবমাননা জনিত প্রতিহিংসার চরিতার্থতা কামনায়, সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ও গুরুজ্ঞাতি বান্ধবাদি হত্যার আশঙ্কায় বিষাদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই ক্রূর যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্তির জন্যই নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ; কিন্তু ভগবানের অশ্রৌত এবং ব্যামিশ্রিত বাক্যসামর্থে অর্জ্জুন হৃদয়ে যুদ্ধেচ্ছা উৎপন্না হয় নাই। লোক ক্ষয়কৃৎ কালরূপের কালানলসন্নিভআনন মধ্যে উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের শোচনীয় পরিণাম দিব্যনেত্রে দর্শন করিয়া বিহ্বল-চিত্ত অর্জ্জুন "করিষ্যে বচনংতব" বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই কালমূর্ত্তির করালবক্ত্র মধ্যে স্বীয় সত্তা দর্শন করেন নাই, তদ্দর্শনে দিব্যনেত্র অন্ধবৎ দৃষ্টিশক্তি হীন ছিল। অর্জ্জুনের যদি বিবেকনেত্র উন্মীলিত হইত, তিনি যদি স্বীয় দেহ, রাজ্যসম্পৎ, মান অপমান, সকল বিষয়ের পরিণাম দর্শনে সক্ষম হইতেন, এবং তাদৃশ বিবেকদৃষ্টি জনিত বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়ে উন্মেষিত হইত, তবে সকাম বা নিষ্কাম কোন ভাবেই সেই ক্রূরযুদ্ধকর্ম্মে ব্রতী হইতেন না। পরন্তু "কিম্

ইচ্ছন্ কন্যকামায়” প্রভৃতি শ্রুতিতত্ত্বই তাহার জীবনে প্রতিফলিত হইত।

সাংসারিক জীব স্বীয় কিংবা সমাজের দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখ প্রাপ্তি কামনায় চিরকালই কর্ম্ম করিতেছে, এবং করিবে। মনোবৃত্তি, সঙ্কল্প এবং সংযোগের বৈচিত্র হেতু এক প্রয়োজনে কৃত কর্ম্ম বিচিত্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধাদি ক্রূর কর্ম্ম, এবং পরোপকার দানাদি ‘সৎ’আখ্য কর্ম্ম সুখ প্রাপ্তি কিংবা দুঃখ নিবৃত্তি কামনায়ই কৃত হয়। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মও এই নৈসর্গিক বিধিরই অন্তর্ভূত। লৌকিক ফল কামনায় সাংসারিক কর্ম্ম এবং পারলৌকিক ফল কামনায় ধর্ম্মকর্ম্ম কৃত হয়, এই মাত্র প্রভেদ। সঙ্কল্প এবং কামনা ভিন্ন কোন কর্ম্মই কৃত হয় না; সুতরাং অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধ্যাপুত্রবৎ বাচাড়ম্বর মাত্র।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান।

বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্তির জন্যই গীতাতত্ত্বোপদেশ। কর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য কর্ম্মোপদেশই সমীচীন; পরন্তু বক্তা-ভগবানের বাক্যে শ্রদ্ধাস্থাপন জন্য ভগবদ্‌ভক্তির ও প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজ্যলোলুপ অর্জ্জুন কি জ্ঞান ও যোগ বিষয়ক উপদেশের উপযুক্ত পাত্র ছিল? বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিই যোগ কিংবা জ্ঞানপথ অবলম্বন পূর্ব্বক দুস্তর ভবারণ্য অতিক্রমে সক্ষম হয়। যোগ শাস্ত্রের এবং জ্ঞান শাস্ত্রের সর্ব্বত্রেই বিবেকবৈরাগ্যবানের যোগ ও জ্ঞানাধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ।" "বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" প্রভৃতি বাক্যে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অর্জ্জুন যখন ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ এবং চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে স্বীয় বিষয়বাসনারত চঞ্চল্ মন নিরোধ বায়ুবেগ নিরোধের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন, তখন 'অসংযতাত্মনা-যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।" বাক্যে ভগবান্ উক্ত বাক্যই দৃঢ়তর করিয়াছেন। সুতরাং অনধিকারি অর্জ্জুনের প্রতি যোগ এবং জ্ঞানোপদেশের প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না।

স্থূলভাবে গীতার যোগ এবং জ্ঞান উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক উপপন্ন হয় সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রতিপন্ন হইবে যে, গীতার

যোগ জ্ঞান ক্রম বিবর্ত্তনে যেরূপ শোভন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সমাবেশ ব্যতীত এই সর্ব্বজনপ্রীতিকর গ্রন্থে শশাঙ্কে-কলঙ্ক প্রথার ন্যায় ত্রুটি পরিলক্ষিতা হইত, এবং প্রতিপাদ্যবিষয় সম্যক্ প্রতিপাদিত হইত না। এতদ্বিষয়ে শ্রীভগবানের কিংবা গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞতা এবং বাক্যকৌশল বা লিপিকৌশল অতীব প্রশংসার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যোগশাস্ত্র এবং শ্রুতিরূপ দীপালোকে গীতাপ্রোক্ত যোগজ্ঞানের তাত্ত্বিকতা বিবেকীর নেত্রে কি ভাবে প্রতিফলিতা হয়, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ভগবান্ বলিতেছেন, "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।" "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" এই যোগ শব্দের কর্ম্ম যোগাদি লক্ষ্য না হইয়া পতঞ্জলির চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ যোগ লক্ষ্য হইলে, অর্থাৎ গীতার ষষ্ঠঅধ্যায়ের পঞ্চবিংশ এবং পরবর্ত্তি শ্লোকে "আত্মসংস্থংমনঃ কৃত্বা" আদি বাক্যে যে যোগ ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য হইলে, কোনই আপত্তি ছিল না ; কারণ বিবেকবৈরাগ্য, জ্ঞান বা অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং যোগ, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ অঙ্গাঙ্গিভাবান্বিত।

বিবেক ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না, পক্ষান্তরে যদ্রূপ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বুভুক্ষুজীবের কিঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি ব্যতীত আহার্য্যের গুণাগুণ বিচারে অবসর হয় না, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৈরাগ্যের উন্মেষ ব্যতীত বিষয়াসক্ত-জীবহৃদয়ে বিবেকের সঞ্চার হয় না ; ঐহিক

এবং পারত্রিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য ব্যতীত মন আত্মাভিমুখী হয় না; আত্ম অনাত্ম বিবেক পূর্ব্বক অনাত্ম স্বরূপ নিরূপিত না হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হইবার ইচ্ছাপ্রযত্নাদি জন্মে না; সম্যক্‌বৈরাগ্য ব্যতীত বিষয়সহ চিত্তের সম্বন্ধ লোপ এবং বৃত্তিনিরোধ রূপ যোগ হয় না; এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ কিংবা স্বরূপে অবস্থিতি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের পরিপাক বা অবিদ্যার সম্যক্ উচ্ছেদ সাধিত হয় না। যিনি প্রশান্তচিত্ত যোগী তিনিই অবিদ্যাবিমুক্ত আত্মজ্ঞ; এই রূপ আত্মজ্ঞ যোগীই জীবন্মুক্ত বাচ্য। ব্যবহার ক্ষেত্রে যাহার জীবন অভ্যাসপ্রবণ তিনি যোগী, এবং যাহার জীবন বিবেকপ্রবণ তিনি জ্ঞানী অভিহিত হইয়া থাকেন; এই মাত্র প্রভেদ। বাস্তবিক সাংখ্যের অর্থাৎ জ্ঞানের ও যোগের পার্থক্য এবং ফলের স্বাতন্ত্র্য পণ্ডিতগণ দর্শন করেন না, ইহা ধ্রুবসত্য।

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই জীবের জ্ঞান কিংবা যোগাবলম্বনের প্রয়োজন। দুঃখনিবৃত্তিসহ সুখের নিবৃত্তি ও স্বাভাবিক। জীব অনিত্য এবং অপূর্ণ বিষয়ের সংযোগবিয়োগে অপূর্ণ এবং অনিত্য সুখদুঃখ ভোগ করে। সুখদুঃখ আপেক্ষিক, সুখের স্মৃতি ভিন্ন দুঃখ এবং দুঃখের স্মৃতি ভিন্ন সুখ অনুভূত হয় না; সুতরাং জীবের আকাঙ্ক্ষিত নিরবচ্ছিন্ন পারলৌকিক সুখও আকাশকুসুমবৎ অলীক। যে বিবেকিজন সুখদুঃখের আপেক্ষিকত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক উভয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিজনিত শান্তি কামনা করেন, তাঁহারই যোগ বা জ্ঞানের প্রয়োজন।

"উদাসীনস্থাত্মতত্ত্বংস্ময়মেব প্রকাশতে।" যদ্রূপ সুষুপ্ত ব্যক্তির মন হেয় প্রেয় এবং শ্রেয় ত্রিবিধ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতঃই শাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় ; সম্যক্ বৈরাগ্যবান বা উদাসীনের অন্তঃকরণ ও তদ্রূপ অনায়াসে প্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাত্মতত্ত্বে সমাহিত হয়। যদ্রূপ সুষুপ্তিসমাক্রান্ত ব্যক্তির নিদ্রা কোমল শয্যাদি অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ সম্যক্ বৈরাগ্যবানের স্বাত্মতত্ত্বে সমাধিও সাধন সাপেক্ষ নহে। সুতরাং ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকামি মুমুক্ষুর একমাত্র বৈরাগ্যই অবলম্বন, এবং বিবেকই বৈরাগ্যের জনক।

"বিহায় কামান্ যঃসর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥"

বাক্যে ভগবান্ ও শান্তিপ্রদ বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং

"ন হ্যসন্ন্যস্ত সঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।" বাক্যে বৈরাগ্যই যে যোগ পথের একমাত্র পাথেয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রালোচনায় উপপন্ন হয় যে, বিধিনিষেধশাস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল মানবকে শাসন করে, এবং মোক্ষশাস্ত্র অসংযতচিত্ত অবিবেকীর চিত্তসংযম ও বিবেকের সাহায্য করে; উহা বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নহে ; স্বস্থ ব্যক্তির জন্য ভেষজ ব্যবস্থা অনাবশ্যক।

সাংখ্য দর্শন বলিতেছে, "বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ।" পাতঞ্জল বলিতেছে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাংতন্নিরোধঃ।" শ্রীভগবান্

বলিতেছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" কিন্তু এই অভ্যাস কীদৃশ এবং ইহার অধিকারী কিরূপ? পাতঞ্জল দর্শন "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" সূত্রদ্বারা অভ্যাস শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছে। ভগবান্ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ এবং ষড়বিংশ শ্লোকে, 'মন আত্মসংস্থ করিয়া অপর চিন্তা ত্যাগ চেষ্টা এবং চঞ্চল অস্থির মনকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ অ আত্মসংস্থিতির প্রয়াস বিষয়ক উপদেশ করিয়াছেন। আসন্ন বিরাগ মুমুক্ষুজন ইত্যাকার অভ্যাস বলে বিষয়বিশেষ সহ স্বীয় হৃদয়ের গ্রন্থি এবং চিত্ত বিক্ষেপের কারণ লক্ষ্য করিতে পারেন; সুতরাং বিবেক অস্ত্রে তাহা ছিন্ন করা সহজ সাধ্য হয়। এইজন্য বিচারবান্ উক্ত অভ্যাস ও অধিকারিভেদে প্রয়োজন উপেক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু আসনং প্রাণসংরোধঃ" এবং ষটকর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।" "প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্রের উপদেশ এবং গীতার উক্ত (৬ষ্ঠ) অধ্যায়ের একাদশবিধি শ্লোকচতুষ্টয়ে. স্থান আসন নাসিকাগ্রদর্শনাদি বিষয়ে যে ভগবদ্বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা কীদৃশ অভ্যাস, তাহার ফল কি এবং অধিকারীই বা কিরূপ? যদ্রূপ, নিদ্রাবেশের অভাবকালে নিদ্রাকামব্যক্তি দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যা, ব্যজন, পাদ-সম্বাহনাদি অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বিফলকাম হয়; আত্মানাত্মবিবেকহীন অবিরাগিজনের আসন নাসাগ্র-দর্শনাদি সাধন দ্বারা যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ চেষ্টা তদ্রূপ।

প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রেই প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। 'ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি' সাংখ্যের লক্ষ্য। ব্রহ্মের স্বরূপ বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য। দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানাদি উচ্ছেদপূর্ব্বক অপবর্গ বা মোক্ষলাভ, ন্যায়-দর্শনের লক্ষ্য। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য। বৈদিককর্ম্মের মীমাসা, মীমাংসা দর্শনের লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ ও তৎফল, পাতঞ্জল দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাধিপাদ বা যোগপাদের প্রথম কতিপয় সূত্রেই তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উত্তমাধিকারী বা বিরাগীর জন্য তাহাই যথেষ্ট, তৎপরবর্ত্তি সূত্র সকল নিম্নাধিকারীর বা অবিরাগীর জন্য।

সূত্রের অন্তে 'বা' এই অব্যয় পদ প্রয়োগপূর্ব্বক পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধান হইতে যথাভিমত ধ্যান পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার সাধন-ফলের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের 'ক্রিয়াযোগ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ক্রিয়াযোগ 'ক্রিয়া' পদরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া চিত্তবৃত্তি-রোধরূপ যোগ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিতেছে। যোগ হইতে ক্রিয়াযোগের সাধন এবং সিদ্ধি স্বতন্ত্র। যে অবস্থায় অন্তর্মুখ মন বৈরাগ্যবলে আত্মেতরবিষয় বিমুক্ত হইয়া আত্মসংস্থ হয়, বিষয়বিয়োগ হেতু সর্ব্ববৃত্তি রুদ্ধা হয়, তাহাই যোগ বাচ্য। পক্ষান্তরে মনের আত্মেতরবিষয়বিশেষে অভিনিবেশ বা প্রণিধানই ক্রিয়াযোগ বাচ্য। যোগাবস্থায়

আভ্যন্তর বিষয় ত্যাগহেতু মনের নিরোধ এবং ক্রিয়াযোগে আভ্যন্তর বিষয় অবলম্বনে মনের একাগ্রতা শিক্ষা হয়।

একাগ্রতা নিরোধের অনুকূল কিনা,—অর্থাৎ প্রথমে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনের বিষয়বিশেষে অভিনিবেশ বা প্রণিধানপূর্ব্বক একাগ্রতা সাধন এবং তৎপরে প্রণিহিত বিষয় প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা স্বরূপে অবস্থিতিরূপযোগ, সহজসাধ্য কিনা,—তদ্বিষয়ক বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ; তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

মন বিষয় সংযোগে ক্রিয়াশীল এবং বিষয়বিয়োগে নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ রুদ্ধ হয়। ইহা সুষুপ্তিদৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অহরহঃ অনন্ত বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগে মনের গ্রাহ্য হয়, কিন্তু সকল বিষয় সহ মনের সম্বন্ধ যোজনা হয় না ; কেবল সুখদ এবং দুঃখদ বিষয় সহ মন আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ বন্ধনে সম্বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য যে, এতদুভয়বিধ বিষয় এবং বৃত্তিই চিত্তনিরোধের অন্তরায়।

যে বিষয় স্বভাবতঃ চিত্ত আকর্ষণ করে, তাহাতে একাগ্রতা স্বাভাবিকী ; কিন্তু স্বীয় ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসাদিতে স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক শক্তির অসদ্ভাব হেতু ঐকাগ্র্য অস্বাভাবিক, এবং বহুল আয়াস সাধ্য। বহির্জ্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত মন দেহের অঙ্গ বিশেষ বা প্রাণনাদি অবলম্বন দ্বারা বিষয় হইতে দূরত্ব এবং আত্মার সান্নিধ্য লাভ করে কি? নাসাগ্র বা প্রাণাদি-বিষয়াবলম্বী হইতে অবিষয় আত্মার

দূরত্ব, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরবৎ। এইজন্যই শ্রুতি বলিতেছে, "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।" অর্থাৎ অজ্ঞের জন্য আত্মা দূর হইতেও দূরান্তরে অবস্থিত, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর অন্তরেই বিরাজিত।

জীবের বহির্ম্মুখ মন স্বভাবতঃ সুখদ এবং দুঃখদ শত-বিষয় সহ আসক্তি ও বিরক্তির শতসূত্রে সম্বন্ধ; বিবেক বলে একে একে এই সূত্র ছিন্ন করা সহজসাধ্য। কোন কোন সূক্ষ্ম সূত্র অনায়াসে অজ্ঞাতসারে ছিন্ন হইয়া যায়। বিবেক ইন্ধন যোগে বৈরাগ্যবহ্নি প্রজ্বলিত হইলে সর্ব্বসূত্র অচিরে ভষ্মসাৎ হয়। কিন্তু, সকল সূত্র সংহত হইয়া সুদৃঢ় রজ্জুরূপ ধারণ করিলে তদ্বারা মন বিষয়বিশেষ সহ বদ্ধ হইলে, তাহা ছিন্ন করা দুঃসাধ্য হয়। অর্থাৎ, অপর বিষয় হইতে প্রত্যাকৃষ্ট মন বিষয়-বিশেষে নিয়ত ঐকাগ্র্যহেতু তৎসহ যে সুখদ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহা দুশ্ছেদ্য। পরন্তু, তাদৃশ বিষয়ই বহির্দ্দেশে আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখ-মনের আত্মসংস্থিতির অন্তরায় হয়। সুতরাং আত্মেতর বিষয়ে ঐকাগ্র সাধন চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের অনুকূল নহে।

পতঞ্জলির বিভূতিপাদে 'সর্ব্বভূতরুত (শব্দ) জ্ঞান; পূর্ব্ব জাতিজ্ঞান; পরচিত্তজ্ঞান, অন্তর্দ্ধান; হস্তিবলাদি; ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি; পরশরীর প্রবেশ; দূরদর্শন; দূরশ্রবণ; আকাশ গমন।' প্রভৃতি বিভূতি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সাধনে সিদ্ধ হয় কি? এই সকল কি অতিরঞ্জিত রোচক বাক্য? অথবা কাল

মাহাত্ম্যে বা সাধন শক্তির অভাব হেতুই বিভূতিরও অভাব পরিলক্ষিত হয়? বর্ত্তমান সময়ে কোন যোগীর তাদৃশ যোগ-বিভূতি লাভ হইলেও তাহা শিষ্যমণ্ডলী বা সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করে না। অর্থাৎ যোগিবিশেষের প্রকোষ্ঠ মধ্যে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত উর্দ্ধগতি শিষ্যগণেরই লক্ষ্য হয়, অপরের নহে। অপরাপর বিভূতিও তদ্রূপ।

ঈদৃশ বিভূতিদ্বারা জীবের পারমার্থিক কোনরূপ মঙ্গল সাধিত হয় কি? যোগজবিভূতি সম্ভবপর হইলেও তাহা যোগীরই উপভোগ্য, অপরের নহে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্পিগণের বিভূতি সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। তাহাদের সাধন ফল যোগী অযোগী জীবনির্ব্বিশেষে সকলের উপভোগ্য। ঈদৃশ বৈজ্ঞানিক সাধন এবং শিল্পনৈপুণ্য ক্রিয়া-যোগ্য বাচ্য; এবং ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীই প্রকৃত ক্রিয়াযোগী।

পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ যোগের ফল কৈবল্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধ কামীর কর্ম্মসন্ন্যাসই স্বাভাবিক। কারণ চিত্তবৃত্তির সংযোগ ভিন্ন কায়িক বাচিক এবং মানসিক কোন কর্ম্মই সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভগবান্ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঈদৃশ উপদেশ দেশ-কাল-পাত্রভেদে অর্থাৎ বিবাদগ্রস্ত অর্জ্জুনের জন্য উপযোগী হইলেও ইহা চিত্তনিরোধপ্রয়াসি মুমুক্ষুর উপযোগী নহে। কর্ম্মযোগ

শব্দের তাৎপর্য্য কি? নিষ্কামকর্ম্ম উহার লক্ষ্য হইলে, পুনর্ব্বিচার নিষ্প্রয়োজন; কারণ উক্ত বন্ধ্যাপুত্রের স্বরূপ ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতি ও যুক্তির প্রদীপ্তপ্রভায় সম্যক্ নিরূপিত হইয়াছে। অপর স্থলে ভগবান্ বলিতেছেন, "যোগঃকর্ম্মসু কৌশলম্।" কর্ম্ম-কৌশলরূপ যোগ কীদৃশ? মিথ্যাবাক্যে ছলনা পূর্ব্বক শোক-সন্তপ্ত নিরস্ত্র গুরুবধ, অথবা শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক নিরস্ত্র পিতামহবধরূপ কর্ম্মকৌশল কর্ম্মযোগবাচ্য হইলেও তদ্দ্বারা পারমার্থিক ফলের সম্ভাবনা স্বল্প।

পূর্ব্বশ্লোকে তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হইতে যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, 'যাহার অন্তঃকরণ আমাতে আসক্ত এবং যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্ববিধ যোগিমধ্যে যুক্ততম বা শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার অভিমত।' এই শ্লোকের 'মৎ' 'মে' এবং 'মাং' পদের তাৎপর্য্য কি? শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, 'বাসুদেব' স্বামী বলিতেছেন, 'মাং পরমেশ্বরম্' সরস্বতী বলিতেছেন, 'মে মম পরমেশ্বরস্য' সুতরাং এস্থলে ঈশ্বরই ঐ সকল পদের লক্ষ্য। তজ্জন্যই ভগবান যোগিজন মধ্যে ঈশ্বরে আসক্তচিত্ত ঈশ্বরভক্তিযুক্ত যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধান রূপ ক্রিয়াযোগের চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অথবা উভয়বিধ যোগের একরূপতা প্রতিপাদন করেন নাই। পরন্তু যথাভিমতধ্যানফল সহ ঈশ্বরপ্রণিধান ফলের

একত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং যোগসূত্রের যোগে এবং গীতাশাস্ত্রের যোগে এতদ্বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পতঞ্জলি ঈশ্বরের বাচক প্রণব (ওঁ) শব্দ জপ এবং তাহার অর্থভাবনা রূপ ঈশ্বরপ্রণিধান উপদেশ করিয়াছেন। যাহারা ওঁকার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ জপকারী, তাহাদের তাদৃশ সাধন হইতে পোষিত পক্ষীর রামকৃষ্ণাদি নাম জপের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না। প্রণবের অর্থভাবনাকারী যদি মাণ্ডক্যোপনিষদ্ অনুসারে উহার অর্থ বিচার করেন, তবে জাগ্রতস্বপ্ন সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই পাদচতুষ্টয়ে অভিব্যক্ত প্রপঞ্চাতীত আত্মসত্তাই প্রতিপন্না হয়। কঠোপনিষদেও দৃষ্ট হয়, ওঁকারের বাচ্য আত্মা, এবং তাহাই মুমুক্ষুর অবলম্বনীয়। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনোক্ত পুরুষশব্দের আত্মাই লক্ষ্য। বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রেও পুরুষশব্দ বহুস্থলে আত্মার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং পতঞ্জলি প্রণবভাবনারূপ আত্মানাত্ম বিবেক দ্বারা বহির্ম্মুখ মনের আত্মাভিমুখী হইবার অন্যতম উপায় উপদেশ করিতেছেন। ভাবান্তরে, অবিবেকীকে বিবেক উপদেশ করিতেছেন; কারণ বিবেকজ জ্ঞান বৈরাগ্য ব্যতীত চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সম্ভবপর নহে। আত্মেতর ঈশ্বর ভক্তি বা ভজনা উহার লক্ষ্য নহে।

গীতাগ্রন্থের জীবেতর এবং জগদিতর ঈশ্বর 'জীবেশ্বর তত্ত্ব' বিচারকালে আলোচিত হইয়াছে। সেই ঈশ্বরগত অন্তঃকরণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা সম্ভবপর কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়

এবং মনোবৃত্তিনিচয় মনের গ্রাহ্য; তদতিরিক্ত যাহা, তাহা মনাতীত। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ঈশ্বর শব্দে মনের আসক্তি এবং শ্রদ্ধাদি বৃত্তি সংযোগরূপ যোগ সম্ভবপর। কিন্তু যাহা ঈশ্বর শব্দের বাচ্য, অতীন্দ্রিয়ত্বহেতু তৎসহমনোবৃত্তির সংযোগ রূপ যোগ, বন্ধ্যাপুত্রসহ বন্ধুত্ব স্থাপনবৎ অসম্ভব। এই জন্য সম্প্রদায় বিশেষ, নামের বাচ্যপদার্থ নিরূপণ চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামজপ এবং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সহজে মুক্তিলাভ করে। অন্যান্য সম্প্দায় মনোগ্রাহ্য দয়াপ্রেমাদি উপাদানে ভাবময় ঈশ্বর গঠন করে; কিংবা ত্রিনেত্র চতুর্ভুজ বা দ্বিভূজ মানবাকার ঈশ্বর মূর্ত্তি কল্পনা করে; অথবা মানববিশেষে ঈশত্ব আরোপ পূর্ব্বক তাহাতে নিরতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভজনা করে। পরমার্থতঃ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরসহ সাধকের মনের যোগ হয় না। কারণ, আত্মেতর বোধে চেতনসত্তা কুত্রাপি গ্রাহ্য নহে। যাহা মনোগ্রাহ্য, তাহাই ভাবময়, কিংবা জড়।

এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আত্মাও মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, তাহাতে মনের সংস্থিতিরূপ যোগ কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে যোগ শব্দের বিষদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

"যুজির, যোগে" এবং "যুজ, সমাধৌ" এই দ্বিবিধ ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয়দ্বারা 'যোগ' শব্দসিদ্ধ হয়; একের অর্থ সংযোগ, অপরের অর্থ সমাধি। মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বিষয় সহ সংযোগ বিয়োগ সতত সংঘটিত হয়। বিষয় বিশেষ মনের সংযোগ বিয়োগ সতত সংঘটিত হয়। বিষয় বিশেষ

সহ মনের সম্যক্ সংযোগ বা একাগ্রতা ও যুজির ধাতুজ যোগ শব্দের লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, স্বীয় অধিষ্ঠানরূপ আত্মাতে মন নিত্য যুক্ত। জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তি তুরীয় এই অবস্থা চতুষ্টয়ে মন আত্মাতেই অবস্থিত; অথচ আত্মার স্বরূপ মনের চির অজ্ঞেয়। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় মন বহির্ম্মুখী হইয়া বিষয় অবলম্বন করা মাত্র বিভিন্নবৃত্তি বিকসিতা হয় এবং নানা ভাবে ক্রীড়া করে। সুষুপ্তি এবং তুরীয় অবস্থায় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন শান্তবৃত্তি সহ স্বীয় অধিষ্ঠারূপ আত্মসত্তায় বিলীন হয়। যে অবস্থায় মন অজ্ঞাতসারে নৈসর্গিক বৈরাগ্য বশে বিষয় বিচ্যুত হইয়া নিরুদ্ধ হয়, তাহা সুষুপ্তি বাচ্য। এবং যে অবস্থায় মন জ্ঞাত সারে বিবেকজ বৈরাগ্য বলে বিষয় ত্যাগ পূর্ব্বক নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমাধি বাচ্য। ঈদৃশভাবে চিত্তবৃত্তিনিরোধ জনিত সমাধি বা মনের আত্ম অধিষ্ঠানে সম্যক্ স্থিতিই যুজ ধাতুজ যোগ শব্দের লক্ষ্য। ইহা নিরালম্বযোগ, অর্থাৎ এতদবস্থায় মন আত্মেতর সর্ব্বালম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে বিলীন হয়। চিত্তবৃত্তিরুদ্ধা হইলে দ্রষ্টার বা পুরুষের স্বরূপে বা চিন্মাত্ররূপে স্থিত হয়। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।" সূত্রদ্বারা পতঞ্জলি যোগাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

ক্রিয়াযোগ এবং গীতা প্রোক্ত কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগাদি যুজির ধাতুজ যোগের অন্তর্ভূত। যোগসূত্রে ভক্তিযোগ কিংবা ভক্তি শব্দ, কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ সর্ব্ববিধ যোগ অপেক্ষা ভক্তি যোগের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন,—

> "এবং সতত যুক্তা যে ভক্তা স্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
> যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥"

অর্থাৎ 'যে ভক্তগণ সতত যুক্ত হইয়া এই প্রদর্শিত বিশ্বরূপী (সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তি, বা সগুণ) তোমাকে উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর-(ব্রহ্ম)কে উপাসনা করে এতদুভয় শ্রেণীর মধ্যে কাহারা প্রকৃষ্ট যোগবিৎ, বা শ্রেষ্ঠ?' এতদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া পরম-শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনাকারীই যুক্ততম বা যোগী শ্রেষ্ঠ।' অনন্তর পঞ্চম শ্লোক—

> "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

অর্থাৎ 'যাহারা অব্যক্তে আসক্তচিত্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়। যে হেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তাগতি বা নির্গুণ-ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।'

অতএব উক্ত ভক্তিযোগ, উহার অবলম্বনীয় ব্যক্ত বিষয় এবং 'অব্যক্ত আসক্ত চিত্ত' বাক্যের তাৎপর্য্য, বিশদভাবে বিচার করা আবশ্যক।

প্রোক্তশ্লোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অব্যক্ত, অক্ষর বা ব্রহ্ম হইতে শ্লোকোক্ত 'আমার; আমাতে এবং আমাকে' শব্দের

বাচ্যপদার্থ সম্যক্ স্বতন্ত্র। ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণ বলিতেছেন, উহার লক্ষ্য বিশ্বরূপ বা সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু বিশ্বরূপ বা সগুণ ব্রহ্ম কি মানবের মনোগম্য? মানব জড়-চেতনান্বিত বিশ্বের কণামাত্র দর্শন করে; বিশ্ব এবং বিশ্বাভি-মানিচৈতন্য তাহার মনেন্দ্রিয়াতীত। জৈবগুণ এবং জড়ের গুণ মানবের জ্ঞেয়; কিন্তু কি গুণ সংযোগে ব্রহ্মের 'সগুণ আখ্যা' তাহা মানব মন ধারণা করিতে সক্ষম কি? গুণ মনোগম্য হইলে ও গুণী চির অজ্ঞেয়।

বিশ্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্ একাদশ অধ্যায়ের দ্বিপঞ্চাশৎ ও ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলিতেছেন, 'এই অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ সুদুর্দ্দর্শ, দেবগণ ও নিত্য ইহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। বেদ তপস্যা দান-যজ্ঞ-দ্বারাও ইহা দর্শনযোগ্য নহে।' অর্থাৎ ভগবান্ নিতান্ত বিপন্ন বা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই উহা প্রদর্শন করেন। দুর্য্যোধন সভায় বিপদ্ হেতু এবং যশোদা ও অর্জ্জুনকে প্রসন্নতা হেতু বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল; সুতরাং বিশ্বরূপ দর্শন মানবের সহজ লভ্য নহে। যাহা দর্শনদুর্লভ, তাহা মানব সাধারণ ভক্তিযোগ সহ কিরূপে উপাসনা করিবে? পুনশ্চ একাদশ অধ্যায়ের চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।॥"

অর্থাৎ হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্য-ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে

সক্ষম হয়।' পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অবলম্বনে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে; পুনশ্চ বলা হইতেছে, কেবল অনন্যভক্তিদ্বারাই বিশ্বরূপ জ্ঞাত বা দৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ভক্তিযোগ এবং অনন্যভক্তি কি এক পদার্থ নহে? অনন্যা না হইলে ভক্তির যোগ বিশেষণ সঙ্গত হয় না। সুতরাং ভক্তিযোগ এবং অনন্যভক্তি একই পদার্থ। অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত পদার্থে ভক্তি বা অপর কোনও ভাবের ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং বিশ্বরূপ দর্শন ভিন্ন তাহাতে অনন্য-ভক্তি বা তদবলম্বনে ভক্তিযোগ হইতে পারে না; পক্ষান্তরে অনন্যভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপ দৃষ্ট হয় না। ভক্তিমাহাত্ম্য প্রতিপাদন-পরায়ণ ভগবানের স্বীয় বাক্যার্থে অনবধানতা বশতঃ এস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। পরন্তু যে বিকটরূপ দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন ভয়ে প্রব্যথিত হইয়াছিল, যেরূপ সংবরণ পূর্ব্বক কিরীটচক্রাদি সজ্জিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীতি নিবারণ জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া অভিনব 'তৃণাদপি' সুনীচ' ভগবদ্ভক্ত জনের চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্ভবপর কি? সুখদ পদার্থেই অনুরক্তি হয়; তাদৃশ ভীতিপ্রদরূপে ভক্তি অর্থাৎ পরানুরক্তি স্বাভাবিক নহে। সুতরাং বিশ্বরূপ অবলম্বনে ভক্তিযোগ কোনরূপেই যুক্ত হয় না। বরঞ্চ ভীতিযোগ নামক অপর এক অভিনব যোগ প্রতিপাদিত হইতে পারে।

যাহা অব্যক্ত, তাহাই অজ্ঞেয় সুতরাং অব্যক্ত অক্ষর

মনাতীত, তাহার উপাসনা করা সম্ভবপর নহে। শ্রুতি—"নেদং যদিমমুপাসতে" বাক্যে জ্ঞেয় উপাস্যের ব্রহ্মত্ব অস্বীকার করিতেছে। সুতরাং "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।" প্রভৃতি গীতাবাক্যের অর্থ সঙ্গতি হয় না। অব্যক্ত অজ্ঞেয় পদার্থে চিত্তের আসক্তিও সম্ভবপর নহে। সুতরাং পঞ্চম শ্লোক-প্রোক্ত অব্যক্তে আসক্ত চিত্তজনের ক্লেশদুঃখাদি বন্ধ্যার প্রসব বেদনার ন্যায় অলীক।

দ্বাদশ অধ্যায়ের * দ্বিতীয় শ্লোকের 'ময়ি মাং এবং মে' পদের লক্ষ্য অব্যক্ত অক্ষর বা ব্রহ্ম নহে, এবং বিশ্বরূপও উহার লক্ষ্য হইতে পারে না; তবে উহার লক্ষ্য কি নটবর বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কি যোগিজনের অবলম্বনীয়? শ্রীকৃষ্ণে আসক্তচিত্ত নিত্যযুক্ত ভক্তউপাসকের অপর যোগিজনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের পূর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দের বাচ্য পদার্থ বিচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণাখ্য দেহ ই কি ভক্তযোগীর অবলম্বন? কিংবা সেই দেহোপহিত চৈতন্য অর্থাৎ দেহী? দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন যে, 'দেহী অব্যক্ত, অপ্রমেয় এবং অচিন্ত্য। পরন্তু দেহী যে অব্যক্ত এবং অজ্ঞেয়, তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। জীব আত্মেতর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ই জানে; কিন্তু আপনার কিংবা অপরের দেহোপহিত চৈতন্য বা আত্মার

* "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

স্বরূপ অবগত নহে। যাহা অব্যক্ত এবং অপ্রমেয়, তাহাতে একাগ্রতা বা যোগ যুক্ত হয় না এবং যাহা অচিন্ত্য তাহার চিন্তা বা তাহাতে অনুরক্তিও সম্ভবপর নহে। সুতরাং ভক্তিযোগে কৃষ্ণদেহ কিংবা দেহের প্রতিকৃতিই অবলম্বন।

দেহ বা রূপই যে ভক্তজনের অর্চ্চনীয়, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে 'তনু' শব্দদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 'যাং যাং তনুং' বাক্যে অপর দেবমূর্ত্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ভগবান উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রয়োবিংশ শ্লোকে অন্য দেবমূর্ত্তি আরাধক অল্পজ্ঞগণের দেবপ্রাপ্তিরূপ নশ্বরফল এবং স্বীয় ভক্তজনের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-রূপ চরম ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। পুনশ্চ চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে অব্যক্তে ব্যক্তিত্ব আরোপ যে নির্ব্বোধের কার্য্য, অর্থাৎ রূপবিশেষের আরাধনা যে অবিদ্যামূলক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মনোগ্রাহ্য রূপবিশেষ অবলম্বন ব্যতীত ভক্তিপ্রেমাদি মনোবৃত্তির ক্রিয়া এবং অর্চ্চনাদি সম্ভবপর নহে। এইজন্যই পঞ্চবিংশ শ্লোকের টীকায় ভক্ত সন্ন্যাসি মধুসূদন 'শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীবৎস কৌস্তভ বনমালা কিরীট কুণ্ডলাদি' শোভিত চতুর্ভুজরূপ, অথবা নিখিল লোক দুঃখ নিস্তারার্থে ভূতলে অবতীর্ণ দ্বিভুজরূপই 'সর্ব্বযোগিধ্যেয়ম্' বলিয়াছেন। কিন্তু ভূতলে অবতীর্ণ রূপ মধ্যে বংশিধারী, বস্ত্রহারী, রাসবিহারী, গোবর্দ্ধনধারী, জরাসন্ধভয়ে পলায়নপরায়ণ, ভীষ্মবধোদ্যত চক্রধারী অথবা গীতাবক্তা, ইহার কোন্‌রূপ ভক্তযোগীর অবলম্বনীয়,

তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই: এবং বর্ত্তমান প্রতিকৃতি সকল যে কৃষ্ণরূপের অনুরূপ তাহা প্রমাণ করিতেও প্রয়াস করেন নাই।

রূপমাত্রই পরিচ্ছিন্ন, ভৌতিক এবং নশ্বর। ভাবুকজন-প্রকল্পিত চিদ্‌ঘন নিত্যরূপ বিবেক বহ্নি সংযোগ মাত্র কিরূপে ভস্মাবশেষ হয়, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। বিচারে রূপ-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। বিচিত্ররূপ অবলম্বনে ভক্তি-প্রেম-স্নেহলোভাদি বিচিত্র বৃত্তির ক্রিয়া হয়; বৃত্তির প্রাবল্য হেতু রূপবিশেষে একাগ্রতা সিদ্ধা হয়। ভক্তিরূপ বৃত্তির প্রাবল্য হেতু রূপবিশেষে নিত্যযুক্ত হইয়া তাহার উপাসনা যদি যোগবাচ্যা হয়, তবে স্নেহ প্রেমাদিবৃত্তিপরবশ ব্যক্তির নিত্যযুক্ত হইয়া রূপবিশেষের উপাসনার যোগসংজ্ঞা ও অসঙ্গতা নহে। সুতরাং কৃষ্ণরূপে ভক্তিযোগ, প্রেয়সীতে প্রেমযোগ, সন্তানে স্নেহযোগ এবং রাজ্যধনে লোভযোগ হেতু-যোগীর সংখ্যা সংসারে স্বল্প নহে। পক্ষান্তরে দ্বেষ ক্রোধ হিংসাদি বৃত্তিজনিত যোগের ও ফলানন্ত্যই প্রতিপন্ন হয়। কারণ পুরাণ অনুসারে অসুরগণও ঐ সকল বৃত্তির প্রাবল্যহেতু এবংবিধ ঐশরূপবিশেষে নিত্যযুক্ত হইয়া শত্রুতা সাধন পূর্ব্বক মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছে। অহো, পৌরাণিক যোগের কি অসীম মাহাত্ম্য।

ভগবদ্গীতার ব্যমিশ্র যোগ উপদেশে অনভিজ্ঞ জন অর্জ্জুনের ন্যায় মোহগ্রস্ত হইতে পারে; কিন্তু মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-

বিশেষ অবলম্বনে বৃত্তি বিশেষের লাস্য এবং তজ্জনিত একাগ্রতা যে শ্রেষ্ঠ যোগ নহে, পরন্তু ঈদৃশ যুজির্ ধাতুজ যোগই যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ সমাধি যোগের এবং কৈবল্যের অন্তরায়, তাহা বিবেকিজনের সহজ বোধ্য।

অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে যোগীর অন্তিম সাধন এবং চরম ফল নিরূপিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন, 'সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম, মনোনিরোধ এবং মূর্দ্ধাতে প্রাণ স্থাপন পূর্ব্বক যোগ ধারণ করিয়া আমাকে অনুস্মরণ পূর্ব্বক 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে পরমা গতি লাভ হয়।' এই গীতাবাক্য বিষয়ে প্রথম বিচার্য্য, 'মামনুস্মরন্' বাক্যের 'মাং' পদের লক্ষ্য কি, ব্রহ্ম, আত্মা অথবা শ্রীকৃষ্ণ? অব্যক্ত-অজ্ঞেয়-অপ্রমেয়-অচিন্ত্য দেহী কিংবা ব্রহ্ম বা আত্মাখ্য কারণসত্তা মনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; সুতরাং স্মৃতির বিষয় নহে। এই জন্য মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কৃষ্ণদেহ বা প্রতিকৃতি অনুস্মরণ সহ ওঁকার জপ বা উচ্চারণই শ্লোকের লক্ষ্য,—এরূপ উপপন্ন হয়। যখন ইন্দ্রিয় সংযত এবং মন নিরুদ্ধ হয়, তখন ওঁকার উচ্চারণ কিংবা কৃষ্ণস্মরণ বা চিন্তন কি সম্ভবপর? না, যুজধাতুজ যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সময়ে শব্দ উচ্চারণ বা জপ এবং তাঁহাকে অনুস্মরণ সম্ভবপর নহে; সুতরাং ইহা যুজির ধাতুজ যোগ বা বিষয় বিশেষে একাগ্রতা মাত্র। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই ঈদৃশ যোগ সাধন পূর্ব্বক দেহত্যাগান্তে পরমা গতি,

কিংবা পরবর্ত্তি শ্লোকোক্ত পুনরাবৃত্তিহীন গতি এবং ব্রহ্মলোক বা পরম ধাম প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতে পারে। নিষ্কাম আত্মজ্ঞ যোগীর গতিশ্রুতি নাই। বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমন্ত্রে ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, "অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" অর্থাৎ হৃদয়ের সর্ব্বকামনা ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্য অমৃত হয় এবং ইহলোকেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কঠ শ্রুতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লীর চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ মন্ত্রেও এই তত্ত্বই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যদ্রূপ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশে গতি ঘূর্ণনাদি ক্রিয়া আরোপিতা হয়, তদ্রূপ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে বা দেহীতে দেহোপাধিজনিত পরিচ্ছিন্নত্বহেতু দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম গতি, অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে। দেহাভিমানি-অজ্ঞ সংসারক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ক্ষেত্রে, কিংবা যোগক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই পরিচ্ছিন্ন জীব। ঈদৃশ জীব দেহত্যাগ করিয়াও দৈহিক সংস্কার হেতু পরিচ্ছিন্নত্ব পরিত্যাগে সক্ষম নহে। "দেহাভিমান পাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক!" অষ্টাবক্রের এই বজ্রগম্ভীর বাক্যে ও বন্ধনের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হয় না। তাঁহারা দেহাভিমান পাশে বদ্ধ থাকিয়া, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নাবস্থায়ই মুক্তি আখ্য সুখশান্তিপ্রদ বা দুঃখহীন

অবস্থাবিশেষ কামনা করে। পিতৃযান এবং দেবযান দ্বিবিধ মার্গ, পরমধাম, গতি, প্রাপ্তি, প্রবেশাদি কল্পনা; তজ্জন্যই তাহাদের প্রীতিপ্রদ। পক্ষান্তরে ঘটাকাশের যদি ঘটাভিমান দূর হয়, তবে ঘটের স্থানান্তর গতি ঘূর্ণনাদি সহ সেই আকাশ স্বীয় গতি বা ঘূর্ণন অনুভব করে না। কারণ ঘটাকাশের গতি ঘূর্ণনাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা। ঘটাভিমান শূন্য আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন থাকিয়া ও স্বীয় মহাকাশত্ব অনুভব করে, ঘটভঙ্গের প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ দেহাভিমানহীন তত্ত্বজ্ঞযোগীর মুক্তি দেহত্যাগ এবং গতি, প্রাপ্তি প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। দেহাভিমান বিরহিত দেহী পরমার্থতঃ বিদেহ এবং অপ্রমেয়, অর্থাৎ ব্রহ্মাখ্য কারণসত্তাসহ অভিন্ন। সন্ন্যাস সময়ে জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি বাহ্য অনুষ্ঠান এই দেহাভিমান ত্যাগসূচক। যদ্রূপ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের মহাকাশে গতি, মহাকাশ প্রাপ্তি, বা প্রবেশলাভ হয় না, ঘটোপাধি বিদূরিত হয়মাত্র; তদ্রূপ আত্মজ্ঞযোগীর ব্রহ্মে গতি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-প্রবেশাদি হয় না, অবিদ্যা জনিত দেহাভিমান দূর হয় মাত্র। এই অবস্থার নামান্তর জীবন্মুক্তি। সুতরাং 'ব্রহ্মাপ্যেতি' 'ব্রহ্ম সমশ্নুতে' প্রভৃতি বাক্য ঔপচারিক। যোগীর গীতাপ্রোক্ত অন্তিম সাধন এবং গতি, সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। ইহা কীদৃশ যোগীর উপযোগী, তাহা বিবেকি জনের সহজ বোধ্য।

নিষ্কাম কর্ম্মের অপ্রতিষ্ঠাহেতু পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ম্ম-যোগ প্রতিপন্ন হয় না। কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল শ্রুতিবাক্য ও

যুক্তিসহ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' ইহাভিন্ন অন্যবিধ কর্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হয় কি ?

কর্ম্মের ফল চতুর্ব্বিধ, সংস্কার্য্য, বিকার্য্য, উৎপাদ্য এবং আপ্য। সংস্কার, বিকার, উৎপত্তি এবং প্রাপ্তি মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই সম্ভবপর। যাহা—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয় মচিন্ত্যোঽয় মবিকার্য্যোঽয় মুচ্যতে॥"

বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সৎপদার্থসহ কর্ম্ম এবং তৎফলের কোন সংশ্রব পরিলক্ষিত হয় না। কর্ম্ম-দ্বারা চিত্তশুদ্ধ্যাদি ক্রমে মোক্ষলাভ হয়, ইহা অনেকেরই অভিমত। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে; কারণ বিবেক বহ্নি-দ্বারা রাগদ্বেষাদি মল দগ্ধ হইলেই চিত্তশুদ্ধ হয়; কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রমাণাভাব।

কোমলমতি দ্বিজতনয় উপনয়নান্তে বেদমন্ত্র এবং জলসেচন দ্বারা চিত্তধৌত কর্ম্মে ব্রতী হয়; কিন্তু তাহাতে বাল্যের স্বাভাবিক সারল্য এবং পবিত্রতা রক্ষা হয় না। পরন্তু বয়ো-বৃদ্ধি সহ কৌটিল্য, স্বার্থপরতা, লোভমোহাদি মলরাশি উত্তরো-ত্তর তাহার চিত্তক্ষেত্র কলুষিত করে। যদি ঈদৃশ নিত্য-কর্ম্মকারীর যশোধনকামনাময় প্রৌঢ়াবস্থায়, কিংবা বার্দ্ধক্য বিকলাবস্থায় অন্তর্দ্দৃষ্টি সম্ভবপর হইত, অথবা তিনি যদি অবিচ্ছিন্ন বিবেকনেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক স্বীয় জীবন পর্য্যবেক্ষণ

এবং সেই বাল্যের শুদ্ধ সরল হৃদয় সহ নিত্য কর্ম্মোদক-বিধৌত চিত্তের তুলনা করিতে সক্ষম হইতেন, তবে নিত্য-কর্ম্মের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন কল্পে অপর প্রমাণের প্রয়োজন হইত না।

পাশ্চাত্য প্রদেশে বালকগণ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করে,—'হে ভগবন্! প্রলোভন এবং বিপাক হইতে আমা-দিগকে রক্ষা কর; তোমার করুণাবারি আমাদের উপর বর্ষিত হউক। হে প্রভো! দুরভিসন্ধি, দুস্কর্ম্ম, পাপ, সয়তানের কৌশল এবং আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার ক্রোধ এবং অনন্ত নরক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অহঙ্কার, বৃথাগর্ব্ব, ভণ্ডতা, হিংসা, দ্বেষ এবং নির্ম্মমতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু দয়াময় ভগবান পবিত্র চিত্ত বালকের সরল প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন কি? অহো! সেই ঐশকৃপাপ্রার্থী শুদ্ধসত্ত্ববালক বয়োবৃদ্ধিসহ রিপুর প্রাবল্য হেতু উত্তরোত্তর ভীষণ সয়তানের প্রতিনিধির পদ অধিকার করে। কর্ম্মীর ঈদৃশ পরিণাম দর্শনে কোন্ বিচারবান্ নিত্য-কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল স্বীকার করিবেন?

যজ্ঞাদি অপর কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফলবিষয়ক বিচারের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত 'শম্বুকবধ কাব্য' হইতে কতিপয় পঙ্ক্তি উদ্ধৃতা হইল,—

"শুনি সত্ত্ব, সাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক লক্ষণ,
করিয়া কাশ্যপ কষ্টে হাস্য সম্বরণ,

কহিলা, গৌতম ভায়া জ্ঞাত কর্ম্মফল ;
হইলেও শতক্রতু * থাকে চিত্তমল।
কর্ম্মে সত্ত্ব শুদ্ধি আর কর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞান,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়বৃত্তি করে কি প্রমাণ ? †
যেই কর্ম্মে হয় লাভ স্বর্গসিংহাসন,
নাহি হয় তাহাতেও শুদ্ধ শান্ত মন।"

চৈতন্য এবং জ্ঞান এই শব্দদ্বয় বহুস্থলে একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও ইহা জীবে অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত, তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানতত্ত্ব সমালোচনার পূর্ব্বে এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য পদার্থ বিশদরূপে বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অস্তিত্ববোধ—চেতনা, এবং আত্মেতর বিষয় বোধ—জ্ঞান ; এই অর্থই সঙ্গত হয়। জীবের এই দ্বিবিধ বোধ পরস্পরাপেক্ষিক, এবং সতত আশ্লিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত। সুষুপ্তির প্রারম্ভে বিষয় জ্ঞানলোপসহ জৈবচৈতন্য লুপ্ত হয়, এবং জাগ্রত অবস্থার আরম্ভে চেতনা সহ বিষয় জ্ঞান বিকশিত হয়। জ্ঞান অভাবে চেতনা এবং চেতনা অভাবে জ্ঞান জীবে কোন অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

জৈবচৈতন্য দেহাবচ্ছিন্ন এবং জৈবজ্ঞান বস্তুতন্ত্র ও প্রমাণ

---

* শতক্রতু—শত অশ্বমেধ যজ্ঞকারী। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয় ; তজ্জন্য ইন্দ্রকে ও শতক্রতু বলা হইয়া থাকে।

† মুনিবেশধরো ভুত্বা অহল্যাম্ ইদম্ অব্রবীৎ।

—রামায়ণ।

জন্য। স্বাভাবিক ক্রমে স্বতঃই দেহবোধ সহ জৈবচেতনার আবির্ভাব এবং দেহবিস্মৃতি সহ তিরোভাব হয়। এই চৈতন্য ভ্রান্তিহীন এবং দ্বিধা হীন; জীব কখনও অপরদেহে স্বীয় অস্তিত্ব, অথবা আপনদেহে অপরের অস্তিত্ব, কিংবা আপন দেহে স্বীয় অস্তিত্বের অভাব অনুভব করেনা; এবং এতদ্বিষয়ে কদাপি কোনরূপ সন্দেহও হয় না। কিন্তু বস্তুতন্ত্র এবং প্রমাণজন্য জ্ঞান, অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান তদ্রূপ নহে; ইহাতে সতত সন্দেহ এবং ভ্রান্তি উৎপন্না হয়। সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ আকাশের নীলিমায়, সূর্য্যের পৃথ্বিপরিক্রমে, পৃথিবীর অচলত্বে অপর প্রমাণ হেতু বিপরীত ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বস্তুবিষয়ক প্রমাণ জনিত সিদ্ধান্ত ও সময়ান্তরে খণ্ডিত হইয়া অন্যবিধ জ্ঞান উৎপাদন করে। যেমন এক সময়ে জল মৌলিক পদার্থ (Element), এই জ্ঞান ছিল, বর্ত্তমানে উহা বাষ্পাকার পদার্থদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন, এই জ্ঞান হইতেছে। পূর্ব্বের অচেতন ধাতু প্রভৃতি বস্তুতে বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। ঈদৃশ প্রমাণ জনিত বিষয় জ্ঞান সহ ভ্রান্তি এবং সন্দেহের সংযোগ স্বাভাবিক।

জ্ঞান বিশেষেরই নামান্তর ভ্রান্তি, এবং বিষয়ে যে বিষয়ান্তর জ্ঞান তাহাই ভ্রান্তি বাচ্য; যেমন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান। ধর্ম্ম-রাজ্যে ঈদৃশ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুক্তিতে রজত জ্ঞান বা শিলাখণ্ডে স্বর্ণ জ্ঞান হইলে, তাহা সাধারণতঃ ভ্রান্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক শালগ্রামে ব্যাপ্ত

বিষ্ণুজ্ঞান বা জড় মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জ্ঞান, ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রান্তিবাচ্য নহে। পরন্তু শালগ্রামে নৈসর্গিক শিলাজ্ঞান এবং মূর্ত্তিতে অনীশ্বর জ্ঞানহেতু অনেকে অজ্ঞ, ভ্রান্ত, বা নাস্তিক আখ্যাত হয়।

জ্ঞাতা চেতন, জ্ঞেয় জড়; এতদুভয়ের সংযোগকর্ত্তা জ্ঞান। জ্ঞাতার অভাবে বা জ্ঞেয় অভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব কুত্রাপি লক্ষিত হয় না; সুতরাং ইহার সত্তা আপেক্ষিক। মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ই জ্ঞানের গোচর; জৈব জ্ঞান মনেন্দ্রিয়ের অগোচর রাজ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম; ভাবরাজ্য এবং জড়রাজ্যই ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র। যে ধর্ম্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বত্র শ্রদ্ধেয়, তাহাও ভাবরাজ্য এবং জড়রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান বহির্ম্মুখ এবং তত্ত্বজ্ঞান অন্তর্ম্মুখ। বহির্ম্মুখ ধর্ম্মজ্ঞানের ঈশ্বরাখ্য বিষয়, আত্মেতর; উহা ভাব ময় কিংবা জড়। ঐশ স্বরূপ দয়াপ্রেমাদি ভাব উপাদানে কল্পিত; অথবা ঐশরূপ ধাতু প্রস্তরাদি জড় উপাদানে গঠিত হয়; এবং তাদৃশ ঈশ্বরে ভক্তিপ্রেমাদি ভাব ও 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' প্রভৃতি জড় বস্তুই অর্পিত হইয়া থাকে।

যে জ্ঞানালোকে বিষয়ের অসারত্ব বিশদরূপে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই স্থূলতঃ তত্ত্বজ্ঞান বাচ্য। নামরূপে অভিব্যক্ত মনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই জন্যপদার্থ, এবং পরিনামী বা অনিত্য। বিষয় সংযোগে উৎপন্ন ভক্তিপ্রেমাদি ভাব এবং ভাব জনিত সম্বন্ধ নশ্বর। সংক্ষেপতঃ অব্যক্ত কারণসত্তার বিবর্ত্তনে অভিব্যক্ত

বিষয় মাত্রই অসৎ ; এই পদার্থ তত্ত্ব যে জ্ঞানে নিরূপিত, হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রথমাবস্থা। যে জ্ঞান খড়্গাঘাতে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ব্ব বিষয় সহ ভক্তি প্রেমাদি সর্ব্ববিধ ভাব বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয়াবস্থা। যে অবস্থায় জ্ঞানবহ্নি বিষয় জ্ঞান এবং বিষয় সংযোগ জনিত সুখদুঃখ রাগদ্বেষাদি সর্ব্বভাব, সর্ব্ববৃত্তি এবং সর্ব্ব সম্বন্ধরূপ ইন্ধন ভস্ম করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের অন্তিম অবস্থা। জ্ঞান বহ্নি নির্ব্বাণ সহ দেহাবছিন্ন চৈতন্যদীপ ও নির্ব্বাপিত হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে এই অন্তিম জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান.বা অপরোক্ষানুভূতি আখ্যাত হইয়াছে। যদ্রূপ বহ্নি বা তেজ নির্ব্বাপিত হইলে ও সেই তেজ ধ্বংস হয় না,—অভিব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন তেজ অনভিব্যক্ত ব্যাপ্ত তেজোরাশিতে বিলীন হয়,—তদ্রূপ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং জ্ঞান, অব্যক্ত এবং অজ্ঞেয় কারণ সত্তায় বিলীন হয়।

বিবর্তন, সমন্বয়, পরিণাম, কামনা, ঈক্ষণ বা অন্য যে ভাবেই কারণ সত্তার কার্য্য রূপে অভিব্যক্তি বা কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হউক, দেশ কাল পাত্রে পরিচ্ছিন্ন নামরূপাত্মক কার্য্যের কারণ হইতে ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। এক অজ্ঞেয় সত্তার অনন্ত নাম রূপাত্মক জগদ্ রূপে বিবর্ত্তন স্বীকৃত হইলে, নাম রূপহীন অব্যক্ত কারণ এবং নাম রূপাত্মক ব্যক্ত কার্য্যের ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য। পরমাণু সমন্বয়ে অভিব্যক্ত বিচিত্র নামরূপাত্মক বৃক্ষ গুল্মাদি পদার্থ হইতে অরূপ অপরিমেয় পরমাণুর ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য। জলের

পরিণাম তুষার নাম-রূপ-গুণে জল হইতে স্বতন্ত্র। কামনাকারী বা ঈক্ষিতা হইতে কামজ বা ঈক্ষিত পদার্থের স্বাতন্ত্র্য, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাপ্নিক বিষয়ের অনুরূপ। সুতরাং যে অব্যক্ত সত্তা হইতে জৈব চেতনা এবং জৈবজ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় বিলীন হয়, সেই কারণ সত্তা হইতে জৈব চেতনা এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়। জৈব চেতনা এবং জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র অন্যবিধ চেতনা এবং জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা জীবের অজ্ঞেয়। সুতরাং জগৎকারণ চিন্ময় বা জ্ঞানময়, ঈদৃশ অনুমানের লিঙ্গ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, বাক্যমনের অতীত, সৎও নহে অসৎও নহে, প্রভৃতি আর্ষবাক্যই সমীচীন উপপন্ন হয়।

পরমাণু পুঞ্জীকৃত হইয়া বৃক্ষাদির আকার ধারণ করে; পরমাণু এবং বৃক্ষ পরমার্থতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; কিন্তু বৃক্ষাদি দর্শন স্পর্শন দ্বারা সূক্ষ্মতম পরমাণুর জ্ঞান হয় না। তদ্রূপ অজ্ঞেয় অব্যক্ত কারণ সত্তা বা ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত এবং জগৎ হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্ন সাকার পদার্থ দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা অব্যক্ত অপ্রমেয় ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞান সম্ভবপর নহে।

কারণ সত্তার বিবর্ত্তন জনিত অভিব্যক্ত বিষয় জীবের জ্ঞেয়; কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্মাখ্য কারণ সত্তা অবিষয় এবং অজ্ঞেয়। ইতঃ পূর্ব্বে চরম জ্ঞানের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে; তখন জ্ঞান ও জ্ঞাতার অভাব হেতু এতদুভয়ের অধিষ্ঠান রূপ কারণসত্তাধিগম

সম্ভবপর নহে। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন, আত্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি, আত্মানুভূতি প্রভৃতি বাক্যের কোন সার্থকতা নাই। পরন্তু উহা অবিবেকি জনের মোহ উৎপাদন করে। এই জন্য উপনিষৎ শাস্ত্র বলিতেছে, "নাহংমন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদচ। যোন স্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥" অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞেয় নহে, অথচ অজ্ঞেয় ও নহে; যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ। "যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্॥" ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয়, ইহা যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলিয়া জানেন; অজ্ঞই ব্রহ্মে জ্ঞেয়ত্ব আরোপ করে। "বিজ্ঞাতারম্ অরে! কৈন বিজানীয়াৎ?" অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞাতা তাহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? এই সকল ঔপনিষদ বাক্য বৈদিক সংহিতা ভাগেরই প্রতিধ্বনি। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে পরমেষ্টি ঋষি জগৎকারণের অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদনার্থে বলিতেছেন "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্থাৎ কে জানে এবং বলিতে পারে, এই জগৎ বা বিসৃষ্টি কোথা হইতে হইয়াছে।

যিনি অব্যক্ত অজ্ঞেয় কারণসত্তায় ব্যক্তিত্ব, স্ত্রীত্ব পুংস্বাদি লিঙ্গ, দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি, দয়া প্রেমাদি বৃত্তি, আরোপ করেন; অজ্ঞেয় সত্তায় জ্ঞেয়ত্ব বা জ্ঞেয় রূপ গুণাদি আরোপ হেতু, শ্রুতি অনুসারে তিনিই অজ্ঞ।

যে বিবেকী "নেতি নেতি" বাক্যে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ব্ব

বিষয়সহ অন্ন-প্রাণ-মনো-বিজ্ঞান-আনন্দাখ্য পঞ্চকোষ প্রত্যাখ্যান পুনঃপুনঃ সেই অজ্ঞেয় অব্যক্ত সত্তায় বিলীন হইতেছেন, এবং ব্যুত্থিত হইতেছেন, ব্রহ্ম বা আত্মা তাঁহার সম্যক্ অবিজ্ঞেয় নহে; কারণ জ্ঞানগম্য কিছুই যে আত্মা বা ব্রহ্ম নহে, তাহা তিনি জানেন। তাঁহার "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যের 'অহং' এবং 'ব্রহ্ম' উভয় শব্দেরই লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় এবং অব্যক্ত সত্তা!

অনেকে জগৎকারণ বা ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তি স্বীকার করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চেতনা এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠান রূপ অজ্ঞেয় অব্যক্ত সত্তার চিন্ময়ত্ব বা জ্ঞানময়ত্ব অনুমানের কোন লিঙ্গ নাই। সুতরাং চিন্ময় মূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর হইলেও তাহার জগৎকারণত্ব প্রমাণিত হয় না; কিন্তু চিন্ময় মূর্ত্তির অস্তিত্ব বিচারে উপপন্ন হয় কি? প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্ত্তি জ্ঞানের গোচর; কারণ উপাদান প্রস্তর বা মৃত্তিকা এবং মূর্ত্তি উভয়ই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। জলময় রূপ, তেজোময় রূপও ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের গোচর; কিন্তু সূক্ষ্মতর ভূত বায়ুময় কিংবা ব্যোমময় রূপ কদাপি কাহারও নয়ন গোচর বা জ্ঞানগোচর হইয়াছে কি? মনোবৃত্তি সমূহ জ্ঞানগম্য, কিন্তু ক্রোধময় রূপ, প্রেমময় রূপ বা বৈরাগ্যময় রূপ কদাপি প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং ততোধিক সূক্ষ্মতম চৈতন্য উপাদানে গঠিত বসন ভূষণে সজ্জিত চিন্ময় রূপ বিবেকীর নেত্রে বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক প্রতীয়মান হয়।

অব্যক্ত অজ্ঞেয় সত্তায় ব্যক্তিত্ব আরোপ, অরূপ অপ্রমেয়

সত্তায় রূপ আরোপ, ভূম-সত্তায় মানবীয় ভাববৃত্তি আরোপ, ভ্রান্তি মূলক। এই ভ্রান্তি, আকাশে নীলিম-দর্শনবৎ নৈসর্গিক বা রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় আকস্মিক নহে; মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক এই ভ্রান্তিসহ প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। ঈদৃশ ইচ্ছাও বিশ্বাস মূলক,—জ্ঞানমূলক নহে। জ্ঞানাজ্ঞানের স্বরূপ সংক্ষেপে নিরূপিত হইল। অতঃপর গীতাগ্রন্থে বর্ণিত জ্ঞান বিচার্য্য।

শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা এই উভয় শব্দ জ্ঞানার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। "যস্য প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্" প্রভৃতি বাক্যে শ্রুতি প্রজ্ঞা শব্দে চরমজ্ঞানকে লক্ষ্য করিতেছে। ভগবানও তত্ত্বজ্ঞানার্থেই প্রজ্ঞাশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" ৬৮

অর্থাৎ রাগাদি মনোবৃত্তি যদি বিষয় বিচরণ শীল ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তন করে, তবে বায়ুসংহত তরীর ন্যায় প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। অতএব হে মহাবাহো! সর্ব্ববিষয় হইতে যাহার ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত হয়, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। এই ভগবদ্ বাক্য বিবেক সম্মত। যাহা ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়, তাহা মনেরও বিষয় ও মনোবৃত্তি নিচয় বিষয় সজ্বাতে বিকশিত

হয় এবং বিষয় সংযোগেই ক্রিয়া করে। উপাস্য ঐশরূপ ও মনোগ্রাহ্য বিষয়েরই অন্তর্ভূত; ভগবান্ 'সর্ব্বশঃ' শব্দদ্বারা এই সমস্ত বিষয়ই লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত অর্থাৎ কল্পিত রূপাদি সর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত না হইলে বৃত্তি নিরোধ রূপ যোগ জনিত তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয় না। এই প্রজ্ঞা শব্দের প্রোক্ত অন্তিম জ্ঞানই লক্ষ্য, ইহা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যখন অর্জ্জুন "তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।" বাক্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ প্রজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন" কর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন; নতুবা ভারত যুদ্ধের বাধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

প্রজ্ঞাশব্দ বিষয়াদি জ্ঞান বাচক নহে, উহা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাপক। কিন্তু জ্ঞানশব্দ নিরঙ্কুশ; ইহা বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং অনেক স্থলে অবিবেকীর ভ্রান্তি উৎপাদন করে। মাদকদ্রব্য, ব্যাধি, বা আঘাত হেতু মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ও জ্ঞানলাভ বাচ্য; শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানবান্ হয়; "জ্ঞানম্ ইতি চেন্ন, দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ।" সূত্রদ্বারা শাণ্ডিল্য সূত্রে যে অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞান ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহাও ভক্ত সমাজে জ্ঞান বাচ্য। পক্ষান্তরে "উৎপত্তি বিনাশ রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে" জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈতন্যম্" "দ্বৈতভানং ন যত্রাস্তি তদ্বৈ জ্ঞানমুদাহৃতম্।" "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।"

ইত্যাদি বাক্যে বিভিন্নশাস্ত্রে জ্ঞানশব্দ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।"

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।"

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

প্রভৃতি বাক্যে গীতায় বহুস্থলে ভগবান্ জ্ঞানফল প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সপ্তমাধ্যায়ের—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

এই উনবিংশ শ্লোকে জ্ঞান এবং জ্ঞানবান্ সম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি?

উক্ত শ্লোকস্থ শব্দনিচয়ের অভিধা শক্তিদ্বারা এই অর্থ অভিব্যক্ত হয় যে, 'জ্ঞানবান্ বহুজন্মান্তে, "বাসুদেবই সকল" এই ভাবে আমাকে জানে; এমন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।' কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানবান্ শব্দের স্বার্থকতা লোপ হয়, এবং জ্ঞান শব্দে তত্ত্বজ্ঞান উপপন্ন হয় না। বোধ হয় এই জন্যই ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ "বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান সন্" অর্থাৎ 'বহু জন্মান্তে জ্ঞানবান্ 'হইয়া' এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য, তবে—

'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানী সন্ মাং প্রপদ্যতে।'

এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে কোনরূপ সন্দেহের আশঙ্কা ছিল না। এই শ্লোকের 'মাং' পদের লক্ষ্য বাসুদেব; কিন্তু বাসুদেব শব্দের লক্ষ্য কি বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ? অথবা আত্মা, বিশ্বরূপ, বা বিষ্ণু?

ভাষ্যকার বলিতেছেন, "বাসুদেবং প্রত্যাগাত্মানম্" কিন্তু টীকাকারগণ এই দ্ব্যর্থক শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। "প্রপদ্যতে" ক্রিয়ার অর্থ, শঙ্কর বলেন, "প্রতিপদ্যতে" স্বামী বলিতেছেন, "মাং প্রপদ্যতে = ভজতি" সরস্বতী বলিতেছেন, "প্রপদ্যতে = সর্ব্বদা সমস্তপ্রেমবিষয়ত্বেন ভজতে।" কিন্তু 'প্রপদ্যতে' ক্রিয়ার অর্থ কি 'ভজতে?' (ভজতি?)। পদধাতুর অর্থ গমন; গমনার্থক ধাতুমাত্রই গতি, প্রাপ্তি এবং জ্ঞান এই ত্রিবিধ অর্থ-বোধক। সুতরাং, 'প্রপদ্যতে' ক্রিয়ার ভজনার্থ উপপন্ন হয় না। পুনশ্চ সরস্বতী বলিতেছেন, "জ্ঞানপূর্ব্বক মদ্ভক্তিমান্" অর্থাৎ আমাকে জানিয়া আমার প্রতি ভক্তিমান্ হয়। তবে কি 'বহুজন্মান্তে জ্ঞানবান্ হইয়া আমাকে অর্থাৎ বাসুদেবকে ভজনা করে? ইঁহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য? এই জ্ঞান কিরূপ? ঈদৃশ জ্ঞানের যাহা জ্ঞেয়, তাহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ মনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাসুদেব; নতুবা তদবলম্বনে ভক্তিরূপ ভাবের বিকাশ এবং ভজনাদি সম্ভবপর নহে।

ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত পঞ্চশ্লোকে জ্ঞান শব্দের বাচ্য বিষয় বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া-

ছেন। অতঃপর তাহাই বিচার্য্য। ভগবান্ বলিতেছেন, 'অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, স্থৈর্য্য, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, অসক্তি, পুত্রদারাদিতে অনভিষঙ্গ, ইষ্টানিষ্টে সমচিত্ততা, জনসঙ্গে অরতি' জ্ঞানবাচ্য ; কিন্তু এসকল কি জ্ঞান? অথবা মনের অবস্থা বা মনোবৃত্তি বিশেষ? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আচার্য্যোপাসন, শৌচ, আত্মনিগ্রহ, নির্জ্জনদেশে বাস' জ্ঞান বাচ্য? কিন্তু এসকল কি জ্ঞান? অথবা কর্ম্ম বিশেষ? ভগবান্ বলিতেছেন, "এতজ্ জ্ঞানম্" অর্থাৎ ইহাই জ্ঞান। কিন্তু ভাষ্যকার এই ভগবদ্-বাক্যের অনুসরণ করেন নাই, এবং ভাগবত টীকাকারগণও এই অপূর্ব্ব জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভই হইয়াছেন। সুতরাং আচার্য্য বলিতেছেন, "জ্ঞানহেতুত্বাৎজ্ঞান মুচ্যতে" সরস্বতী বলিতেছেন, "তজ্জ্ঞানযোগ্যত্বায়" স্বামী বলিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনানি আহ"। এই সকল মনোবৃত্তি এবং কর্ম্মে জ্ঞানের হেতুত্ব, যোগ্যত্ব কিংবা সাধনত্ব উপপন্ন হয়, কিংবা জ্ঞানের অবস্থা বিশেষে ঈদৃশ মনোবৃত্তি বিকশিতা এবং কর্ম্ম কৃত হয়, এতদ্বিষয় মীমাংসার ভার বিবেকিজনের উপর অর্পণ পূর্ব্বক অতঃপর নবম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশের অর্থাৎ "ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।" এই বাক্যের বিচার করিব।

ভগবানে অনন্যযোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানলাভের বহুসাধন মধ্যে একতমা; ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণের ইহাই অভিমত। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত গণের এতদ্বিষয়ে ঐকমত্য সম্ভবপর কি? "ভক্তিতে মুক্তি" বিশ্বাসিজন ইহা উপেক্ষা করিবেন;

শাণ্ডিল্য সূত্রাদি ভক্তি প্রবর্ত্তক গ্রন্থ জ্ঞান এবং ভক্তিতে এতদ্বিপরীত সম্বন্ধই স্থাপন করিয়াছে।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" এই শ্লোকাংশের অর্থ স্বামী এবং সরস্বতীর মতে জ্ঞানবান্ হইয়া প্রেমের বিষয় রূপে ভজনা করে। সুতরাং একস্থলে ভক্তি জ্ঞানের সাধন এবং অপর স্থলে জ্ঞান ভক্তির সাধন, ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ এই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, অহো! ব্যামিশ্র ভগবদ্‌বাক্যে কেবল যে অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত হইয়াছিল এরূপ নহে।

"ময়িচানন্যযোগেন" এই "ময়ি" পদের আত্মার্থ উপপন্ন হয় না। কারণ আত্মপ্রেম সর্ব্বজীবে স্বতঃসিদ্ধ, উহা সাধন বা সাধ্য নহে, জ্ঞান ও নহে; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিতে ও আত্মপ্রেম স্বতঃ বিদ্যমান। আত্মপ্রেম জ্ঞানবাচ্য হইলে পশ্বাদি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবই জ্ঞানী আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণ ও 'ময়ি' পদ সহ এস্থলে আত্মার্থের অসঙ্গতি দর্শনে 'বাসুদেব' এবং 'ঈশ্বর' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যে স্থলে বাসুদেব শব্দ আত্মার্থ জ্ঞাপক নহে, তথায় বসুদেবনন্দনই উপপন্ন হয়। এস্থলে ঈশ্বর শব্দে ও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঈশ্বরই লক্ষ্য, নতুবা তদালম্বনে ভক্তি প্রেমাদি বৃত্তির ক্রিয়া এবং ভজনাদি সম্ভবপর নহে। ঈদৃশ কল্পিত ঈশ্বর এবং তদবতারের সত্তা ইতঃপূর্ব্বে পুনঃপুনঃ নিরাসিতা হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

একাদশ শ্লোকের "অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।" বাক্যের 'অধ্যাত্ম জ্ঞান' এবং 'তত্ত্বজ্ঞান' ও, এতজ্ জ্ঞানম্" বাক্যে ভাববৃত্তি রূপ জ্ঞান এবং কর্ম্মরূপ জ্ঞানেরই শ্রেণিভুক্ত হইয়াছে। ভাববৃত্তিএবং কর্ম্মের জ্ঞানরূপতা ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণ স্বীকার করেন নাই; ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান সহ বিষয়াদি জ্ঞানের পার্থক্য আলোচিত হইয়াছে। ভক্তি আখ্য মনোবৃত্তির যদি জ্ঞানরূপতা স্বীকার ও করা যায়, তবে সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় বা ভজনীয় ব্যক্তিগত ভগবান্ যে শালগ্রামবৎ পরিচ্ছিন্ন এবং এই জ্ঞান যে শালগ্রামে ব্যাপ্ত বিষ্ণুজ্ঞানবৎ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তিমাত্র, তাহা বিবেকিজনের সহজ বোধ্য, এবং ভাবুক জনের চিরদুর্ব্বোধ্য। সুতরাং বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। অহো! গীতার এই জ্ঞানতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই কি মাহাত্ম্য বক্তা "গীতা জ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ?

অনেকে কর্ম্মভক্তি-যোগ জ্ঞানের সমফলত্ব এবং ফলানন্ত্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার প্রত্যেক পন্থা অবলম্বনেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগদ্বাক্যই ঈদৃশ বিশ্বাসের জনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণাবলম্বনে যোগ এবং কৃষ্ণভক্তিরূপ জ্ঞানই গীতাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং যে কোন উপায়ে অন্তিমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়াই সম্ভবপর। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উপাস্যত্ব প্রতিপাদনেচ্ছায় কিংবা গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের ঈশত্ব স্থাপনকল্পে গীতাখ্য সার্ব্বজনীন যজ্ঞের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তদুপলক্ষে কর্ম্ম-ভক্তি-যোগ-জ্ঞান মিশ্রণে যে দুষ্পাচ্য খেচরান্ন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ভাগবতগণের মুখরোচক হইলেও ব্যামোহজনক।

কর্ম্মমার্গাবলম্বী স্বীয় জীবত্বের অক্ষুণ্ণত্ব, উৎকর্ষ এবং ঐহিকও পারলৌকিক ভোগ কামনা করেন।

ভক্তিমার্গাবলম্বী স্বীয় জীবত্বে এবং দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবনাদি নিত্যধামে প্রবেশ ও নিত্যসেবা-রূপ নিঃস্বার্থ সুখ কামনা করেন।

পক্ষান্তরে যে যোগ এবং জ্ঞানমার্গাবলম্বীর তাদৃশ ভোগ এবং তদ্রূপ ভগবৎ প্রাপ্তি স্পৃহনীয় নহে, তিনি বিবেক বলে জীবত্বের এবং জৈব বিষয় ও বিষয় সম্বন্ধের অনিত্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক নিত্যভূমস্বরূপে স্থিতি বা ভূমত্ব কামনা করেন।

ঈদৃশ স্বতন্ত্র মার্গাবলম্বি পথিকের পাথেয়, অর্থাৎ বিশ্বাস এবং বিবেক যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ এবং লক্ষ্যও যে স্বতন্ত্র, তাহার বিস্তৃত বর্ণণা বাহুল্য মাত্র। উপসংহারে এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

গুণত্রয় বিভাগ।

গীতাগ্রন্থে সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয় বিশদরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, হে মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয় অব্যয় দেহীকে দেহে বদ্ধ করে। পুনশ্চ পরবর্ত্তি কতিপয় শ্লোকে গুণত্রয়ের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন, নির্ম্মলত্বহেতু সত্ত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময়, ইহা সুখ এবং জ্ঞানসঙ্গদ্বারা দেহীকে বদ্ধকরে। রজোগুণ আসক্তি এবং বাসনাময়, ইহা কর্ম্মসঙ্গদ্বারা দেহীকে বদ্ধকরে। সর্ব্বদেহীর মোহকর তমোগুণ অজ্ঞানজ, ইহা প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রাদ্বারা দেহীকে বদ্ধকরে।

এস্থলে ভগবান্ সাংখ্যমত অনুসরণ করিয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি এবং অসাম্য অবস্থা জগৎ; সুতরাং জাগতিক সর্ব্ব পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। মন ও অসাম্য ত্রিগুণান্বিত। এই অসাম্য গুণত্রয়ের স্বরূপ এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে সাংখ্যস্মৃতি বলিতেছে, "সত্ত্বংলঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চরজঃ। গুরুবরণকমেব তমঃপ্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ॥"

বেদচতুষ্টয়ে প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের ঈদৃশ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়না; ঔপনিষদ ঋষিগণ ও তত্ত্বালোচনা কালে অথবা শিষ্যাদির প্রতি উপদেশ সময়ে এইরূপ গুণবিভাগাদি করেন নাই; সুতরাং

ভগবান্ এস্থলে সাংখ্যমতেরই অনুবর্ত্তন করিতেছেন, এইরূপ উপপন্ন হয়।

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, 'সাত্ত্বিক রাজস এবং তামসভাব আমা হইতে বিকশিত; এই সকল আমার অধীন, কিন্তু আমি ইহাদের অধীন নহি'। উক্ত শ্লোকের 'মত্তঃ' অর্থাৎ আমা হইতে বাক্যের লক্ষ্য প্রকৃতি নহে; কারণ সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতনা, এবং এই বাক্যের বক্তা সচেতন এই বাক্যের বক্তা পুরুষ নহে, কারণ সাংখ্যমতে পুরুষই গুণ সংযোগে বন্ধন গ্রস্ত হয়, এবং পুরুষ হইতে গুণের বিকাশ হয়না, সুতরাং ভগবদ্বাক্যে উপপন্ন হয় যে, তিনি সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ কিংবা দেহী হইতে স্বতন্ত্র; তবে তিনি কোন্ জন?

তৎপরবর্ত্তি শ্লোকদ্বয়ে ভগবান্ আত্মপরিচয় প্রদানার্থে বলিতেছেন, 'ত্রিবিধগুণময় ভাবমোহিত এই সর্ব্ব জগৎ গুণাতীত পরমব্যয় আমাকে জানে না। আমার এই গুণময়ী দৈবীমায়া দুস্তরা; যাহারা আমাকে ভজনা করে তাহারা এইমায়া উত্তীর্ণ হয়'। এই শ্লোকদ্বয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, বক্তাভগবান্ গুণাতীত পরমব্যয় জগৎকারণ, এবং "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই শ্রুতিবাক্য তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। অর্থাৎ তিনিই মায়ী বা মহেশ্বর।

উক্ত শ্লোকে 'মাং, মম' প্রভৃতি পদের আত্মার্থ উপপন্ন হয় না, কারণ উক্ত অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ভগবান পুনশ্চ বলিতেছেন যে, 'আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী তাঁহাকে

ভজনা করে।' এই চতুর্ব্বিধ ভাবাপন্ন জীবের ভজনীয় বিষয় কি এক? জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাস্য বিষয়তত্ত্ব, জ্ঞানীর মননীয় বিষয় আত্মবিজ্ঞান। পক্ষান্তরে আর্ত্ত এবং অর্থার্থীর ভজনীয় দয়াদি বৃত্তিসংযুত আত্মেতর পরিচ্ছিন্ন ভগবান্।

প্রোক্ত কতিপয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঈদৃশ ঈশত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন; অর্থাৎ তিনি গুণোপহিত দেহী এবং সর্ব্বজগৎ হইতে স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত ভগবান্। পরন্তু 'অসুরভাব আশ্রিত, মায়াপহৃতজ্ঞান, দুষকৃত, মূঢ় নরাধমগণ আমাকে ভজনা করে না।' পঞ্চদশ শ্লোকের এই বাক্যদ্বারা ভক্ত অভক্ত, জ্ঞানী, মূঢ়, সর্ব্বদেহী হইতে সম্যক্ স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক স্বীয় পরিচ্ছিন্নত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বগত ঔপনিষদ আত্মা বা বৈদিক বিষ্ণু নহেন; তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন পূর্ণানন্দ বিগ্রহ।

পুনশ্চ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ষড়বিংশ এবং সপ্তবিংশ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'কিংবা যিনি অব্যভিচারি ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি এই সকলগুণ অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ব বা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ধর্ম্মস্বরূপ সুখস্বরূপ অব্যয় শাশ্বত-ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা।' এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে, 'প্রত্যগাত্মা' এবং 'সবিকল্প নির্ব্বিকল্প' ব্রহ্মাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আচার্য্য স্বীয়মত সমর্থনে অক্ষম হইয়াছেন, সুতরাং এস্থলে টীকাকারগণ তাঁহাকে অনুসরণ করেন নাই। কারণ শ্লোকস্থ 'যং' পদের লক্ষ্য সেবক হইতে

'মাং' পদের লক্ষ্য সেব্য স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য সমভাবে সেব্য-সেবক উভয়ের পরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; এই জন্য আচার্য্যও আত্মা শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "মাঞ্চেশ্বরং নারায়ণং" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 'মাং' পদের বাচ্য সেব্য বা শ্লোকবক্তা নিরভিমানী কিংবা সর্ব্বাভিমানী নহেন; সুতরাং নির্ব্বিকল্প কিংবা সবিকল্প ব্রহ্ম আখ্যা তাঁহাতে উপপন্ন হয় না, তিনি সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহাভিমানি মানব মাত্র। ঈদৃশ ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়াই সরস্বতী বলিতেছেন, "পরাকৃত-নবদ্বন্দ্বং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্য্যসার সর্ব্বস্বং বন্দেনন্দাত্মজংমহঃ।" স্বামী বলিতেছেন, "কৃষ্ণাধীন গুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিত ভবাম্বুধিং। সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥" এবং গৌরীয় বৈষ্ণবগণ বলিতেছেন, "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"।" অর্থাৎ নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণই নরাকৃতি পরব্রহ্ম, কৃষ্ণভক্ত সুখে ভবসাগর পার হয়, এবং ঔপনিষদব্রহ্ম কৃষ্ণতনুর আভামাত্র। ঔপনিষদ বাক্যের অপব্যবহারে অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যসহ "তত্ত্বমসি" বাক্য প্রয়োগ না করিলে, তত্ত্বজ্ঞানহীন শ্রোতার হৃদয়ে কিরূপ ভ্রান্তি উৎপন্না হয় "পরব্রহ্ম নরাকৃতি" বাক্য তাহার দীপ্যমান দৃষ্টান্ত।

ভগবান্ বলিতেছেন, 'গুণত্রয় অব্যয়দেহীকে দেহেবদ্ধকরে।' অর্থাৎ অব্যয় আত্মা গুণসংযোগজনিত দেহাভিমানহেতু দেহী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দেহী স্বীয়দেহে আত্মবোধ এবং দেহান্তরে অনাত্মবোধ করে, এই অনাত্মবোধই আনুকুল্য হেতু দেহি-

বিশেষের প্রতি অনুরাগ এবং প্রাতিকুল্য হেতু অপরদেহীতে বিরাগাদি ভাবের জনক। উপাস্যের প্রতি উপাসকের আত্মেতর জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ না থাকিলে উপাসনা সম্ভবপর নহে, এবং উপাসকের প্রতি আত্মেতর জ্ঞান এবং হেয়ত্ব বোধ না থাকিলে উপাস্য দেবও উপাসনা গ্রহণান্তে অনুগ্রহাদি করিতে পারেন না।*

পরিচ্ছিন্ন দেহে অভিমান হেতুই দেহী বিচিত্র পদার্থ সমন্বিত জগৎ আত্মেতররূপে অনুভব করে, জড়দেহ, মনোময়দেহ, কিংবা ভক্তপ্রকল্পিত চিদ্ঘনদেহ, যাহাতেই অভিমান হয়, দেহীর দেহাভিমান জনিত পরিচ্ছিন্নত্ব এবং আত্মআত্মেতর বোধ স্বাভাবিক। যে অবস্থায় দেহাভিমান লোপ হয়, সেই অবস্থায় আত্মেতররূপে জগদ্দর্শন সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে যখন জগৎ জ্ঞান লোপ হয় তখন দেহাভিমানও বিলুপ্ত হয়। দেহাভিমান এবং জগৎজ্ঞান সতত আশ্লিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত। সুষুপ্তি অবস্থায় দেহাভিমান সহ জগৎ জ্ঞানের লোপ এবং সুষুপ্তি অন্তে দেহাভিমান সহ জগৎ জ্ঞানের বিকাশ সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দ্বিবিধ অবস্থায়ই ত্রিগুণযুত মনক্রিয়াশীল; সুতরাং এতদুভয় অবস্থায়ই দেহী গুণান্বিত বাচ্য।

যাহা ভূমা বিভু বা ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য তাহাতে আত্মেতর

---

* যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কংপশ্যেৎ। তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।" বৃহদারণ্যক।

জ্ঞান এবং দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া নাই। † দেহাভিমান জনিত পরিচ্ছন্নাবস্থায় ভূমস্থ দেহীর অনুভব্য নহে ; যে অবস্থায় জ্ঞান বুদ্ধি মনেন্দ্রিয় সকল শাম্য হয়, অর্থাৎ দেহাভিমান এবং আত্মেতরবোধসহ জগৎজ্ঞান লোপ হয়, তাহাই পরমাগতি বাচ্য। ‡ এবং ইহাই পরমার্থতঃ ত্রিগুণাতীত ভূম বা ব্রাহ্মী অবস্থা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের দ্বাবিংশাদি শ্লোকচতুষ্টয়ে ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। 'হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং মোহরূপ গুণত্রয়ের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি গুণদ্বারা বিচলিত না হইয়া গুণকর্ম্মের দ্রষ্টারূপে উদাসীনবৎ আসীন, যিনি স্বাত্মস্থ, সুখ দুঃখ লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে যাহার সমজ্ঞান, যাহার প্রিয়াপ্রিয় নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান, যাহার মানাপমানে শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, ঈদৃশ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীকে গুণাতীত বলা যায়।' ভগবান শ্লোক চতুষ্টয়ে বর্ণিত স্বস্থ বা ধীরের গুণাতীত আখ্যা প্রদান করিতেছেন ; বাস্তবিকই কি ঈদৃশ ব্যক্তি গুণাতীত ? না, গুণজদেহ সংযোগ হেতু দেহীমাত্রই গুণাতীত নহে, এইজন্য জীবন্মুক্ত পুরুষও অর্দ্ধ বিবেকী বাচ্য। এস্থলে গুণাতীত শব্দ স্তুতিবাচক।

---

† "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা।"—ছান্দোগ্য।

‡ "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ। বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতি তামাহুঃপরমাঙ্গতিম্।—কঠ।

দেহী দ্বিবিধ গুণান্বিত, শারীরিকগুণ এবং মানসিক গুণ। শারীরিক যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং তজ্জনিত ক্ষুৎ-পিপাসাদি দেহনাশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দৈহিক গুণকর্ম্মসহ মুক্তামুক্ত সর্ব্বদেহীর আজীবন সম্বন্ধ, বিবেক-বৈরাগ্যাস্ত্রে এই বন্ধন ছিন্ন হয় না। দৈহিক ক্রিয়ায় দেহীর কর্ত্তৃত্ব নাই, ক্ষুৎপিপাসা, শৌচপ্রস্রাবাদির বেগ প্রাকৃতিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে, দেহী বাধ্য হইয়াই প্রাকৃতিক আদেশ পালন করে; আদেশ অবহেলা বা লঙ্ঘন করিলে দুঃখ, ব্যাধি পরন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়; সুতরাং গুণাতীত বা গুণান্বিত শব্দের দৈহিক গুণকর্ম্মাদি লক্ষ্য নহে।

মানসিকগুণজ এবং বিষয়সংঘাতে বিকশিত বিচিত্র বৃত্তির ক্রিয়া দৈহিকগুণ এবং ক্রিয়ার অনুরূপ নহে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মিগুণত্রয়বৎ মানসিক বৃত্তিনিচয়ও পরস্পর দ্রোহী, এক অপরকে অভিভূত করে। বৈরাগ্যবৃত্তিদ্বারা রাগ দ্বেষ ক্রোধ লোভাদি সর্ব্ববৃত্তি অভিভূতা হয়; পক্ষান্তরে ইহার প্রত্যেক বৃত্তিই বৈরাগ্যকে অভিভূত করে। যদিও প্রাকৃতিক গুণবৎ মানসিক বৃত্তিনিচয় সমশক্তিশালিনী তথাপি গুণবৈষম্যময়ী স্বষ্টিতে প্রত্যেক জীবনেই বৃত্তিবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কোন জীবনে বৈরাগ্যদ্বারা অপর সর্ব্ববৃত্তি অভিভূতা হয়; পক্ষান্তরে কোন জীবনে বহুবৃত্তি বা প্রবলবৃত্তি বিশেষ দ্বারা বৈরাগ্য অভিভূত হয়। ভগবানে বৈরাগ্যবানের গুণাতীত আখ্যা

প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বৈরাগ্যও গুণজ মনোবৃত্তি বিশেষ এবং বিষয় সংযোগে ক্রিয়া করে। এতদ্বিষয়ে অপর বৃত্তি হইতে বৈরাগ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, বিষয় বিয়োগে বৈরাগ্যসহ মনও বিলুপ্ত হয়।

যিনি গুণকর্ম্মের দ্রষ্টা, গুণকর্ম্ম তাহার বিষয়। সুখদুঃখ লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে যাহার সমজ্ঞান, ঐ সকল তাহার বিষয়; বৈরাগ্য বৃত্তি বা সমজ্ঞান ঐ বিষয় সংযোগেই ক্রিয়া করে। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশে যেমন লম্বত্ব গোলত্বাদি সম্ভবপর, মহাকাশে নহে, তদ্রূপ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে বা দেহীতেই রাগ দ্বেষ বৈরাগ্যাদি বৃত্তি এবং দৃশ্যতঃ অসমবিষয়ে সমজ্ঞানাদি সম্ভবপর, ভূমসত্তায় দ্বৈতবোধ সম্ভবপর নহে। যেমন ঘটোপাধি আকাশকে বদ্ধকরে, তদ্রূপ গুণত্রয় "নিবধ্নন্তি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্।" সুতরাং গুণত্রয়বদ্ধদেহী ভগবদ্ভক্ত সমজ্ঞান বা তুল্যজ্ঞান লাভ করিয়াও গুণাতীত হয় না।

যিনি প্রোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে বর্ণিত অবস্থায় অবস্থিত, অর্থাৎ যিনি পার্থিব সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহার হৃদয়ে ও মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষবাসনা অথবা উপাস্যে আসক্তি পরিলক্ষিতা হয়। এই বাসনা এবং আসক্তি বা ভক্তিপ্রেমাখ্য বৃত্তি গুণজা; এই বৃত্তি পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপার্থিব অর্থাৎ মনঃকল্পিত অবস্থা বিশেষ বা উপাস্য বিশেষ অবলম্বন করে মাত্র। বন্ধমোক্ষ দ্বন্দ্বাতীত সেব্যসেবকভাববিরহিত অবস্থা গীতাগ্রন্থে গুণাতীতের লক্ষণ মধ্যে পরিগণিতা হয় নাই; সুতরাং গীতা-

বর্ণিত গুণাতীত বাস্তবিকই "উদাসীনবদাসীন" পরমার্থতঃ উদাসীন বা গুণাতীত নহে।

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ গুণাতীতের লক্ষণ; সুতরাং 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, শব্দের তাৎপর্য্য বিচার্য্য। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন "দেহধারণমাত্রনিমিত্ত ব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী-ত্যর্থঃ।" অর্থাৎ দেহ ধারণ নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য তদ্ব্যতীত সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যগী, টীকাকারগণ ও তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিরূপকর্ম্ম দেহধারণ নিমিত্ত প্রয়োজন, এবং কি কর্ম্ম দেহ ধারণ নিমিত্ত প্রয়োজন নহে। বিচারে উপপন্ন হয় মানব সমাজে প্রায় সর্ব্বকর্ম্মই দেহ ধারণ নিমিত্ত কৃত হয়। কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্যাদির উদ্দেশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তি পূর্ব্বক দেহধারণ। রাজনীতি সমাজনীতি এবং অর্থনীতির অন্তরালে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক উদরনীতিই পরিলক্ষিতা হয়। উদরনীতি পালন বা দেহ ধারণ কল্পেই এক মানব অপর মানবের অধীনতা স্বীকার করে। শ্রমজীবী, ভারবাহী, কৃষক, শিল্পী, বণিক, গ্রন্থকার, শিক্ষক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মে ব্যাপৃত; কিন্তু কর্ম্মফলের পরস্পর বিনিময়ে সকলেরই উদর পুরণ এবং দেহধারণ হইয়া থাকে; এই বিনিময় সৌকর্য্যার্থেই অর্থনীতির প্রচলন। সুতরাং দেহীমাত্রেই 'দেহধারণ নিমিত্ত' ব্যাপারে বিব্রত।

এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মক্ষেত্রও সংসার ক্ষেত্রেরই অনুরূপ, "জটিলী মুণ্ডীলুঞ্চিত কেশঃ কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশঃ॥" পশ্যন্নপি নহি পশ্যতি মূঢ় উদর নিমিত্তং বহুকৃত বেশ॥" সাধু সন্ন্যাসী

সম্বন্ধে এই শাঙ্কর বাক্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গুরু পুরোহিত সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ কমলার ক্রোড়ে প্রতিপালিত কতিপয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত মানব মাত্রই 'দেহধারণ নিমিত্ত' কর্ম্ম করিতেছে; তবে ইহারা সর্ব্বারম্ভ পরীত্যাগী বা গুণাতীত নহে কেন? কারণ ইহাদের কেহ আসক্তি প্রভৃতি বৃত্তির বশিভূত হইয়া তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা পোষ্য প্রতিপালন করে, কেহ বিলাস দ্রব্য আহরণ করে, কেহ বা অর্থ নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক সঞ্চয় করে; ইহাদের কর্ম্ম "দেহ-ধারণ মাত্র নিমিত্ত" নহে; সুতরাং ইহাদিগকে সর্ব্বারম্ভ পরীত্যাগী বা গুণাতীত আখ্যা প্রদান করা যায় না।

পক্ষান্তরে যে সকল সিদ্ধ মুক্ত অবতারাখ্য মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গল জন্য ধর্ম্মপ্রচার এবং শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিয়া মানবভাষা এবং ভাবের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক মানব জাতির হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহারা সমাজ বা স্বদেশ কল্যাণ যজ্ঞে সর্ব্ব স্বার্থ আহুতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা 'দেহধারণ মাত্র নিমিত্ত ব্যতিরেকে' কর্ম্মকরা হেতু সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী বা গুণাতীত গণ্য হইতে পারেন না। অবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং সিদ্ধমুক্তাখ্য শাস্ত্রকারগণ যদি গুণাধীন তবে গুণাতীত কে? এবং গুণাতীত হইবার উপায় কি?

সত্য নিরূপণ, শাস্ত্রপ্রণয়ন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি যে কোন কর্ম্মে জীবের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে গুণবত্তার

প্রয়োজন; গুণবান ব্যক্তিই ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম; সুতরাং ঈদৃশ কর্ম্মী গুণাতীত বাচ্য নহে। পক্ষান্তরে যে নির্গুণ ব্যক্তি তাদৃশ সর্ব্বকর্ম্মে অক্ষম, অর্থাৎ যিনি অপরের শ্রমজাত দ্রব্য ভোগ করেন, কিন্তু বিনিময় জন্য স্বয়ং শ্রম স্বীকার করেন না, সমাজ স্বদেশ বা জীবের কল্যাণ চিন্তা করেন না, যিনি অপরের আয়াস লব্ধ দ্রব্যে স্বীয় 'দেহধারণ মাত্র নিমিত্ত,' কর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছুই করেন না, তিনিই কি গুণাতীত? না, বিবেক ঈদৃশ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগীকে ও গুণাতীত সংজ্ঞা প্রদানে অক্ষম। সুতরাং 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী' বাক্য এবং তাহার ভাষ্য টীকাদি সকলই সন্দেহ জনক। পরমার্থতঃ দেহী 'গুণাতীত' বিশেষণের বিশেষ্য নহে।

প্রোক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের পরবর্ত্তি শ্লোকেই ভগবান গুণাতীত হইবার উপায় উপদেশ করিতেছেন, "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। সগুণান্ সমাতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" এই 'মাঞ্চ' শব্দের 'চ" পদের 'কিংবা' অর্থ সঙ্গতি হয় না; কারণ পূর্ব্বে গুণাতীত হইবার উপায়ন্তর স্পষ্টী-কৃত হয় নাই। 'মাং' পদেরও আত্মার্থ উপপন্ন হয় না; ভক্তিযোগ এবং সেবার পাত্র আত্মা নহে, ভক্তি এবং সেবার পাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা মনঃকল্পিত আত্মেতর পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। সুতরাং এস্থলে 'মাং' পদের লক্ষ্য নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ; টীকাকার-গণেরও ইহাই অভিমত, তাহাদের বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরন্তু "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" ইত্যাদি বাক্যে সেবার উপায়

ও স্থানান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ কৃষ্ণসেবাই গুণাতীত হইবার উপায়।

ধর্ম্মজগতে প্রবেশ পূর্ব্বক মঠ মন্দির মণ্ডপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল কৃষ্ণসেবক নহে, অপর বিগ্রহের সেবকগণের ও 'দেহধারণ মাত্র নিমিত্ত' ব্যতীত অন্য কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, নিগু'ণত্ব হেতু অনেকের অপর কর্ম্ম সাধনের শক্তিও নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অন্য উপাস্যও উপাসকের 'যোগক্ষেম' বহন করেন, অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে সমাজের অজ্ঞতা এবং অন্ধবিশ্বাস সেবকজনের যোগক্ষেম বহন করে, তাহা সুধীজনের বিচার্য্য। অহো! বহুস্থলে ক্ষেমের প্রাচুর্য্য ও পরিলক্ষিত হয়।*

ঈদৃশ নিত্যযুক্ত ভক্তসেবকই কি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীত হইতে সক্ষম? বিশিষ্ট স্থানে বিশেষভাবে শ্রীবিগ্রহ সেবা আরম্ভ মাত্র নিত্যযুক্ত সেবকের অপর কোন 'আরম্ভের' প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সুখদুঃখ লোষ্ট্রকাঞ্চন প্রিয়াপ্রিয় শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান এবং ঔদাসীন্যাদি ত্রিগুণাতীতের অপরলক্ষণ তাহাতে আবির্ভূত হয় কি? না, শ্রীবিগ্রহ সেবার সৌকর্য্যজনিত সুখ এবং ত্রুটিজনিত দুঃখ, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং আনুসঙ্গিক প্রয়োজন হেতু লোষ্ট্রকাঞ্চনে অসমজ্ঞান, শ্রীবিগ্রহে- এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে প্রিয় বোধ এবং বিগ্রহবিদ্বেষীর প্রতি

* "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"
যোগ = বস্তুলাভ; ক্ষেম = তাহার রক্ষা।

অপ্রিয় বোধ, * সেবা কার্য্যে আসক্তি এবং উৎসাহ জনিত অনৌদাস্য, তাহার গুণাতীত হইবার অন্তরায় হয়। পরন্তু ভক্তি আখ্য গুণজ মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে থাকে; সুতরাং ভক্তিযোগসহ কৃষ্ণসেবা গুণাতীত হইবার উপায় নহে।

কীদৃশ জ্ঞানে ভক্তিযোগসহ ঈদৃশ শ্রীবিগ্রহ সেবা সম্ভবপর? ভগবদ্বাক্য দ্বারাই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিংশাবধি শ্লোকত্রয়ে ভগবান সাত্ত্বিক রাজস এবং তামস জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন, 'যে জ্ঞানদ্বারা বিভক্ত সর্ব্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয় ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।' এই জ্ঞানের নামান্তর একাত্মবিজ্ঞান। যে জ্ঞানালোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগতে এক অব্যয় আত্মার অভিব্যক্তি উপলব্ধি হয়, যে জ্ঞানালোকে বিচিত্র ঘটোপহিত আকাশের সমত্ব এবং মহাকাশসহ একত্বদর্শনবৎ জীবে জীবে এবং জীবে ব্রহ্মে সমত্ব এবং একত্ব অনুভূত হয়, যে জ্ঞানোদয়ে বাহ্যান্তর আত্মপর একাকার হয়, তত্ত্বজ্ঞ অব্যয় আত্মামাত্র লক্ষ্য করিয়া "অহংব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" আদিবাক্য উচ্চারণ করেন, সেই জ্ঞানের উন্মেষমাত্র অরুণোদয়ে অন্ধকারবৎ ভেদ ভ্রম এবং সেবা সেবকাদি ভাবের অভাবই স্বাভাবিক; সুতরাং সাত্ত্বিক জ্ঞান ভক্তিযোগসহ কৃষ্ণসেবার ভিত্তি নহে।

---

* শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী। অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী। চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যবাক্য।

একবিংশ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, 'যে জ্ঞানে পৃথক পৃথক পদার্থ পৃথক বা ভিন্ন ভাবেই উপলব্ধ হয়, তাহা রাজস-জ্ঞান।' ইহার নামান্তর ব্যবহারিক জ্ঞান, এই জ্ঞান বস্তুতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুগামী; অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের স্বরূপ স্বাভাবিক ক্রমে যে ভাবে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয় তাহাতে সত্য বোধই এই জ্ঞানের লক্ষণ। ঈদৃশ জ্ঞানকালে প্রস্তরে প্রস্তরবোধ কাষ্ঠে কাষ্ঠবোধ মনুষ্যে মনুষ্যবোধই স্বাভাবিক; সুতরাং নন্দদুলালের পরিচ্ছিন্ন দেহে কিংবা প্রস্তর কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত জড় মূর্ত্তিতে 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' বুদ্ধি এবং ভক্তিযোগ সহ সেবাদি রাজসজ্ঞানকালে সম্ভবপর নহে।

দ্বাবিংশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন; 'যে বিবেকযুক্তিহীন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে কোন এক কার্য্য বা জাতপদার্থ পূর্ণবৎ প্রতীয়-মান হয়, তাহাই তামস জ্ঞান বাচ্য।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কল্পে আচার্য্য বলিতেছেন; "একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্ব্বা-প্রতিমাদৌ।" সরস্বতী বলিতেছেন, "একস্মিন্ কার্য্যে বিকারে ভূতদেহে প্রতিমাদৌ বা।" স্বামী বলিতেছেন, "একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা।" সুতরাং ইহাদের মতে কার্য্য শব্দের তাৎপর্য্য দেহ বা প্রতিমাদি। এবং ঈদৃশ পরিচ্ছিন্ন কার্য্যপদার্থবিশেষে পূর্ণত্ব ব্রহ্মত্ব বা ঈশত্ব আরোপই তামস জ্ঞানের লক্ষণ। 'নিত্য-সর্ব্বগত-অচল-সনাতন-অব্যক্ত-অচিন্ত্য-অবিকার্য্য-দেহী যখন আপনাকে দেহ পরিমাণ মনে করে, এবং জন্মমরণাদি দেহধর্ম্ম, শোকমোহাদি মনোধর্ম্ম আপনাতে

আরোপ পূর্ব্বক ত্রিতাপগ্রস্ত হয়, তখন তাহার একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন হেতুই অন্তরিক্ষে স্বর্গ বৈকুণ্ঠ গোলকাদি সুখময় ধাম কল্পিত, এবং মানবীয় বৃত্তি এবং মানবাকৃতি বিশিষ্ট চিদ্ঘনদেহে পূর্ণত্ব ব্রহ্মত্ব বা ঈশত্ব আরোপিত হয়, কিংবা মানব বিশেষে তাদৃশ ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকৃত হয়। বাস্তবিক কাষ্ঠ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত ভগবান বা শ্রীবিগ্রহই ভক্তিযোগ সহ উপাসিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ কল্পনা, বিশ্বাস, ভক্তি ও সেবাদির ভিত্তি একরূপ ভ্রান্তি-মাত্র, এবং ভগবান এই ভ্রান্তিরই তামসজ্ঞান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, পরিচ্ছিন্ন 'শ্রীকৃষ্ণ দেহে' বা 'প্রতিমায়' পূর্ণত্ব আরোপ পূর্ব্বক ভক্তিযোগ সহ সেবাদি এই তামস জ্ঞানেরই বাহ্য বিকাশ, সুতরাং এতাদৃশ সেবা বা সাধনেরও তামসত্বই উপপন্ন হয়। তামসজ্ঞানীর তামসভক্তি সেবাদি দ্বারা রজঃ এবং সত্বাখ্য গুণদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক ত্রিগুণা-তীত হওয়া সম্ভবপর কি?

যাহার সেবা ত্রিগুণাতীত হইবার উপায় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তিনি স্বয়ং গুণাতীত কিনা? এই প্রশ্নও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম; কিশোর কিশোরীর চিদ্ঘন নিত্যরূপ, এবং প্রেমলীলা সত্য হইলে, পরিচ্ছিন্ন দেহা-ভিমান এবং রজোগুণাত্মক প্রেমাখ্য আসক্তির আশ্লেষহেতু তাদৃশ ভগবান গুণাতীত নহেন। যে ব্যক্তিগত ভগবান সাধুর পরিত্রাণ দুস্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে ধরাধামে অবতীর্ণ

হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যগী কিংবা গুণাতীত নহেন ; কারণ ইহাও রজোগুণের ক্রিয়া। যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম প্রতিবাসীর অজ্ঞাতসারে ক্ষীরসরনবনীতাদি গ্রহণ পূর্ব্বক 'দেহধারণ মাত্র নিমিত্ত' কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, নগ্নানারীর বসন হরণ এবং রাসাদি লীলা ব্যপদেশে 'পরদারাভিমর্ষণ' করিতেন, যিনি পরবস্ত্র প্রদানে অসম্মত রজকের শিরচ্ছেদন এবং কৌশলে জরাসন্ধবধাদি বহুল বীরোচিত কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, যিনি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া চক্রধারণ পূর্ব্বক ভীষ্মবধার্থে ধাবমান হইয়াছিলেন, যাঁহার উপদেশ এবং সাহায্যে নিরস্ত্র গুরু পিতামহ হত্যা সাধিতা হইয়াছিল, তাঁহার ব্যবহারে সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতের লক্ষণ লক্ষিত হয় কি? এবং ভক্তিযোগ সহ ঈদৃশ ভগবানের সেবা কিংবা চরিত্রানুকরণ কি গুণাতীত হইবার প্রকৃষ্ট উপায়?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বাস-ভক্তি বলেন যে, লীলাকালের গুণকর্ম্মাদি নিত্যমুক্ত ভগবানের বন্ধনের কারণ হয় না ; কিন্তু বিবেক বলিতেছে যে, মানসিক গুণ এবং দৈহিক কর্ম্ম পরমার্থতঃ দেহী মাত্রেরই বন্ধনের কারণ নহে, দেহী বা আত্মা অব্যয় এবং অবিকার্য্য ইহা ভগবানও স্বীকার করিয়াছেন। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈবকুর্ব্বন্নকারয়ন্।" এই ভগবদ্বাক্য মনেন্দ্রিয়ের সর্ব্বকর্ম্ম হইতে দেহীকে পৃথক করিতেছে। প্রাকৃতিক ভ্রান্তি বা রাজসজ্ঞানকালে মনেন্দ্রিয়ের গুণকর্ম্ম দেহী বা আত্মাতে আরোপিত হয় এবং ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি বা তামস জ্ঞানকালে

গুণাত্মক মনেন্দ্রিয়যুত দেহীবিশেষে গুণাতীতত্ব আরোপিত হয়। ভগবান নির্গুণ এবং সগুণ উভয়ই, ইহাও অনেকের অভিমত; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিপন্ন হয় যে, দেহীমাত্রই দেহেন্দ্রিয় মনঃ-সংযোগে সগুণ এবং তদ্বিয়োগে নির্গুণ, এতদ্বিষয়ে অপর দেহী হইতে ভগবানের কোন পার্থক্য বা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ত্রিগুণান্বিত মনেন্দ্রিয় হইতে বিযুক্ত হইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তিমে অপর যোগীর ন্যায় যোগস্থ হইয়াছিলেন। * সুতরাং তাঁহার নিত্যমুক্তত্ব ব্রহ্মত্ব বা উপাস্যত্ব প্রমাণিত হয় না। এবং ভক্তিযোগ সহ ঈদৃশ ভগবানের সেবা গুণাতীত হইবার উপায় ও নহে।

সপ্তদশাধ্যায়ের অষ্টম, নবম এবং দশম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, 'আয়ু-সত্ব-বল আরোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধনকারী এবং সরস-স্নিগ্ধ-স্থির-হৃদ্য আহার্য্য সাত্তিকের প্রিয়। অতিকটু-অত্যম্ল-অতিলবণ-অত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহী-দুঃখশোকামায়প্রদ খাদ্য রাজসজনের প্রিয়। মন্দপক্ক-বিরস-দুর্গন্ধ-দিনান্তরপক্ক উচ্ছিষ্ট এবং অমেধ্য ভোজ্য তামস জনের প্রিয়।'

আচার্য্য শঙ্কর "অমেধ্যং" শব্দের "অযজ্ঞার্হং" অর্থ করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামী "অমেধ্যম্-অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কলঞ্জ শব্দের অর্থ বিষাক্ত বাণবিদ্ধ পশ্বাদি। মধুসূদন সরস্বতীর মতে "অমেধ্যম্-অযজ্ঞার্হম্ অশুচিমাংসাদি।"

* "স সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্মনাস্তু শিশ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ।"
স্বর্গারোহণ, ৪, শ্রীমহাভারত।

তর্কস্থলে সরস্বতী বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ ই গৃহীত হইতে পারে, এক, যজ্ঞে অব্যবহার্য্য অশুচি মাংস বিশেষ; অপর, মাংস মাত্রই অযজ্ঞার্হ এবং অশুচি। কিন্তু "বায়ব্যাংশ্বেতছাগল মালভেত" "পশুনারুদ্রংযজেৎ" "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" "ছাগস্য বপয়ামেদসোহনুব্রুহি" প্রভৃতি শত শত বেদমন্ত্র মাংসের যজ্ঞার্হত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। "পশৌচলিঙ্গ দর্শনাৎ" "ছাগোবা মন্ত্রবর্ণাৎ" "মাংসন্তুসবনিয়ানাংচোদনা বিশেষাৎ"প্রভৃতি বহু পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র যজ্ঞে পশুবধ এবং মাংস ব্যবহার বিধি ব্যাখ্যা করিতেছে। "অশুদ্ধমিতিচেন্ন শব্দাৎ" সূত্রে বেদান্ত দর্শন তাদৃশ মাংসের অশুদ্ধতা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। "মধুপর্কেচযজ্ঞেচ পিতৃদৈবতকর্ম্মনি" "যজ্ঞার্থংপশবঃ স্রষ্টাঃ" যজ্ঞার্থংব্রাহ্মণৈর্ব্বধ্যাঃ প্রশস্তামৃগপক্ষিণঃ" প্রভৃতি বাক্যে মনু-সংহিতা মাংসের যজ্ঞার্হত্ব স্বীকার করিতেছে; সুতরাং শেষোক্ত অর্থ সঙ্গত হয় না। পক্ষান্তরে যজুর্ব্বেদ ভাষ্যে মহীধরধৃত বচনে উপপন্ন হয় যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞে ছয় শত নয় প্রকার পশ্বাদি জন্তু ব্যবহৃত হইত। † সুতরাং জগতের সভ্যাসভ্য মানবের খাদ্য কোন মাংসাদিই অযজ্ঞার্হ বা "অশুচি" প্রমাণিত হয় না।

যজ্ঞে অনাহুত মাংসও অমেধ্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কারণ রামায়ণ মহাভারতাদির শত শত শ্লোকে উপপন্ন

† "ষটশতানিনিযুজ্যন্তেপশূনাংমধ্যমেহহনি। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য নবভিশ্চাধিকানিচ"॥

হয় যে, তাৎকালিক ব্রাহ্মণ এবং সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মৃগয়ার্জ্জিত মাংস সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন, এবং অনাহুত গ্রাম্য পশ্বাদিও ব্যবহৃত হইত। পরন্তু "মাংসংবৃংহনীয়ানাং কুকুটোবল্যানাং নক্ররেতো বৃষ্যাণাং"। "শরীর বৃংহণে নান্য-দান্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে'।" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ বাক্য আমিষ ভোজ্যে গীতাপ্রোক্ত সাত্ত্বিক আহার্য্যের গুণ আরোপ করিতেছে, এবং বৃহদারণ্যক "মাংসৌদনং-পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত মশ্নীয়াতা মীশ্বরৌ জনয়িতবৈ উক্ষেণবার্ষভেণবা" বাক্যে দধিদুগ্ধ ঘৃতাদি শ্রেষ্ঠ আহার্য্য হইতেও মাংসের বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ঔপনিষদ তত্ত্ব উপদেশ কালে মাংসে অমেধ্য বিশেষণ প্রদান পূর্ব্বক ভগবান আর্য্যমত খণ্ডন করিয়াছেন কি? না, গীতা গ্রন্থের কুত্রাপিও আমিষ নিরামিষ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই, এস্থলে "অমেধ্য" শব্দের লক্ষ্য যে অবজ্ঞার্হ অসার অলাবুবার্ত্তাকু প্রভৃতি নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি আছে? যিনি "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনংদহতি পাবকঃ।" প্রভৃতি বাক্যে দেহীর নিত্যত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক গুরু পিতামহ এবং জ্ঞাতি হত্যার উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি জীবহত্যাহেতু মাংসের অমেধ্যতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান অনুসারে উদ্ভিদাদিও সচেতন জীব, সুতরাং এই শ্লোকত্রয় ব্যাখ্যা কল্পে নিরামিষামিষ বিচার অনর্থক এবং অপ্রাসঙ্গিক। *

* সোহং গীতার "আহার" প্রবন্ধে নিরামিষামিষ বিশদ ভাবে, আলোচিত হইয়াছে।

অষ্টম শ্লোকে ভগবৎপ্রোক্ত আয়ুসত্ত্ব-বলাদিবর্দ্ধক এবং সরস-স্নিগ্ধ স্থিরাদি বিশেষণ, ফল মূল শস্য মৎস্য মাংস দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত আহার্য্যপদার্থে উপযোগী। মানব সমাজে প্রচলিত প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যেই এই সকল গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান, নতুবা উহা খাদ্যরূপে গৃহীত হইত না। অভ্যাস এবং রুচি অনুসারে কোন খাদ্য বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষের প্রিয় বা হৃদ্য এবং দেশান্তরে বা অপর ব্যক্তির অপ্রিয় হয়। শাকাদি পদার্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আয়ুসত্ত্ব বলারোগ্য বর্দ্ধক না হইলেও অন্যপ্রকারে স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। এই সকল পদার্থ সাত্ত্বিক প্রিয়, কিন্তু রাজস এবং তামস জনেরই কি অপ্রিয়?

দেহধারণোপযোগী প্রায় সকল আহার্য্যই স্বভাবতঃ "কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহী" নহে, নিম্বাদি কটু, তিন্তিড়ী প্রভৃতি অম্ল, মরিচাদি তীক্ষ্ণ, সর্ষপাদি বিদাহী পদার্থ এবং লবণ দেশ বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষের স্বতন্ত্র খাদ্যরূপে প্রিয় হয় না; রন্ধন সময়ে সংমিশ্রণ হেতু ঐ সকল দ্রব্যের গুণ এবং স্বাদ আহার্য্য পদার্থে সংক্রামিত হয়। এই সংমিশ্রণের পরিমাণ এবং রন্ধন প্রণালী বিভিন্নদেশে বিভিন্ন রূপ। সুতরাং পুরুষানুক্রমে অভ্যাস বশতঃ স্বাদবোধ এবং রুচিও স্বতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এক প্রদেশ বাসীর পক্ষে যাহা অতি অম্ল বা অতি তীক্ষ্ণ অপর প্রদেশ বাসীর পক্ষে স্বল্প অম্লত্ব এবং স্বল্প তীক্ষ্ণত্ব হেতু তাহাই বিস্বাদ। এতদবস্থায় কাহার

রুচি এবং স্বাদানুসারে কট্বাম্লাদির আধিক্য এবং অল্পতা নিরূপিত হইবে ? যে প্রদেশবাসী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কট্বম্লাদি ব্যবহার করে তাহারা কি অপর প্রদেশবাসী হইতে সমধিক রজোগুণ সম্পন্ন ? নিতান্ত রজোগুণীরও অভ্যাসানুসারে অতি কট্বম্লাদিতে অরুচি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে অত্যধিক কট্বম্লাদি প্রিয় ব্যক্তিও সত্ব বা তমোগুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। জলবায়ুর পার্থক্য হেতু প্রদেশ বিশেষে অতি কট্বম্লাদি এবং প্রদেশান্তরে অল্প কট্বম্লাদি সুখ-স্বাস্থ্য কিংবা দুঃখ-শোকাময়প্রদ হয়, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; কোন ব্যক্তি নাম মাত্র কট্বম্লাদি ভোজন করিয়া ও চিররুগ্ন এবং চির দুঃখী ; পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি অতি কট্বম্লাদি ভোজন সত্ত্বেও স্বাস্থ্য এবং সুখ ভোগ করে। অনভ্যস্ত ব্যক্তির অতি কট্বম্লাদি দুঃখশোকাময়প্রদ হইতে পারে, কিন্তু অনভ্যাসহেতু ভোজন কালে প্রিয় হয় না ; "আহারারাজসস্যেষ্টা" বাক্য ইত্যাকার ব্যক্তি সম্বন্ধে সঙ্গত নহে। সুতরাং রাজসজনের অতি কট্বম্লাদি প্রিয়তা এবং দুঃখশোকাময়াদি বিষয়ে ভগবদ্বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে।

শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত বা মন্দপক্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অশুচি খাদ্য প্রিয়তাই যদি তামসজনের লক্ষণ তবে জগতে তাদৃশ মানবের সংখ্যা অতি বিরল ; কারণ আয়ুঃস্বাস্থ্য-বল-আরোগ্যসুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনকারী সরস-স্নিগ্ধ-স্থির এবং হৃদ্য আহার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রোক্ত তামস আহার্য্য ভোজন করে এরূপ

ব্যক্তি জগতে দুর্ল্ভ ; লক্ষ মানব মধ্যে সাত্ত্বিকপ্রিয় আহার্য্যে বিদ্বেষ সম্পন্ন :এবং তামসপ্রিয় আহার্য্যে প্রীতি·সম্পন্ন এক ব্যক্তি ও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ভগবদ্বাক্যানুসারে মানব জাতি প্রায় তমোহীনই উপপন্ন হয়। পর্য্যুষিত মৎস্যজাত "নাপ্পি" ব্রহ্মাদি প্রাচ্য প্রদেশের প্রিয় পদার্থ, শুষ্ক এবং লবনাক্ত মৎস্য মাংস প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু প্রোক্ত রস শূন্য, দুর্গন্ধ এবং পর্য্যুষিত পদার্থপ্রিয় মানবে সত্ত্বরজো-গুনের সল্পতা এবং তমোগুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু জাতির প্রিয়তম ঘৃত এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্য বহু শুষ্ক ও লবনাক্ত মৎস্য মাংস এবং 'নাপ্পি'প্রিয় জাতির অপ্রিয় ; ঘৃত তাহাদের জন্য রসশূন্য এবং দুর্গন্ধময়। লবনাক্ত পনিরবৎ অম্লাক্ত দধিও গতরস এবং পূতি পর্য্যুষিত দুগ্ধ বিকার মাত্র নহে কি ? এই পদার্থদ্বয়ে রুচিবৈচিত্র কোন্ গুণবৈচিত্র হইতে উৎপন্ন হয় ?

ভগবদ্বাক্যে উপপন্ন হয় যে, মানবের দেহরক্ষা এবং স্বাস্থ্য বলাদির জন্য যে সকল আহার্য্য প্রচলিত, তাহাই সংমিশ্রণ এবং রন্ধনাদি বৈষম্যে সাত্ত্বিক বা রাজস জনের প্রিয় বা অপ্রিয় হয়, এবং কাল ও ব্যবহার বৈষম্য জনিত বিকৃতাবস্থায় তামস জনের প্রিয় হইয়া থাকে। দেহ এবং আহার ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, কোন আহার্য্য পদার্থই অবিকৃতাবস্থায় দেহের পোষণ যোগ্য হয় না ; রন্ধন, চর্ব্বন এবং পরিপাকাদি দ্বারা আহার্য্য বস্তু বিকৃত হইলে তাহার রসে দেহ রক্ষিত এবং

পুষ্ট হয়। সুতরাং নিতান্ত তামস জনের ও অপ্রিয় উদরস্থ পূতি পর্য্যুষিত অমেধ্য পদার্থ রসেই খাদ্যের গুণ নির্ব্বাচক নেত্র নাসা জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় রক্ষিত এবং পুষ্ট হইয়া থাকে।

পুরীষ বলিতেছে, আমি দেবভোগ্য পবিত্র পদার্থ ছিলাম, অশুচি মানব দেহ সংযোগে বিকৃত হইয়া অমেধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রস্রাব বলিতেছে অহো! আমিই সেই ত্রিতাপহারী জাহ্নবী জল। ঈদৃশ চির অশুচি দেহের শুদ্ধি কল্পে আহার্য্য পদার্থের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করা হয়। অবস্থা বিশেষে দেহে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বোধ এবং দেহাভিমান হেতু স্বীয় শুদ্ধ্যশুদ্ধি কল্পনা পরমার্থতঃ অজ্ঞতা বা তামস জ্ঞানেরই লক্ষণ। বিবেকী বলিতেছেন "অত্যন্ত মলিনোদেহো দেহী চাত্যন্ত নির্ম্মলঃ। উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচংবিধীয়তে"। গীতা গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একত্রিংশ এবং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে ও এই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। আহার বৈচিত্রে যদি গুণ বৈচিত্র সম্ভবপর হয়, তবে সাত্ত্বিক এবং রাজসজনের সত্ত্বরজোগুণ ও নিতান্ত তামস পদার্থ রসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবান সত্ত্বাদিগুণ বৈষম্যে, রুচি-বৈষম্য বা আহার্য্য বিশেষে প্রিয়াপ্রিয় বোধই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আহার্য্যের গুণে সত্ত্বাদি গুণ বিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্তা হইল।*

---

* মন অন্নময় নহে, এতদ্বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য ভ্রমাত্মক; সুতরাং সত্ত্বাদি মানসিক গুণ সহ আহার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা যুক্তি দ্বারা সোহংগীতায় মীমাংসিত হইয়াছে।

গুণবৈষম্য হেতু আহার্য্যে রুচির বিচিত্রতা বিষয়ক ভগবদ্বাক্য যে একদেশী এবং অসঙ্গত তাহা প্রমান জন্য উপরিস্থ সংক্ষিপ্ত বিচারই বিবেকীর জন্য যথেষ্ট। রাজস ভোজনাপেক্ষা ও তামস পূতি পর্য্যুষিত পদার্থ সমধিক দুখশোকাময়প্রদ নহে কি? ভগবদ্গীতায় ইহার উল্লেখ নাই কেন? অহো! ভগবানের ও ভ্রম সম্ভবপর।

নিষ্কাম কর্ম্মের অপ্রতিষ্টা হেতু গীতা প্রোক্ত সাত্বিক, রাজস এবং তামস, কর্ত্তাকর্ম্মাদি প্রতিপাদিত হয় না; সুতরাং তদ্বিষয়ক আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বজনের বোধ সৌকর্য্য এবং ভ্রান্তি নিরসনার্থে গুণত্রয়ের বিশদ বিচার কর্ত্তব্য।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং বৈষম্যই জগৎ। সুতরাং সকল পদার্থই বিষম ত্রিগুণান্বিত, যখন যাহাতে যে গুণের ক্রিয়া প্রবল তখন তাহাকে সেই গুণান্বিত বলা হয়; এক গুণের দ্বারা অপরগুণ সতত অভিভূত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তিকালে সর্পবধোদ্যত দণ্ডধারি পুরুষে ত্রিবিধ গুণেরই ক্রিয়া হয়। প্রকাশ বোধ বা জ্ঞান সত্বগুণাত্মক, সত্বগুণাভাবে রজ্জু কিংবা সর্প কিছুই প্রকাশিত, বোধ গম্য বা জ্ঞানগম্য হইতে পারে না; কিন্তু আবরণ এবং বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া হেতু অর্থাৎ রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান আবরণ এবং মিথ্যা সর্প বোধ উৎপাদন হেতু ঈদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তি অধ্যাস বা তামস জ্ঞান বাচ্য এবং দণ্ডগ্রহণ ও প্রহার চেষ্টাদি রজোগুণাত্মক ক্রিয়া ও তামস জ্ঞান বা ভ্রান্তি অবলম্বনেই কৃত হয়। এস্থলে তমোদ্বারা সত্বরজোগুণ অভিভূত সুতরাং ঈদৃশ জ্ঞানকর্ম্মাদি তমোগুণ প্রধান বা তামস।

সূক্ষ্ম বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যবহারিক জগৎই তমপ্রধান। ভ্রান্তি, অবিদ্যা বা অধ্যাস আখ্য তামস জ্ঞানাশ্রয়েই সত্ত্বরজো-গুণাত্মক সর্ব্ব ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। নিত্য-সর্ব্বগত-স্থানু-অচল-সনাতন-অব্যক্ত-অচিন্ত্য-অবিকার্য্য—দেহীর স্বরূপজ্ঞান তমোদ্বারা আবৃত না হইলে এবং দেহী আপনাকে জন্মমরণধর্ম্মা অনিত্য দেহাবচ্ছিন্ন, সচল পরিণামী, ব্যক্ত এবং বিকারশীল বোধ না করিলে জাগতিক কোন ব্যাপারেই প্রবৃত্ত হইত না; ভাষান্তরে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষ অবিদ্যা হেতু স্বীয় অশুদ্ধি অজ্ঞতা এবং বন্ধন বোধ না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, নিত্যাদিকর্ম্ম, যোগাদি সাধন, প্রবর্ত্তিত হইত না। এই জন্যই শারীরক-ভাষ্য ভূমিকায় আত্মানাত্মঅধ্যাস বিচার কালে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "তমেতমবিদ্যাখ্য মাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকাবৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তা সর্ব্বানিচ শাস্ত্রানি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরানি।" অর্থাৎ 'এই আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস অবলম্বনেই প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম এবং বিধি প্রতিষেধ ও মোক্ষশাস্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।' কিন্তু ব্যবহার জগতের ভিত্তি স্বরূপ এই বিরাট ভ্রান্তি, অধ্যাস, অবিদ্যা বা তামসজ্ঞান কোন্ গুণের কিরূপ বিকাশ হেতু, কি ভাবে উৎপন্ন হয়, ভগবান তাহা বর্ণনা করেন নাই। গুণবদ্ধ দেহীর *

---

* সত্ত্বংরজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিন মব্যয়ম্॥

বদ্ধাবস্থায় গুণতারতম্যে যে বিভিন্ন অনুভূতি ও কর্ম্ম, মাত্র তাহা লক্ষ্য করিয়াই গীতা গ্রন্থে গুণত্রয় বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রোক্ত বিরাট ভ্রান্তি বা অধ্যাসের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক, এবং গীতাবর্ণিত গুণ বিভাগই সমালোচ্য।

গুণাতীত অবস্থা এবং তদুপায় বিচার কালে তামস জ্ঞানাদি বিষয়ে ভগবদ্বাক্য এবং ভাষ্যকার ও টীকাকার গণের অভিমত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক রাজস এবং তামসজ্ঞান বিচার বিষয়ে গীতার শব্দ যোজনকৌশল, প্রসংসার্হ। সাত্ত্বিক এবং রাজস জ্ঞান বিচার কালে "সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ 'সর্ব্বেষু ভূতেষু' বাক্যে ভূতশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তামসজ্ঞান বিচার সময়ে "ভূত" শব্দের স্থলে "কার্য্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ভূত" শব্দে একমাত্র প্রকৃতিজাত পদার্থ বোধ্য, কিন্তু "কার্য্য" শব্দে প্রকৃতিজাত বৃক্ষাদি এবং মানবকৃত গৃহাদি উভয়বিধ পদার্থই গৃহীত হইতে পারে; সুতরাং "একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌবা" ভাষ্যকার এবং টীকাকার গণের এই ব্যাখ্যা সঙ্গতা। কিন্তু নগ্ন ক্ষপণকাদি কিংবা দিগম্বর চার্ব্বাকাদির প্রতি কটাক্ষ পূর্ব্বক আত্মা বা জীবের দেহ পরিমাণত্ব বোধের তামসত্ব প্রতিপাদন যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ দেহ পরিমাণ আত্মবোধ দেহীমাত্রেরই স্বভাব; দেহের বহির্দ্দেশে জীব স্বীয় সত্তা অনুভব করে না। ভগবান্ উপদেশ কালে এবং ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ

তাহা ব্যাখ্যা কালে তদ্রূপই বোধ করিতেছিলেন। স্বীয় এবং অপরের পৃথক পৃথক দেহে যে স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান তাহা পূর্ব্বশ্লোকে, রাজস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং অবতারাখ্য জীবদেহ, ভক্তকল্পিত চিদ্ঘনদেহ, কিংবা মানবনির্ম্মিত প্রতিমাদিরূপ 'কার্য্যে' ঈশ্বর জ্ঞানই অহেতুকত্ব অতত্ত্বার্থবত্ব এবং অল্পত্ব হেতু তামসজ্ঞান; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। তন্মধ্যে অবতারের দেহ প্রকৃতিজাত 'কার্য্য' এবং চিদ্ঘনদেহ ও প্রতিমাদি মানবের মনঃ কল্পিত এবং হস্ত নির্ম্মিত 'কার্য্য'।

ভ্রমদ্বিবিধ, নৈসর্গিক ভ্রম এবং ইচ্ছাকৃত ভ্রম। অরূপ আকাশে নীলিমাদি দর্শন নৈসর্গিক ভ্রম, ইহা সার্ব্বজনিক; বিগ্রহ বিশেষে ব্যাপ্ত বিষ্ণুজ্ঞান, স্ত্রীমূর্ত্তি বিশেষে প্রকৃতির পূর্ণাবেশ জ্ঞান ইচ্ছাকৃত ভ্রম, ইহা ধর্ম্মজগতে সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের বহিঃস্থ ব্যক্তি উক্ত বিগ্রহ বা মূর্ত্তিতে "কৃৎস্নবৎ" কিছুই দর্শন করে না। ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন সহ এই ভ্রমও পরিবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ এক-কার্য্য পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কার্য্য পদার্থে কৃৎস্নবৎ জ্ঞান জন্মে। ঈদৃশ ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তিরই ভগবান্ তামসজ্ঞান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই তামস জ্ঞানাবলম্বনে সাধন-ভজন প্রার্থনা ক্রন্দনাদি যাহা কিছু কৃতহয় ধর্ম্ম জগতে তাহাই সাত্ত্বিক বাচ্য; কিন্তু প্রার্থনা ক্রন্দনে প্রকাশকত্ব, সুখসঙ্গত্ব, এবং জ্ঞানসংজ্ঞত্বাদি সত্ত্বগুণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় কি?

উক্ত তামস জ্ঞানাবলম্বনেও জীবহৃদয়ে ভক্তি প্রেমাখ্য

আসক্তির ক্রিয়া হয়; এই বৃত্তি রজোগুণাত্মক; কিন্তু এই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ জনিত "অষ্টসাত্ত্বিক ভাব" সত্ত্বগুণাত্মক কি?

সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ নায়ক নায়িকার স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয় এই অষ্টভাবের সাত্ত্বিক অর্থাৎ সদ্ভাব আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক আসুরিক পৈশাচিকাদি নিকৃষ্ট ভাব হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। * এই সকল ভাবের আবির্ভাব জন্য আলম্বন এবং উদ্দীপন প্রয়োজন; নায়ক হৃদয়ে নায়িকা এবং নায়িকা হৃদয়ে নায়কই আলম্বন, চন্দ্রালোক, কোকিলকাকলী, মলয়ানিলাদি ভাব উদ্দীপনের কারণ। এই অষ্টভাব সাত্ত্বিক আখ্যা সত্তেও বাস্তবিক সত্ত্বগুণাত্মক নহে; উহা ভক্তিপ্রেমাখ্য রাজসবৃত্তির বাহ্যভাব বা বাহ্য বিকাশ মাত্র। ভগবান ও বলিতেছেন "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্" সুতরাং অষ্টসাত্ত্বিক ভাব রাজস; তন্মধ্যে প্রলয় স্তম্ভাদির তামস বিশেষণও নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সংস্কৃত সাহিত্যের নায়ক নায়িকার অনুরাগ বা আসঙ্গ-তৃষ্ণা এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাব ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ অধোগতিই প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ ব্যবহার জগতে নায়ক নায়িকার ভাব পৃথক পৃথক দেহে পৃথকজ্ঞান বা রাজসজ্ঞান মূলক; কিন্তু ধর্ম্মজগতে উক্ত

---

* "স্বেদস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথবেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকামতাঃ॥"

ভাববৃত্তির আলম্বন ভক্তের কল্পনাজাত শ্রীবিগ্রহ কিংবা হস্ত-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। ঈদৃশ কার্য্যপদার্থে ঈশ্বরবোধই ভ্রান্তি বা তামসজ্ঞান বাচ্য। ঈদৃশ তামসজ্ঞানের ক্ষীণালোকেই কৃষ্ণরূপ কোকনদ অপেক্ষাও কমনীয় এবং পীতধরাদি রাখাল-বেশ রাজবেশ হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান হয়, জাগতিক সর্ব্ব-কর্ম্মাপেক্ষা গোচারণ এবং নবনীতাদি অপহরণ বিশিষ্টাকার ধারণ করে, এবং নগ্নানারীর বসন হরণ ও পরদারাভিমর্ষনাদি পরম তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়।

ভক্তিজগতে শ্রীবিগ্রহই অষ্টভাবের অবলম্বন, গোচারণ, বেণুবাদন, এবং বস্ত্রহরণ, রাস ও মানভঞ্জনাদি শৃঙ্গার রসাত্মক-লীলাকাহিনী শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনাদি এই ভাবের উদ্দীপক। যদিও ভক্তিক্ষেত্র সর্ব্বত্রই সজল অর্থাৎ অশ্রুসিক্ত, এবং স্তম্ভ প্রলয়াদিও, নিতান্ত বিরল নহে, তথাপি ভক্ত জনের স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক ভ্রান্তি না জন্মিলে, অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের পূর্ণ আবেশ হয় না। অর্থাৎ ভক্তজন যখন স্বীয় পুরুষত্ব বিস্মৃত হইয়া এবং আপনাকে রাই কিশোরী কিংবা কোন কিশোরী লীলাসহচরী মনে করিয়া সেই ভাবে ভাবুক হইতে পারেন, তখনই পূর্ণভাবের আবেশ হইয়া থাকে। উপাস্য এবং উপাসক সম্বন্ধে ঈদৃশ দ্বিবিধ ভ্রান্তি বা ঘোর তামসজ্ঞান যে বৃত্তি এবং ভাবের ভিত্তি তাহার সাত্ত্বিক কিংবা রাজস বিশেষণ উপযোগী হয় কি? যাহাকে অবলম্বন করিয়া অষ্টভাব উচ্ছসিত হয় তাঁহার বাক্যানুসারে এই ভাবের সাত্ত্বিকতা উপপন্না হয় না।

সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত, অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের অতিরিক্ত "মুখসঙ্ঘর্ষণ" "রক্তধারা" "মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত" রূপ ভাবত্রয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়; বৃন্দাবন লীলাকালে বিরহবিধুরা গোপাঙ্গনার জীবনে, কিংবা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী কোন প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে ঈদৃশ ভাবের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবাপন্ন হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতরণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান যখন আত্মবিস্মৃতি হেতু আত্মবিরহে অধীর হইয়াছিলেন তখনই এই ভাবত্রয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল! সুতরাং উক্তভাব ত্রয়ের সাত্ত্বিক আখ্যার স্থলে অপ্রাকৃত আখ্যা ও ভক্তবাঞ্ছিত হইতে পারে। কিন্তু ত্রিবিধ ভ্রান্তির সমাবেশ ভিন্ন এই ভাবত্রয়ের আবির্ভাব সম্ভব হয় না, প্রথম, আত্মস্বরূপে ভ্রান্তি; (এই ভ্রান্তির আবির্ভাব ভিন্ন নটবর ভগবানে নারীভাবের উন্মেষ হইতে পারে না,) দ্বিতীয়, "আমি শ্রীরাধা" ইত্যাকার ভ্রান্তি, তৃতীয়, আত্মেতর শ্রীকৃষ্ণসত্তা কল্পনা করিয়া তাহার বিরহ বোধ। ঈদৃশ ত্রিবিধ ভ্রান্তি বা তামসজ্ঞান যাহার ভিত্তি সেই ভাবত্রয় কোন গুণাত্মক তাহা নিরপেক্ষ জনের বিচার্য্য। কৃত্রিম সুবর্ণালঙ্কার অগ্নির উত্তাপে বিবর্ণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করে। কল্পনাময় ধর্ম্মরাজ্যে সমাদৃত সাত্ত্বিকাখ্য ভাববৃত্তিকর্ম্মাদি বিবেকানল স্পর্শমাত্র কিমাকার ধারণ করিতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই দর্শনীয়।

ধর্ম্মরাজ্যে তামসজ্ঞানাশ্রয়ে রজোগুণের ক্রিয়া বাহুল্যই পরিলক্ষিত হয়, স্বীয় উপাস্যে এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে আসক্তি, অন্যের উপাস্যে এবং অপর সম্প্রদায়ে বিরক্তি জনিত ক্রোধাদি বৃত্তির ক্রিয়া, দেবালয় বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা, বাক্যবলে বা, শাস্ত্র-বলে, ধর্ম্ম রক্ষা বা প্রচার প্রভৃতি কর্ম্ম রজোগুণাত্মক।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।" অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ পূর্ব্বক বিচিত্র রূপগুণসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভাবেই গ্রহণ করে, সেই রাজসজ্ঞানই ব্যবহারিক জগতের ভিত্তি। এই জ্ঞান হইতেই আত্মপর, উচ্চনীচ, হেয়, উপাদেয় বোধ এবং তজ্জনিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহাদি এবং দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, লোভাদি বৃত্তি বিকাশিতা হয়। এই জ্ঞান হইতে গার্হস্থ্য-সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাজনীতি এবং শিল্প-বাণিজ্য যুদ্ধবিগ্রহাদি সমন্বিত সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। এইজ্ঞানই সাংসারিক সুখ দুঃখের ভিত্তি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুণত্রয় মিশ্রভাবে ক্রিয়া করে, কারণ মন ত্রিগুণান্বিত, ব্যবহার জগতে রজোগুণ প্রবল কিন্তু তৎসহ সত্ত্ব-তমঃ ও মিশ্রিত থাকে, এবং বিবেকাদি সত্ত্ব ও মোহাদি তমোগুণের মাত্রানুসারে সুখদুঃখের ন্যূনাধিক্য হয়।

"সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।" সাত্ত্বিক জ্ঞানালোকে পদার্থের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অনুগামি রাজসজ্ঞানকালে পৃথ্বীর সমতলত্ব এবং অচলত্ব প্রতীয়মান হয়;

তামসজ্ঞান সেই অচলাপৃথ্বী বাসুকির মস্তকে কিংবা "এটলাস" *দেবের স্কন্ধে স্থাপন করে; কিন্তু সাত্ত্বিকজ্ঞান পৃথ্বীর স্বরূপ অর্থাৎ গোলত্ব ও সচলত্ব প্রতিপাদন এবং উহা শূন্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাসুকি এবং এটলাস উভয়কে অব্যাহতি প্রদান করে।

রাজসজ্ঞানকালে আকাশের নীলিমা এবং কটাহাকারে সত্য প্রত্যয় হয়; তামসজ্ঞানী তাদৃশ দৃঢ় ভিত্তির উপর কল্পনা উপাদানে স্বর্গরাজ্য গঠন পূর্ব্বক স্বীয় অদ্ভুত কর্ম্ম, কল্পিত ভগবানে আরোপ করে, এবং যিনি স্তম্ভের আশ্রয় ভিন্ন ঈদৃশ বৃহৎ গুরুভার বস্তু শূন্যে স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার অপার মহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হয়; † কিন্তু অরুণ উদয়ে অন্ধকারধ্বংস সাত্ত্বিক-জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র আকাশের নীলিমা সহ স্বর্গরাজ্যের সত্তায় মিথ্যা প্রত্যয় বিদূরিত হয়।

বিদ্যুতের ভৈরবনাদ এবং ভীষণ শক্তি দর্শনে রাজসজ্ঞান অভিভূত হয়; তামসজ্ঞান সেই ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের হস্তে সসম্ভ্রমে অর্পন পূর্ব্বক ভীতচিত্তে নমস্কার করে; কিন্তু সাত্ত্বিকজ্ঞানে 'স্বরূপ' প্রকাশিত হইলে সেই ভয়াবহ বিদ্যুতই আলো প্রদান, বার্ত্তাবহন, যন্ত্রচালন এবং ব্যাজনাদি দ্বারা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় মানব জাতির সুখবিধান করে।

রাজসজ্ঞানে স্থাবরাদি পদার্থ অচেতন এবং জঙ্গম পদার্থ

---

* গ্রীকদেবতা। † কোরাণের বহুস্থলে ইহার উল্লেখ আছে।

সচেতন উপপন্ন হয়; তামসজ্ঞানী স্থাবর উদ্ভিদাদি ধ্বংসকার্য্য নিষ্পাপ এবং জঙ্গম ধ্বংস মহাপাপ বোধহেতু নিরামিষ আহার্য্য দ্বারা সত্ত্বগুণ আহরণ পূর্ব্বক আমিষ আহারীকে ঘৃণা করে; কিন্তু সাত্ত্বিক জ্ঞানালোকে স্থাবরাদি পদার্থও জঙ্গমবৎ সচেতন প্রতীয়মান হয় এবং দ্বিবিধ পদার্থের ধ্বংসকার্য্য একাকার ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ সাত্ত্বিকজ্ঞান যখন জড় বিষয় অবলম্বন করে, তখন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক বিজ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

উৎপত্তি বিনাশশীল বিচিত্র পদার্থ সমন্বিত জগৎ রাজসজ্ঞানকালে কার্য্যরূপে প্রতিভাত হয়; এই কার্য্যরূপ জগতের কারণ-অনুসন্ধিৎসুজন যখন তামসজ্ঞানের ক্ষীণালোকে কল্পনা কাননে ভ্রমন করে, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কিংবা বটপত্রে ভাসমান বিষ্ণু, অথবা শ্রীরাধা প্রসূত প্রকাণ্ড অণ্ড তাহার নেত্রপথের পথিক হয়; কিন্তু সাত্ত্বিক জ্ঞানকিরণের উন্মেষ মাত্র উহার অযাথার্থ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কল্পনাকানন অতিক্রম পূর্ব্বক অনুসন্ধিৎসু যখন সাত্ত্বিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত প্রমেয় প্রমাণাদি সমন্বিত যুক্তিরাজ্যে অগ্রসর হয় তখন প্রথমে পরমাণু সহ চেতন সত্তা, পরে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ, জগতের কারণ রূপে প্রত্যক্ষ করে। অবশেষে এই অনন্ত জগৎ এক অজ্ঞেয় সত্তার অভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তন রূপে অভিব্যক্ত হয়। সংক্ষেপতঃ সাত্ত্বিকজ্ঞান যখন প্রপঞ্চের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ ভ্রান্তি নিরাসে প্রয়াস করে তখন ইহা দর্শন আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

দর্শনাখ্য সাত্ত্বিকজ্ঞান, "নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্" যুক্তি প্রমাণ বলে তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ববিধ কল্পনা জল্পনা ভ্রমপ্রমাদ ইহাদ্বারা দূরী-ভূত হয়। সম্যগ্দর্শী "নেতি নেতীতি" বাক্যে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত অর্থাৎ কল্পিত সর্ব্বপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করেন। এই সাত্ত্বিক জ্ঞানদ্বারা বিভক্ত সর্ব্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয়ভাব অর্থাৎ একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইহারই নামান্তর একাত্ম বিজ্ঞান। কিন্তু সেই এক অদ্বয় পদার্থের স্বরূপ সাত্ত্বিক বা দার্শনিক জ্ঞানালোকেও নিরূপিত হয় না; কারণ সত্ত্বগুণ এবং সাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকৃতিসম্ভব, এবং জগৎ কারণ অর্থাৎ যাহা জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত তাহা "প্রকৃতেঃ পরঃ"।

প্রকৃতি-সম্ভব-গুণত্রয়-সম্বদ্ধজীব প্রকৃতির পরপার স্পর্শ করিতে অক্ষম; প্রকৃতিজাত ভক্তিপ্রেমাদিভাবক্লিন্ননেত্র উহা দর্শন করিতেও সক্ষম নহে। ত্রিগুণাতীত না হইলে, প্রকৃতির আবরণ ভেদ না করিলে, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব-পর কি? পক্ষান্তরে ত্রিগুণ সাম্য হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনরূপ প্রাকৃতিক ত্রিপুটী ও পিণ্ডিত হয়, তখন কে কি উপলব্ধি করে? সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিতেছে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?"

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে" প্রভৃতি ভগবদ্বাক্য যে নিরর্থক, উহা যে গুণাতীত হইবার উপায় নহে, এবং গীতাপ্রোক্ত গুণাতীতের লক্ষণ যে অবান্তর বাক্য মাত্র তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিবেক অনিলে উদ্দীপ্ত বৈরাগ্য অনল যখন রাগ দ্বেষ, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রকৃতি সম্ভব দ্বন্দবৃত্তিসহ দেহাভিমানরূপ ইন্ধন ভস্ম করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তখন প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের অধিষ্ঠান রূপ যে সত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমার্থতঃ গুণাতীত বাচ্য ; ব্রহ্ম আত্মা প্রভৃতি এই অদ্বয় সত্তারই বিভিন্ন অভিধান।

যুগাবতার।

গীতাগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ, সপ্তম, এবং অষ্টম শ্লোকে অবতারবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং এই শ্লোকত্রয় সহ অবতারবাদ সমালোচ্য।

অবতারবাদ অবৈদিক, বেদ চতুষ্টয়ে যুগচতুষ্টয় এবং যুগাবতার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই; বেদান্ত শাস্ত্রেও তদ্রূপ; সুতরাং বৈদিক এবং বৈদান্তিক ঋষির এতদ্বিষয়ে সম্যক্ অজ্ঞতাই উপপন্ন হয়। হিন্দুগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন; সুতরাং এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মের ও অভিজ্ঞতা প্রমাণিতা হয় না।

জগদুৎপত্তিসহ যুগোৎপত্তিই সমীচীন সিদ্ধান্ত, কারণ ঘটনা ভিন্ন কাল নিরূপিত হয় না। ভূতাদির ক্রমবিবর্ত্তনে স্থাবরাদি জীবোৎপত্তির বহুকাল পরে মানবের উৎপত্তি, বিজ্ঞান এবং যুক্তি সম্মত; সুতরাং সত্যযুগ সহ জগদুৎপত্তির দ্রষ্টা মানবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। মৎস্য এবং বরাহাবতার স্বীকৃত হইলে সত্যযুগে প্রলয়দ্বয় ও, স্বীকার করিতে হয়; নতুবা মীন ভগবানের জীব রক্ষা এবং বরাহ ভগবানের জলমগ্না পৃথিবী উদ্ধার প্রমাণিত হয় কি? প্রথম প্রলয়ে জীব রক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং যুগোৎপত্তি সম্বন্ধে কষ্টকল্পনা সম্ভবপর; কিন্তু দ্বিতীয় প্রলয়ান্তে বরাহভগবানোদ্ধৃতা পৃথিবীতে মানবাদি জীবের অভাব ও নবজীবের উৎপত্তিই যুক্তি সঙ্গত। অতএব নবজীবের বংশধর-

ব্রহ্মপরবর্ত্তি পুরাণকর্ত্তার সত্যযুগের জন্ম তিথি এবং বৎসর গণনা অসত্য এবং অবতার কাহিনী কল্পনা মাত্র।*

জলদ্বারা পৃথ্বীপ্লাবন এবং জীবরক্ষা কল্পে কৃতসংকল্প শ্রীভগবান্ সফরীমৎস্যাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক তর্পণপরায়ণ মনুর অঞ্জলি মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বিংশতি অযুত যোজন ব্যাপী বৃহদাকার ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে জলমগ্না পৃথ্বীর স্বেদাণ্ডজ উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ সকল প্রাণী পুঁটীভগবানের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বাইবেলের "যেহোভা" ভগবান্ মানবের পাপ প্রক্ষালনার্থে স্থাবর জঙ্গমাদি জীবসহ পৃথ্বীবিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই প্রলয়ে "নোয়ার আর্ক" মধ্যে ভাবীজৈব সৃষ্টির বীজমাত্র রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতীয় ভগবান্ সমগ্র জীবরক্ষা পূর্ব্বক পৃথ্বীজলমগ্না করিয়াছিলেন। সত্যযুগে "পুণ্যং পূর্ণং পাপংনাস্তি" সুতরাং এইরূপে পৃথ্বীপ্রক্ষালনের অয়োজন পৌরাণিক ভগবান্ এবং পুরাণ কর্ত্তা ভিন্ন অপরের অবোধ্য। বিবেক বলিতেছে, সত্যযুগের পুণ্যপূর্ণা পৃথ্বীপ্রক্ষালণরূপ পণ্ডশ্রমে ভগবানের কোন প্রয়োজন ছিল না। বরঞ্চ পৌরাণিক অজ্ঞতারূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ স্লাবপঙ্কাবৃত ভারত এখন প্রক্ষালিত হইলে কলির জীবের কল্যাণ সাধিত হয়।†

* বৈশাখশুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিং।
তৎপরিমানঃ ১৭২৮০০০ বর্ষাণি। তত্রাবতারাশ্চত্বারঃ।"

† "অজ্ঞান মল পূর্ণত্বাৎ পুরাণাং মলিনং স্মৃতম্।"

কূর্ম্মাবতারে শ্রীভগবান্ সমুদ্র মন্থনদণ্ডরূপ মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। হিমালয় মন্দরাদি বৃহত্তম মন্থনদণ্ড ধারণক্ষম বহু পর্ব্বত সমুদ্র-মধ্যে নিহিত আছে; এইভূতত্ত্ববিদ্যা-বিষয়ে অজ্ঞতাহেতুই পুরাণকর্ত্তৃগণ কূর্ম্মপৃষ্ঠে মন্দর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান মন্থনদণ্ডাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। অহো! অজ্ঞতা সর্ব্বত্রই দুঃখপ্রদা।

বরাহাবতার, হিরণ্যাক্ষবধ, পৃথিবীগর্ভে নরক নামক অসুর উৎপাদন এবং দন্তদ্বারা জলমগ্না পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষবধ বরাহ ভগবানের সহজ সাধ্য। পৃথিবী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং তাহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও ব্যাকরণ সঙ্গত। কিন্তু পৃথিবীতে জল স্থিত অথবা জল মধ্যে পৃথিবী ভাসমানা? জলে পৃথিবী নিমজ্জন এবং জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার সম্ভবপর কিনা, এবং পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া বরাহ ভগবান পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন অথবা অপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা পুরাণে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

অসংখ্য সৌরজগৎ সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বালুকণিকা-পেক্ষাও ক্ষুদ্রতম পৃথ্বীস্থ সূক্ষ্মকীটাণুসম হিরণ্যকশিপুর রিপুরূপে বিশ্বপতি নৃসিংহাকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে দৈত্যরাজ স্বাভাবিক ক্রমেই কাল কবলিত হইত, অথবা ব্যাধিকীট বিশেষের প্রতি অনুজ্ঞা করিলে সহজে কার্য্য সম্পন্ন হইত, তবে ভীষণ নৃসিংহাকার ধারণ পূর্ব্বক তাদৃশ

নৃশংস কর্ম্ম সাধনের কি প্রয়োজন ছিল? স্বীয় প্রভাব এবং ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদন জন্যই দয়াময় হরি স্বহস্তে এই বীভৎস কর্ম্ম করিয়াছিলেন॥ স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অপরের ভক্তি-শ্রদ্ধাদি লাভের জন্য জগতে কত কর্ম্মই কৃত হইয়াছে; ইহা ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম; সুতরাং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভগবানে ও ঈদৃশ কর্ম্ম অস্বাভাবিক নহে।

ত্রেতাযুগে ভগবান্ বামনরূপে কশ্যপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরি এই অবতারে সদা সত্যনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-নিরত বিশ্ববিজয়ী-বদান্যবর-বলীকে যাচকবেশে ছলনা করিয়াছিলেন; এবং তাহার সাম্রাজ্য কাপুরুষ-গুরুপত্নীগামী-পাষণ্ড ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক পৌরাণিক ভগবানোচিত সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরশুরাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার।* তাহার জীবদ্দশায়ই বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশে রাম, চতুর্থাংশে ভরত, এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশে লক্ষ্ণ ও শত্রুঘ্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অথচ বিষ্ণুর দ্বিত্ব বা বহুত্ব কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই। এস্থলে গণিত বিদ্যাসহ পুরাণাদি শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিরোধ পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমীপে নগণ্য গণিতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কোনমতে দ্বাপরযুগের অবতার হলধর বলরাম। তিনি কাদম্বরী সুরাপানে সতত প্রমত্ত থাকিতেন; সুতরাং নিরীহ সূত হত্যা ব্যতীত অপর কোন শূরোচিত কর্ম্মদ্বারা ভূভারহরণ কিংবা

* "পশ্চাত্তস্যাং স্বয়ং জজ্ঞে ভগবান্ মধুসূদনঃ।" রামায়ণ।

সরসলীলা দ্বারা সাধ্বী পরিত্রাণের অবসর হয় নাই। এবং তিনি বাক্য দ্বারা কিংবা বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় ঈশত্ব প্রমাণার্থে প্রয়াস ও করেন নাই। সুতরাং অনেকের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণাবতার, মতান্তরে পূর্ণ ভগবান্।

বিষ্ণুপুরাণের "উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌসিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।" মহাভারতের "সচাপি কেশৌ হরিরুচ্চজর্হ শুক্লমেকমপরঞ্চাপিকৃষ্ণম্।" এবং ভাগবতের "ক্লেশবায়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।" প্রভৃতি বাক্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের অবতারত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উৎপন্ন হয়। অসুরভারক্লিষ্টা বসুধার দুঃখাপনোদনার্থে ভগবান পরমেশ্বর সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "তস্যায় মষ্টমোগর্ভো মৎক্লেশো ভবিতা সুরাঃ।" অর্থাৎ 'হে সুরগণ তাহার অষ্টমগর্ভে আমার কেশ উৎপন্ন হইবে।' সুতরাং পরমেশ্বরের পক্কাপক্ক কেশের ন্যায় রামকৃষ্ণের অবতারত্ব ও পৌরাণিক কল্পনা মাত্র; প্রোক্ত বাক্যে ইহাই উপপন্ন হয়।

"কেশারশ্ময়ঃ" এই নিরুক্ত অনুসারে কেশ শব্দের রশ্মি বা জ্যোতি অর্থ ও উপপন্ন হয়; কিন্তু যে অনন্ত চৈতন্য জ্যোতিঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, মানবীর সঙ্কীর্ণ গর্ভ মধ্যে তাহার সঙ্কোচ সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে প্রভাকর হইতে প্রভা, জ্যোতিষ্মান হইতে জ্যোতি বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার সত্তা থাকে না। সুতরাং এস্থলে "উজ্জহার" "উচ্চজহ্রে" প্রভৃতি শব্দ থাকা হেতু কেশ শব্দের রশ্মিঅর্থ সঙ্গত হয় না।

শ্রৌতশ্রুতির সহ এই পৌরাণিক তত্ত্বের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" অর্থাৎ জীবন্তপুরুষের ইচ্ছা প্রযত্ন এবং নিমিত্তোপাদান কারণ ব্যতীত দেহ হইতে কেশ লোমাদি যেমন স্বাভাবিক ক্রমে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ নামরূপ হীন অক্ষর বা বিশ্বকারণ হইতে নামরূপাত্মক বিশ্বের উৎপত্তি হয়। মুণ্ডক শ্রুতির এই দৃষ্টান্তের কেশলোমাদি অবলম্বনে পৌরাণিক ভগবানের সিতকৃষ্ণকেশ এবং তাহার উৎপাটন কল্পনা দ্বারা জাগতিক সর্ব্বপদার্থের স্বরূপ এবং উৎপত্তি ক্রম সহ অবতারের স্বরূপ এবং অবতরণ ক্রমের সমন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে কি?

ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ এই পৌরাণিক কল্পনার ব্যাখ্যা-কল্পে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভাগবতভাষ্যে গৌরীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য।

"সিতকৃষ্ণ কেশ" বাক্যের ব্যাখ্যা কল্পে চক্রবর্ত্তি মহাশয় বলিতেছেন, "সিতঃ = রুদ্র, কৃষ্ণ = বিষ্ণুঃ, কঃ = ব্রহ্মা, ঈশঃ = পূর্ণভগবান্।" কিন্তু "উজ্জহার এবং উচ্চজহ্রে প্রভৃতি শব্দ সহ এই অর্থের সঙ্গতি হয় কি? সিতকৃষ্ণকেশরূপ রুদ্র বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং পূর্ণ ভগবান্ কাহাদ্বারা কি ভাবে উৎপাটিত হইয়াছিলেন? "মৎকেশোভবিতা সুরাঃ" ইহার অর্থ কি 'আমার ব্রহ্মা এবং পূর্ণ ভগবান জন্মিবেন?'. অহো! "কেশ" শব্দরূপ নিভৃতনিকুঞ্জে, ক+ঈশের যুগলমিলন দর্শনে এবং "ক = ব্রহ্মা, ঈশ = পূর্ণ ভগবান" কেশ শব্দের এই ভক্তজন প্রাণতোষিণী আধ্যাত্মিক

ব্যাখ্যা শ্রবণে কত প্রেমাশ্রু নেত্রপথে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার পরিমাণ কে করিবে? কিন্তু ভগবান্ যখন স্বয়ং বলিতেছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে তখন পৌরাণিক জল্পনা উপেক্ষা পূর্ব্বক ভগবদ্বাক্যেরই সমালোচনা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠশ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

অর্থাৎ আমি অজ অব্যয় আত্মা এবং ভূতাধীশ হইয়াও, প্রকৃতিকে বশ পূর্ব্বক মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি বা দেহীরূপে অবতরণ করি। অহো! যিনি এই বাক্যের বক্তা তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ।" অর্থাৎ, হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, আমিই সকল ভূতের আদি বা জন্ম, মধ্য বা স্থিতি, এবং অন্ত বা শেষ। এই শ্লোকে ভগবান অহঙ্কারাদেশ বাক্যে বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্র এবং তাহাতে গ্রথিত "যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্রেরই অনুবাদ করিতেছেন। নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ এক হইলে তাহা কার্য্য হইতে অভিন্ন হয়; ইহা জগত্তত্ত্ব এবং জীবেশ্বর তত্ত্ব বিচারকালে মীমাংসিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ ভগবান্ শ্রৌত জগৎকারণ সহ স্বীয় অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ বলিতেছে "অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃহীতো মর্ত্তো

মর্ত্তেনা সযোনিঃ। তাশশ্বন্তা বিষুচিনা বিয়ন্তানান্যং চিক্যুর্ণ নিচিক্যুরণ্যম্॥" এই মন্ত্র ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, "অমর্ত্ত্যঃ অমরণ ধর্ম্মায়মাত্মা মর্ত্তেন মরণধর্ম্মনা ভূতাত্মনা দেহেন সযোনিঃ সমান স্থানভ্রয় পরিচ্ছেদকো দেহোহস্তি তত্র সর্ব্বত্র সোহয়মপি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ।......পরমাত্মৈব সূক্ষ্ম শরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কর্ম্মকৃত্বা তদ্ভোগায় জীবসংজ্ঞঃ লব্ধা শরীরত্রয়েণ সম্বদ্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি।" অর্থাৎ অজ নিত্য পরমাত্মাই অনিত্য দেহোপাধিবশতঃ জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তরে সঞ্চরণ করেন। "প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো বহুধা বিজায়তে" প্রভৃতি মন্ত্রে, অথর্ব্ববেদ, এবং এষোহদেবঃ প্রদিশোহনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতং সউ গর্ভে অন্তঃ।" সএব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।" প্রভৃতি মন্ত্রে যজুর্ব্বেদ এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। এই বৈদিক তত্ত্বাবলম্বনেই বৃহদারণ্যক বলিতেছে "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবণুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" অর্থাৎ তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন চলিতেছেন, যেন উভয়লোকে বিচরণ করিতেছেন। শ্রুতির এই "ইব" (যেন) শব্দ দ্বারা দেহীর দৃশ্যতঃ ভিন্নত্বের এবং কর্ম্ম, কর্ম্মফলাদির পারমার্থিকতা অস্বীকৃতা হইতেছে। অর্থাৎ জগৎকারণ বহুত্ব প্রাপ্ত না হইয়াও, সচল বহু দেহীবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। এই মিথ্যা দৃষ্টি দৃশ্যের নামান্তর মায়া। শ্রুতি, "মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি" বাক্যে এক

অদ্বয় সত্তায় ঈদৃশ নানাত্বদর্শন রূপ ভ্রান্তিতে সত্য প্রত্যয়ের নিন্দা করিতেছে। অর্থাৎ যেমন আকাশের নীলিমা এবং কটাহাকৃতি সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, কিন্তু এই দৃশ্যে সত্যপ্রত্যয় অজ্ঞতা-মূলক এবং নিন্দার্হ, তদ্রূপ একত্বে বহুত্ব বা নানাত্ব সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ কিন্তু উহাতে সত্যপ্রত্যয় অবিদ্যামূলক, এবং শ্রুতি উক্ত বাক্যে তাহারই নিন্দা করিতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিত্য-সর্ব্বগত অচল সনাতন অব্যক্ত অচিন্ত্য অবিকার্য্যাদি বিশেষণ দ্বারা দেহীর পারমার্থিক স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং দেহীর ব্যবহারিক স্বরূপ অর্থাৎ জন্মমৃত্যু পরিছিন্নত্ব, সচলত্ব বা ক্রিয়াশীলত্ব, পরিবর্ত্তন, অভিব্যক্তি এবং পাপাদি জনিত বিকার পরমার্থতঃ মিথ্যা, অর্থাৎ মায়িক। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্ত-মিবচ স্থিতম্" অর্থাৎ জগৎকারণ অবিভক্ত হইয়াও বিচিত্র ভূতে বিভক্তবৎ স্থিত। এই শ্লোকে শ্রৌত "ইব" শব্দদ্বারা দেহী বা আত্মার বহুত্ব যে পরমার্থতঃ মিথ্যা, অর্থাৎ মায়িক; তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বেদ বেদান্ত এবং গীতার বাক্য বিশেষ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, এক অদ্বয় জগৎকারণই প্রকৃতি বা মায়া যোগে বহু-দেহী রূপে অধ্যাসিত।

যে পুরুষ, আত্মা বা ব্রহ্মাখ্য কারণসত্তা জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত, শ্রুতি "বিভু" বিশেষণ দ্বারা যে কারণসত্তার জগদ্রূপ কার্য্যসহ অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বগত, পরাবর, প্রভৃতি বাক্যে শ্রুতি স্মৃতি যে ভূমসত্তা নির্দ্দেশ

করিতেছে, তাহা ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেহবিশেষে প্রবিষ্ট হইলে জগৎ ধ্বংসেরই সম্ভাবনা। যাহা সর্ব্বরূপ তাহা যদি রূপ বিশেষে সীমাবদ্ধ হয়, এবং যাহা সর্ব্বাত্মা তাহা যদি দেহ-বিশেষের আত্মা বা দেহীরূপে পরিচ্ছিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে অপর সর্ব্বরূপ ও সকল দেহীর অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবে ?

প্রাচ্য শ্রুতি এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ এক। নিমিত্তকারণ রূপ স্বর্ণকার অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছ গমনে সক্ষম ; কিন্তু উপাদান কারণ অন্তরিত হইলে অলঙ্কারের সত্তা লোপ হয়। অথবা সর্প ভ্রমকালে তাহার অধিষ্ঠান রূপ রজ্জু অপসৃতা হইলে সর্পও তৎসহ অদৃশ্য হয়। যিনি অনন্ত বিশ্বের নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ বা অধিষ্ঠান, তিনি অবতীর্ণ হইলে অর্থাৎ দেহ বিশেষে সীমাবদ্ধ হইলে জগতের সত্তা কিরূপে রক্ষিতা হয় ?

অনন্তের অবতরণ অবিবেকিজনই বিশ্বাস করিতে পারে, জীববিশেষে অবতারত্ব আরোপ পূর্ব্বক আরাধনা ও করিতে পারে, কিন্তু বিবেক নেত্রে ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মাবতার রূপে প্রতিভাত হয়।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষষ্টিতম শ্লোকে উক্ত যন্ত্রী ঈশ্বর, যিনি হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যন্ত্রবৎচালন করেন, তিনি অবতরণ করেন কি ? অথবা পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে উক্ত নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত প্রভু, অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন কি ? না ; কারণ, যিনি রাবণ কংসাদির হৃদয়ে

অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যন্ত্রবৎ পাপকর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি দুষ্কৃত উপাধি প্রদান পূর্ব্বক পুনশ্চ তাহাদিগকে বিনাশ করিলে সেই ঐশ কর্ম্মই বিবেকানুসারে দুষ্কৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং জৈব কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে সম্যক্ উদাসীন প্রভুর সাধু পরিত্রাণ দুষ্কৃত বিনাশ বা ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অবতরণের প্রবৃত্তিই যুক্তিযুক্ত নহে।

সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষাখ্য চেতন সত্তা প্রকৃতি সংযোগে দেহী বা জীব রূপে অভিব্যক্ত। প্রাকৃতিক গুণবৈষম্যে তাহাদের ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব পরিলক্ষিত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা অভিন্ন। তাদৃশ কোন পুরুষে পৌরাণিক ঐশ অবতারত্ব উপপন্ন হয় না। সুতরাং বেদবেদান্ত বা সাংখ্য সম্মত সৃষ্টি সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া অবতারবাদ প্রতিপাদন সম্ভবপর নহে। যিনি সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশ জন্য যুগে যুগে অবতরণ করেন, তিনি সর্ব্বরূপ সর্ব্বাত্মা জগৎকারণ নহেন, গীতা প্রোক্ত সচেষ্ট বা নিশ্চেষ্ট ঈশ্বর নহেন, সাংখ্যসম্মত বহু পুরুষের একতম ও নহেন ; বাইবেলের 'যেহোভার' কোরাণের 'আল্লার' কিংবা কোন পৌরাণিক জীবেতর জগদিতর ভগবানেরই ঈদৃশ অবতরণ সম্ভবপর। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের দেশতঃ এবং বস্তুতঃ ব্যবচ্ছেদহেতু কালতঃ অপরিচ্ছিন্নত্ব বা নিত্যত্ব উপপন্ন হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" তিনি যদি জগৎকারণ, তবে তিনি প্রকৃতিকে

বশ করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা জগতের সর্ব্বদেহীরূপেই অভিব্যক্ত হইতেছেন ; কৃষ্ণাখ্য দেহীর এতদ্বিষয়ে অপর দেহী হইতে পার্থক্য প্রমাণিত হয় না। সুতরাং অবতরণ ক্রমে অবিশেষত্ব হেতু তাঁহার অবতার আখ্যা অসঙ্গত। "ন পরমার্থতো লোকবৎ" অর্থাৎ পরমার্থতঃ কৃষ্ণাখ্য দেহী অপরদেহী বা লোকের ন্যায় উৎপন্ন হয় নাই। এই বাক্য প্রয়োগ সময়ে ভাষ্যকার শ্রৌত সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণ করিয়াছিলেন কি ? স্বরস্বতী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সময়ে "অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্॥" বলিয়া রোদন করিয়াছেন ; তাঁহার প্রেমাশ্রুপ্লুত নেত্র সম্যক দর্শনে সক্ষম হয় নাই।

সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন "যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" অর্থাৎ 'যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি (আমাকে) আত্মাকে সৃজন করি।'

অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদি সমন্বিত বিরাট সৌরজগতে এই ধরা অসীমমরুমধ্যস্থ বালুকণিকাবৎ। পক্ষান্তরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই সৌরজগৎ অপারবারিধি মধ্যস্থ জলবিন্দুবৎ। সংক্ষেপতঃ বিশ্ব অসীম এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সংখ্যা অনন্ত। পুনশ্চ যোগাবশিষ্ট বলিতেছে "যেনৈবব্যবহারেণ ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন জনাঃ স্থিতাঃ। তেনৈবাঽন্যেষু তিষ্ঠন্তি সন্নিবেশ বিলক্ষণাঃ॥" সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি সম্পন্ন জীবপূর্ণ।

ব্যক্তিগত, ভগবানই প্রোক্ত শ্লোকবক্তা, ব্যক্তিত্বহীনের

বক্তৃতা সম্ভবপর নহে। তিনি স্বস্থানে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ গোলকাদি স্থানে অবস্থিত হইয়া সমগ্র জগতের ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যে অসক্ত কি? তবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান আখ্যা ব্যর্থ হয়।

যদি পরম্পরাক্রমে প্রতি গ্রহনক্ষত্রাদিতে অবতরণ স্বীকৃত হয়, তবে অসংখ্য গ্রহাদিতে ধর্ম্মস্থাপনাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অনন্তকালেও ধরাধামে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। সুতরাং মীনাবতারের পরবর্ত্তী অবতারাখ্য জীবগণের ঈশত্ব প্রমাণিত হয় না।

যদি তাঁহার অনন্ত অংশে বিভক্ত হইয়া সমকালে সর্ব্বস্থানে অনন্ত আকারে অবতরণ স্বীকার করা যায়, তবে পরিচ্ছিন্ন ভগবানের অনন্ত অংশে বিভাগ হেতু স্বরূপ লোপেরই সম্ভাবনা।

ভাগবতগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসরস আস্বাদন সময়ে বহুরূপ ধারণ পূর্ব্বক এক সময়ে বহু গোপিকাসহ বিহার করিয়াছিলেন; সমগ্র গ্রহে এককালে অবতরণ কর্ম্ম কি সেই প্রকারেই কৃত হয়? কবি যথেচ্ছ কল্পনা করিতে সক্ষম, এবং অবিবেকি জনের তাহাতে আস্থা স্থাপন ও, অসম্ভব নহে, কিন্তু বিবেকীর হৃদয়ে স্বতই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ঈদৃশ বহুদেহ কি পারমার্থিক, কিংবা ঔপাধিক অথবা প্রাতিভাসিক? প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত ভগবদ্দেহের পারমার্থিক একত্বই সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়। নিরবয়ব আকাশের ঘটোপাধি জনিত ঔপাধিক বহুত্ব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সাবয়ব পদার্থের বা কৃষ্ণদেহের তাদৃশ ঔপাধিক

বহুত্ব সম্ভবপর নহে। সুতরাং রাসলীলাকালীন কৃষ্ণদেহের বহুত্ব একদেহের বহুদর্পনে বহু প্রতিবিম্ববৎ প্রাতিভাসিকই অনুমিত হয়। কিন্তু প্রাতিভাসিক দেহ গোপাঙ্গনার প্রেমালিঙ্গনে আশ্লিষ্ট হইতে পারে কি? কৃষ্ণ ভগবান্ ধরাধামে অবতরণ সময়ে অর্থাৎ মানবদেহ ধারণ সময়ে শুক্র শোনিত সংযোগরূপ নৈসর্গিকক্রম অতিক্রম পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন না। সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, রাসলীলা সময়ে বহুদেহ অকস্মাৎ অস্বাভাবিক ক্রমে কি ভাবে উৎপন্ন হইয়া কোথায় বিলীন হইল? অবিদ্যার সান্ধ্যালোকে বিশ্বাস ক্লিষ্ট নেত্রে কৃষ্ণদেহরূপে প্রতিভাত হইলেও ঐ সকল দেহ কবির হৃদয় দর্পনে কল্পনাদেবীর প্রিয়পুত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। কেহ কেহ কহেন, কৃষ্ণদেহ বাস্তবিক বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল না; কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্তা প্রত্যেক গোপাঙ্গনাই মোহবশতঃ বিশ্বাস করিতেছিল যেন মিলন সুখ সম্ভোগ করিতেছে। ঈদৃশ ব্যপার সচরাচর স্বপ্নকালেই সঙ্ঘটিত হয় সত্য, কিন্তু জাগ্রত সময়েও, নিতান্ত অসম্ভব নহে; কারণ সাবয়ব ভগবানের অনন্ত অংশে বিভক্ত হইয়া অবতরণ কল্পনা ও ভাবোন্মাদজনিত মুগ্ধাবস্থায়ই কৃত হয়।

উক্ত শোকে ভগবান্ বলিতেছেন, "তদাত্মানং সৃজাম্যহং তখন 'আমি আমাকে সৃজন করি' এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? উপাদান সংযোগে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়; যাহার অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল তাহাই আবিষ্কৃত হয়; যেমন আমেরিকা 'কলম্বাস' দ্বারা

এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 'নিউটন' দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সৃজন ঐশ কর্ম্ম, উহা জৈব কর্ম্ম নহে, যেমন জগৎ সৃষ্টি। সৃজন শব্দ সৃষ্ট পদার্থের প্রাগভাব জ্ঞাপক ; অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব ছিলনা তাহাই সৃজিত হয়। "আত্মানং সৃজাম্যহম্" বাক্যে স্রষ্টা স্রষ্টব্য উভয়েরই প্রাগভাব প্রমাণিত হয় ; কারণ আমার সত্তা সত্ত্বে সৃজন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আমি না থাকিলে সৃজনই বা করে কে ? অহো! অবতারের অলৌকিক বাক্য কি অদ্ভুত তত্ত্বই জ্ঞাপন করিতেছে! সুনিপুন নটও, স্বীয় স্কন্ধে আরোহনক্ষম নহে, "স্বাত্মনি ক্রিয়া বিরোধাৎ" ভগবদ্বাক্য অসঙ্গত।

আচার্য্য এবং স্বামী এই ভগবদ্বাক্য বিষয়ে নির্ব্বাক। সরস্বতী বলিতেছেন, "তদাত্মানং দেহং সৃজামি' তাহার মতে এস্থলে আত্মা শব্দের অর্থ দেহ। তবে কি ভগবদ্বাক্যে "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই শ্রুতি মন্ত্রের তাৎপর্য্যই অভিব্যক্ত হইয়াছে ? না তাহাও নহে ; কারণ, দেহাদি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া জগৎকারণ তাহাতে প্রবেশ করিলেন এই বাক্য ঔপচারিক, তাত্ত্বিক নহে ; পরন্তু ইহা দেহী সহ জগৎকারণের একত্ব প্রতিপাদক। সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের অপর দেহী হইতে বিশেষত্ব, অর্থাৎ ঈশত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎপত্তি শুক্র শোনিত সংযোগরূপ নৈসর্গিক ক্রমেই হইয়াছিল, তিনি যে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বীয় দেহ সৃজন করিয়াছিলেন, কিংবা অপ্রাকৃত নিত্যধাম

হইতে সশরীরে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমান নাই। সুতরাং সরস্বতী বাক্য উপেক্ষা পূর্ব্বক আচার্য্য ও স্বামীর ন্যায় এই অদ্ভুত ভগবদ্বাক্য সমালোচনায় নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

অষ্টম শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্থাৎ সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার না করিলেও, মানব জাতির বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যুগ এবং যুগাবতারের আবির্ভাব একমাত্র ভারতবর্ষেই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই হেতু ভারতবাসীর অপর দেশবাসী অপেক্ষা কোন বিষয়ে বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। ভগবানের অবতরণরূপ অনুগ্রহের অভাব সত্তেও অপর দেশে সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের শাসন, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন হইয়াছে এবং হইতেছে।

সত্যযুগে "পুণ্যং পূর্ণং পাপংনাস্তি," এবং ধর্ম্ম চতুষ্পাদ। এই পৌরানিক বাক্য সত্য হইলে ভগবানের বারচতুষ্টয় অবতরণের প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এস্থলে পুরাণকর্ত্তৃগণ সত্যযুগে দুষ্কৃত বিনাশাদি বর্ণনা দ্বারা স্বীয় মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিংবা সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদন করিয়াছেন?

সাধুতাই সাধুর পরিত্রাণের হেতু, তজ্জন্য ভগবানের বিশেষ আয়াস অনাবশ্যক। জন্মমরণধর্ম্মি দুষ্কৃত স্বাভাবিক ক্রমেই ধ্বংস

হয়। কতিপয় ভারতীয় দুস্কৃতের বিনাশ জন্য ভগবানের সাময়িক আবির্ভাব পণ্ডশ্রম মাত্র; কারণ তাঁহার তিরোভাব সহ পুনরায় দুস্কৃতের আবির্ভাব হয়; সুতরাং প্রায় নিয়ত গুরুভার বহনই হতভাগিনী পৃথিবীর নিয়তি। ভগবান যদি দুস্কৃত বিনাশরূপ বৃথা শ্রমে বিরত হইয়া, দুস্কৃতির বিনাশ সাধন করিতেন তবে পৃথিবী কৃতার্থা হইত।

বৈদিক বৈদান্তিক দার্শনিক এবং পৌরাণিক ঋষিমুনিগণই বাস্তবিক ভারতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। অবতারগণ মধ্যে কেহ ঋষির পদানুসরণ বা ঋষিসৃজিত গাভী দোহন করিয়াছেন। অনুসরণ বা দোহনাদি দ্বারা, অর্থাৎ আর্ষমত অবলম্বনে ভারতে বহু ব্যক্তি দ্বারা বহু ধর্ম্মই সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এতদ্বিষয়ে ভগবানের বিশেষ কৃতিত্ব এবং অবতরণের আবশ্যকতা প্রমাণিতা হয় না। তবে অবতরণের উদ্দেশ্য কি? কোন ভক্ত সম্প্রদায় বলেন যে, লীলারসাস্বাদনই অবতরণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু অর্জ্জুন সমীপে ইহা স্বীকার করিতে ভগবান কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করিয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষক সমালোচনা ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে" অর্থাৎ 'সৎ ও নহে অসৎ ও নহে' এই ঋগ্বেদ বাক্যে জগৎ-কারণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শ্লোকে যজুর্ব্বেদীয় "সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ" মন্ত্র উদ্ধার পূর্ব্বক জগৎকারণের সর্ব্ব-ব্যাপ্তি বা সর্ব্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠশ্রুতির অনুসরণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ শ্লোকে তাহার ব্যাপ্তি এবং সূক্ষ্মত্ব জনিত

অবিজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ষোড়শ শ্লোকে "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।" বাক্যে শ্রৌত "ইব" পদ আহরণ পূর্ব্বক আত্মার পারমার্থিক একত্ব এবং ব্যবহারিক ভিন্নত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই কারণসত্তাই যে জ্ঞান.জ্ঞেয় জ্ঞাতা রূপে বিবর্ত্তিত এবং পরমাত্মাখ্য "পুরুষঃ পরঃ"ই যে দেহে অবস্থিত সপ্তদশ এবং দ্বাবিংশ শ্লোকে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। পুনশ্চ সপ্তবিংশ এবং অষ্টাবিংশ শ্লোকের "সমংসর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরেমেশ্বরম্।" এবং "সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।" বাক্যে ঈশ্বরাখ্য আত্মার সর্ব্বভূতে বা দেহে সমস্থিতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বাবিংশ শ্লোকে "উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা বা পরমপুরুষই যে দেহে ভোক্তা অর্থাৎ জীবাত্মা রূপে অধ্যাসিত হইতেছে তাহা প্রতিপাদিত এবং জীবপরমাখ্য দ্বিবিধ আত্মার সত্তা নিরাকৃত হইয়াছে। একত্রিংশ এবং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে আত্মার পারমার্থিক অকর্ত্তৃত্ব এবং নির্লিপ্ততা ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। "দ্বাসুপর্ণা" শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য্য "জীবেশ্বর তত্ত্ব বিচারকালে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল ভগবদ্বাক্যে ও দেহী বিশেষের বিশেষত্ব অর্থাৎ ঈশত্ব অবতারত্ব ও উপাস্যত্ব এবং অপর দেহীর জীবত্ব ও উপাসকত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। অহো! তথাপি পৌরাণিক অবতারদেহে প্রভুরূপি পরমাত্মার উপাস্যত্ব এবং অপর দেহে দাসরূপি জীবের উপাসকত্ব স্বীকৃত হইতেছে। রাজস সংসারক্ষেত্রে দাসত্ব দুঃখময় হইলেও তামস ধর্ম্মক্ষেত্রে

উহা স্বাভাবিক এবং সুখময়ই অনুভূত হয়। এই জন্যই দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন প্রয়াসি-ব্যক্তি নিন্দিত এবং নাস্তিক পাষণ্ডাদি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রতিদেহে জীবপরমাখ্য দ্বিবিধ আত্মার সত্তা স্বীকৃতা হইলেও মানব সাধারণ হইতে অবতারের বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ জন্মমরণাদি দেহধর্ম্ম, দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, রাগদ্বেষাদি মনোধর্ম্ম, এবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি জৈবধর্ম্ম, উভয়ে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়মনসমন্বিত জীবাত্মা সম্বন্ধে অবতারের বিশেষত্ব উপপন্ন হয় না। ভগবদ্বাক্য অনুসারে ঈশ্বরাখ্য পরমাত্মা সর্ব্বদেহে সমভাবে স্থিত। সুতরাং তদ্বিষয়ে অবতারাখ্য দেহী এবং জীবাখ্য দেহীতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

অসাধারণ শক্তিদ্বারা অবতারত্ব এবং উপাস্যত্ব প্রতিপন্ন হয় কি? না; কারণ ভগবান রামচন্দ্র অপরের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অগস্ত্য গণ্ডুষে সাগর শোষণ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক মেধাহীন ছাত্রের ন্যায় সপ্তাহকাল দণ্ডায়মান ছিলেন; বিশ্বামিত্র নবসৃষ্টি সঙ্কল্প করিয়া নক্ষত্রাদি সৃজন পূর্ব্বক শূন্যে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং এতদ্বিষয়েও অবতারের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

বিবেকবৈরাগ্য বিষয়ে অবতারের বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি? না; তাহাও নহে। একমাত্র "নাস্তিক্যাবতার" বুদ্ধদেব

ভিন্ন অপর কোন অবতারের জীবনেই তদ্ভাবের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। উপাস্য অবতারদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের শোকময় এবং ভোগময় জীবন সর্ব্বজন বিদিত; সুতরাং সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বাস ব্যামোহগ্রস্ত নেত্রে জীব এবং অবতারে পার্থক্য প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু দেহেন্দ্রিয় মনের বিচিত্রবিকাশ হেতু জীবে জীবে যে প্রাকৃতিক পার্থক্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়, অবতারাখ্য উপাস্যে এবং জীবাখ্য উপাসকে তদ্ব্যতিরিক্ত কোনরূপ প্রভেদ প্রমাণিত হয় না। সফরীমৎস্য কূর্ম্ম এবং বরাহাবতারের ধারাবাহিক-প্রাকৃত-নিত্য মূর্ত্তি উদরস্থ হয়; অপর অবতারগণের তাদৃশ প্রাকৃত ধারাবাহিক-নিত্য মূর্ত্তির অভাব হেতু প্রতিমূর্ত্তি উপাসিত এবং চিন্ময় নিত্যমূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে; বরাহ বামন এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি ও ক্বচিৎ উপাসিত হয়; কিন্তু রাম এবং কৃষ্ণ উপাসক বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান। অবতার উপাসক সম্প্রদায়িগণ স্বস্ব উপাস্য মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন; নতুবা অতীত অবতারের উপাসনা অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হয়। সম্প্রদায় বিশেষ স্বীয় উপাস্যের অপ্রাকৃত চিদ্ঘন নিত্যরূপ প্রতিপাদন পূর্ব্বক অপর অবতারগণকে উপেক্ষা করিতেছে। কেহবা "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়; কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু সম্প্রদায়ের বহির্দ্দেশে অবস্থিত নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, অবতারগণ মধ্যে একের অপ্রাকৃত চিদ্ঘন নিত্যরূপ স্বীকৃত হইলে, অপর

অবতারগণের তাদৃশ নিত্য রূপের অভাব কি যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয়? যদি সকল অবতারের দেহই অপ্রাকৃত ও নিত্য, এবং সকলেই স্বস্ব অপ্রাকৃত নিত্যধামে অপ্রাকৃত প্রিয় পরিজন সহ নিত্যলীলায় নিরত, তবে বহু নিত্যদেহে বহু ব্যক্তিগত ভগবানের অধিষ্টান উপপন্ন হয়; কিন্তু জগৎকারণ ভগবানের বহুত্ব স্বীকার্য্য কি? যদি বহু অবতারদেহে এক ভগবানের সত্তা স্বীকৃতা হয়, তবে এক অদ্বয় আত্মার অনন্তদেহে দেহীরূপে অবস্থিতিরূপ ধ্রুব সত্য গ্রহনের অবিদ্যা ভিন্ন অপর অন্তরায় পরিলক্ষিত হয় না।

কেহ কহেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছামাত্র স্বীয় বিরাট সত্তা পরিচ্ছিন্ন দেহে সঙ্কোচ করিতে পারেন। ঈদৃশ অনুমান বা বিশ্বাস বিবেকসম্মত নহে; কারণ, নিত্য অর্থাৎ কালতঃ অনন্ত জগৎকারণ ইচ্ছাশক্তি বলে স্বীয় সত্তা লোপ বা নিত্যত্ব ধ্বংস করিয়াছেন, সংক্ষেপতঃ আত্ম হত্যা করিয়াছেন, এই বাক্য যদ্রূপ হাস্যজনক জগৎ-কারণ স্বীয় ভূমত্ব বা দেশতঃ আনন্ত্য ধ্বংস করিয়া পরিচ্ছিন্ন দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতরণ করিয়াছেন, এই জল্পনা ও তদ্রূপ।

সূর্য্যের প্রতি, এবং অগনিত জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য-রূপের প্রতি লক্ষ্যহীন বালক স্বীয় হস্তস্থ জলপাত্রে সূর্য্য প্রতিবিম্ব দর্শনে মনে করিতে পারে যে, সূর্য্য হস্তগত হইয়াছে; তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্বে এবং জাগতিক বিচিত্র ধর্ম্ম, সম্প্রদায় এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের প্রতি লক্ষহীন অবিবেকীই স্বীয় সম্প্রদায়ের

নেতা বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকে ঈশত্ব বা অবতারত্ব আরোপ পূর্ব্বক আরাধনা করিতে পারে; কিন্তু বিবেক নেত্রে এই জগৎ প্রপঞ্চ সম্যক্ ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়। গীতাই বলিতেছে,

"সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

শাস্ত্রীয় দশাবতার মধ্যে নবমাবতার বুদ্ধ পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছেন। দশমাবতার কল্কি "অশ্বমাশুগ মারুহ্য অসিনাঽসাধুদমনম্।" অর্থাৎ দ্রুতগামি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অসিদ্বারা অসাধু দমন জন্য, এখন ও অবতরণ করেন নাই। অসিহস্তে অসাধুদমনার্থে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ভীষনাস্ত্রের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত কিনা, সম্ভবতঃ শ্রীভগবান তাহাই চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে বঙ্গদেশে অশাস্ত্রীয় বহু অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং হইতেছেন। ভারতের অন্যত্র ঈদৃশ অবতারের অবির্ভাব লক্ষিত হয় না। বঙ্গে গত কয়েক শতাব্দি হইতে দুষ্কৃতের বাহুল্যহেতু কিংবা সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধিহেতু ভগবান অবতরণ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন? এক পাদধর্ম্মি কলিকালে দুষ্কৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিই যুক্তিসম্মত। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমানও আছে, শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং বলিতেছেন, "শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী; অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।" পাষণ্ডীরই নামান্তর দুষ্কৃত। সুতরাং দার্শনিক, শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টানাখ্য বহু দুষ্কৃতের ভারেই বঙ্গভূমি নিপীড়িতা। "ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিল প্রভু পড়ুয়া

মারিবার। ভয়ে পলায় পড়ুয়া প্রভূ পিছে ধায়; আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুকে রহায়।" নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া; পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া।" প্রভৃতি চরিতামৃত বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, দুষ্কৃতবিনাশ আধুনিক অবতারের ও, নিতান্ত অরুচিকর ছিলনা; কেবল বিধর্ম্মি রাজার কঠোর শাসনই রজকের শিরচ্ছেদ এবং শিশুপালাদি বধের ন্যায় দুষ্কৃত বিনাশ কর্ম্মের প্রতিবন্ধী হইয়াছিল।

পৌরানিক অবতারের ন্যায় নব্য অবতারগণের ও জীবন অলৌকিক ঘটনা পূর্ণ এবং চরিত্র নিগূঢ় রহস্য ময়। জগৎকারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ অবতারে প্রাকৃত দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় নাম সঙ্কীর্ত্তন, আত্মবিরহে রোদন, মূর্চ্ছা এবং শ্রীমুখ সংঘর্ষনাদি দ্বারা কতিপয় সাধু সহ এক জন যবনকে ও পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, অথচ তৎকালে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে নিত্য লীলার ও বাধ হয় নাই। "সেই রাধাভাব লৈঞা চৈতন্যবতার" নারীভাবাপন্ন হইয়া চৈতন্যরূপে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীভগবান রমণীদ্বয়ের পাণিগ্রহণ রূপ অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, গৃহে পতি ভাবে পত্নী সহ প্রেমালাপ, এবং বাহিরে "পরকীয়া" ভাবে কাঁহামোর প্রান নাথ মুরলীবদন" বাক্যে রোদনরূপ চরিত্র রহস্য অভক্তের দুর্ব্বোধ্য।

প্রেমাবতারের পদানুসরণ পূর্ব্বক নারীভাবে সাধন সময়ে পরবর্ত্তি কোন অবতারের দেহে নারীজনোচিত লক্ষণ সমূহ

স্ফুরিত হইয়া ক্রমোন্নতি বাদ প্রমাণ করিয়াছিল। তাঁহারই অদ্ভুত সাধনশক্তি প্রভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা "ডারুইনের" মত ও সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপ্রাসঙ্গিক হেতু ঈদৃশ রহস্যের বিস্তৃত আলোচনা পরিত্যক্তা হইল।

ঘোর কলিকাল মাহাত্ম্যে বঙ্গদেশের অতি নিম্নশ্রেণির ও সামাজিক প্রথা এবং রুচির বিশেষ পরিবর্ত্তণ হইয়াছে; সুতরাং প্রতিবাসিনী রমণীর চিত্তাকর্ষণ জন্য নিশিথ সময়ে বংশীবাদন, উলঙ্গিনী কুমারী গণের বসন হরণ এবং রাসলীলা বা মানভঞ্জনাদি দ্বারা সাধ্বী পরিত্রাণ চেষ্টা বর্ত্তমান সমাজে নিতান্ত নিরাপদ নহে। সম্ভবতঃ কালের কুটীলা গতি লক্ষ্য করিয়াই আধুনিক অবতারগণ তাদৃশ লীলারসাস্বাদনে বিরত ছিলেন এবং আছেন। এই জন্যই অবতার দ্বারা অপহৃতচিত্তা রমণীকুল আকুল হৃদয়ে ধাবিতা হয় না। পতিপিতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিবারণ সত্ত্বেও, স্তন্যপায়ী শিশু ভূতলে নিক্ষেপ এবং পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতার উদ্দেশ্যে ধাবমানা রমণী বর্ত্তমান সময়ে থাকিলেও অতি বিরল। * সুতরাং ঘোরকলিমাহাত্ম্যে সমাজ অবতারের অত্যাচার হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

আধুনিক অবতারগণের তাদৃশ লীলারসে বিতৃষ্ণা হেতু বর্ত্তমান সাধ্বী এবং সাধুজনের বিশেষ পরিতাপের কারণ নাই;

---

* "তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ." পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ। শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ....।" ভাগবত

যে হেতু ভগবানের শ্রীমুখ বিনিঃসৃত অনঙ্গবর্দ্ধন * গীত এবং নিকুঞ্জলীলার অভাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই লীলারসাত্মক সঙ্গীত এবং অভিনয় নগরে নগরে পল্লিতে পল্লিতে সুস্থানে কুস্থানে সত্ত্বাদি নানাভাবের প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক বঙ্গবাসীর ভববন্ধন শিথিল করিতেছে।

পাশ্চাত্য খৃষ্টাদি এবং প্রাচ্য রাম ও কৃষ্ণাদি, কোন জীবন্ত অবতারই জগতে উপাসিত হয় নাই। তাহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে প্রতিমূর্ত্তিই উপাসিত হইতেছে। অলৌকিক শক্তি ব্যঞ্জক অদ্ভুত কাহিনীদ্বারা, তাহাদের ঈশত্ব বা অবতারত্ব ভবলীলা সংবরণের পরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবির্ভাব এবং তিরোভাব তিথিতে উৎসব, তাহাদের নাম জপ এবং ধ্যান, ধূপদীপ গন্ধ দ্রব্য নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা আরতি প্রভৃতি পরবর্ত্তি সময়েই প্রচলিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণাদি আধুনিক অবতারগণ কিরূপে প্রথমে সাধক, পরে সিদ্ধ, তৎপরে অবতাররূপে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছেন, কিরূপে ক্রমশঃ তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি পূজারতি ধ্যানাদি প্রচলিত হইয়া তাহারা সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং হইতেছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলেই পৌরাণিক অবতারত্বের রহস্য ও সহজে বোধগম্য হয়।

কিপ্রয়োজনে কাহারদ্বারা মানব বিশেষের ঈশত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং হইতেছে? যে প্রয়োজনে

* "নিশম্যগীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্।" ভাগবত ১০ক ২৯ অঃ

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, পুরাণকর্তৃমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃতা হইতেছে, শিব শিবার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কোরাণ স্বর্গরাজ্যে আল্লার পার্শ্বদেশে অনাদি গ্রন্থরূপে স্থাপিত হইয়াছে, সেই কারণেই ব্যক্তি বিশেষের ঈশত্ব বা অবতারত্বও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ অবিবেকীর হৃদয়ে অন্ধবিশ্বাস উৎপাদন জন্য।

মহত্ত্বহেতু তত্ত্বজ্ঞ বা যোগী বিশেষ মানব সাধারণের শ্রদ্ধেয় হইলেও, তিনি তাহাদেরই একতম, অর্থাৎ মানব। সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার বাক্য বিতর্কিত হইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্বাক্য অভ্রান্ত এবং বিশ্বাস্য, উহা বিচার্য্য নহে। এই জন্যই আর্ষবাক্য-উপনিষদ্ হইতেও ঔপনিষদ তত্ত্বাভাসসহ বহু অশ্রৌত অযৌক্তিক এবং ব্যামিশ্র বাক্য মিশ্রিত ভগবদ্গীতার এত মাহাত্ম্য। বেদবেদান্তাদি কণ্ঠস্থ করিয়া দেহত্যাগ করিলে সদ্গতির সম্ভাবনা নাই; কারণ শ্রুতিঅনুসারেই ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যা বাচ্য। কিন্তু ভগবদ্বাক্যরূপ গীতাগ্রন্থসংযুক্তা-বস্থায় মৃতব্যক্তি ও, অনায়াসে বৈকুণ্ঠ লাভ করে। * ব্রহ্মভূত ঋষি অপেক্ষাও, ব্যক্তিগত ভগবান জন সাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম তাহা প্রদর্শন জন্য প্রোক্ত দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এই জন্যই ধর্ম্ম প্রচার, সম্প্রদায় গঠন, কিংবা ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা

* তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ॥ মুণ্ডক।

"গীতা পুস্তক সংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতিমঃ।
স বৈকুণ্ঠ মবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥" গীতামাহাত্ম্য।

লাভ, যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারা অবশ্য অবলম্বনীয় আদর্শ পুরুষ বা গুরুর ঈশত্ব বা অবতারত্ব প্রচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অঘটন ঘটনপটীয়সী কল্পনাদেবী ঈদৃশ প্রচার কার্য্যে সতত অনুকূলা।

যে সকল অবতারের জীবিতাবস্থায়ই ঈশত্ব বা অবতারত্ব প্রচার আরম্ভ হয়, তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বীয় অবতরণ কাহিনী স্বয়ং প্রচার না করিলে ও, অনুচর বা শিষ্যবৃন্দের তাদৃশ প্রচারকার্য্য অনুমোদন করেন ; নতুবা অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব-পর নহে।

আত্মজ্ঞ স্বীয় অবতরণ স্বীকার করিতে পারেন না ; তাঁহাতে অবতারত্ব আরোপ ও অপমান সূচক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" যাহার বাক্য, "অহমেবা ধস্তাদহ মুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদ হমেবেদং সর্ব্বামিতি" যাহার অনুভূতি. তাঁহার অবতরণের জন্য অবকাশ কোথায়? যিনি পরিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাহারই উত্থান অবতরণ সম্ভবপর।

কি উদ্দেশ্যে কিরূপ ভগবান অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠিত, এবং কীদৃশ ব্যক্তি অবতারের প্রতিষ্ঠাতা, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পাঠেই তাহা বিবেকিজনের সহজে বোধগম্য হইবে ইহা আশা করা যায়।

বর্ণ বিভাগ।

চতুর্থ অধ্যায়ের 'ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণকর্ম্ম বিভাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ আমাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বাদিগুণ এবং শমদমাদি, শৌর্য্যতেজযুদ্ধাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি, এবং সেবাদিকর্ম্ম সহ বর্ণবিভাগ নৈসর্গিক অর্থাৎ ঈশ্বরকৃত। ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণের ইহা অভিমত। শ্রেষ্ঠ বর্ণজ বহু ব্যক্তি বর্ণের নৈসর্গিকত্ব প্রতিপাদনার্থে এই শ্লোক উল্লেখ করেন ; পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বর্ণভেদের নৈসর্গিকত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং এই গীতাবাক্য বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকবিবর্ত্তবাদের অভিমত এই যে, সকল সুসভ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষগণই এক সময়ে পশুবৎ অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কৃষি শিল্প বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞানাদি অবলম্বন দ্বারা ক্রমবিবর্ত্তনে মানব সমাজ উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে ভগবানের প্রথম মানব সৃষ্টি সময়ে গুণকর্ম্মসহ বর্ণবিভাগ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু ঈদৃশ ম্লেচ্ছসিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ্যাভিমানিগণের অবজ্ঞেয় হইতে পারে, এবং বর্ত্তমান উলঙ্গ অসভ্য মানবজাতির ন্যায় আর্য্যজাতির পূর্ব্ব পুরুষগণও এক সময়ে অসভ্য ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণাশ্রম বিভাগ এবং গুণকর্ম্মবিভাগ সহ সমাজবন্ধন ছিলনা, এই সিদ্ধান্ত ও

জাত্যভিমানীর অগ্রাহ্য হইতে পারে ; সুতরাং পাশ্চাত্য মত এবং বর্ত্তমান অসভ্যজাতির দৃষ্টান্তাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রুতি-বাক্য এবং যুক্তিমাত্র অবলম্বিত হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ এবং চতুশ্চত্বা-রিংশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণের শম-দম-তপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, তেজ, দান এবং ঈশ্বরভাবাদি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্রের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম" স্বভাবজ"। ভগবান গুণকর্ম্ম বিভাগ পূর্ব্বক বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুতরাং এই বাক্য তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু ভগবান কি কেবল হিন্দুজাতির স্রষ্টা ? অপর কোন মানব সমাজে বংশগত বর্ণভেদ নাই কেন ? হিন্দুসমাজেও নৈসর্গিকগুণকর্ম্মভেদসহ বর্ণভেদ লক্ষিত হয় না। শিক্ষা, সংযোগ বা অবস্থানুসারে সকল প্রদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানশমদমশূন্য ব্রাহ্মণই শূদ্রজনোচিত সেবা-কর্ম্মে এবং সেবা ধর্ম্মে নিরত। কোন দেশে ব্রাহ্মণ শিবিকাবহণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ; কোন প্রদেশে ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ কার্য্যে ব্রতী। পক্ষান্তরে, শূদ্র ও জ্ঞানবিজ্ঞান শমাদি সম্পন্ন হয় ; পরন্তু মূঢ় ব্রাহ্মণের স্কন্ধস্থ শিবিকারোহণে সুখে বিচরণ করে।

ব্রাহ্মণে সত্বগুণাধিক্য জনিত কর্ম্মবিভাগ যদি নৈসর্গিক, তবে তাহার বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয় কেন ? ইহা কলিকাল মাহাত্ম্য হেতুও নহে ; কারণ পরশুরাম, দ্রোণ, কৃপাদির রজো-গুণাত্মক ক্ষত্রিয় বৃত্তি, পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, শূদ্র কবস,

এবং চণ্ডাল মাতঙ্গের সত্ত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণবৃত্তি এবং ঋষিআখ্যা প্রাপ্তি দ্বারা অন্যান্য যুগেও ঈদৃশ বিপর্য্যয়ই প্রমাণিত হয়।

নৈসর্গিক ভেদ, কালক্রমে বা মানবীয় ইচ্ছা যত্ন কর্ম্মাদির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। মনুষ্যের গোত্ব প্রাপ্তি, পুরুষের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি, সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ যদি নৈসর্গিক, তবে আচার আহারাদির ব্যতিক্রমে জাতিপাত বা বর্ণচ্যুতি কি যুক্তিতে সম্ভবপর হয়? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব বা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তিই বর্ণভেদের নৈসর্গিকত্ব খণ্ডন করিতেছে।

উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যাকল্পে ভাষ্যকার "ব্রাহ্মণোঽস্যমুখ মাসী-দিত্যাদিশ্রুতেঃ" বলিয়া বেদ প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণ ভেদের নৈসর্গিকত্ব প্রমাণ প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রই এই বেদমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন; সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিচার কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে এবং যজুর্ব্বেদের একত্রিংশ অধ্যায়ে "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি বাক্যে বিরাট পুরুষের বর্ণনা আছে, এবং উভয় বেদেই উক্ত মন্ত্রের পরবর্ত্তী কতিপয় মন্ত্রে একত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল মন্ত্র বিরাট-পুরুষের স্বরূপ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক জাগতিক সর্ব্বপদার্থ সহ জগৎ-কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এই মন্ত্র সমূহে দ্বিবিধ ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়, "আসীৎ" পদ অস্তিত্ববাচক এবং "জজ্ঞিরে" "অজায়ত" "সমবর্ত্তত" প্রভৃতি শব্দ উৎপত্তিবাচক। উৎপত্তিবাচক এবং অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের একত্র সমাবেশহেতু

এই বেদমন্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বিরাট পুরুষই জগতের নিমিত্ত উপাদান উভয় কারণ, তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন, এবং নামরূপাত্মক পদার্থরূপে তিনিই অবস্থিত। কার্য্যকারণের একত্ব প্রতিপাদনই এই মন্ত্রসমূহের উদ্দেশ্য।

"সহস্র শীর্ষা" মন্ত্রের পরবর্ত্তি "পুরুষ এবেদং সর্ব্বংযদ্ভূতং যচ্চভব্যম্" মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সেই পুরুষই বর্ত্তমান জগৎরূপে, এবং যাহা কিছু ছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, তৎসকলই তিনি। সেই বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, নাভিতে অন্তরিক্ষ, শীর্ষ হইতে আকাশ, পদ হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দিক, এবং লোকাদি উৎপন্ন হইয়াছে এই মন্ত্রেও "আসীৎ" এবং "সমবর্ত্তত" উভয়বিধ ক্রিয়াপদই ব্যবহৃত হইয়াছে, এই মন্ত্র অগ্নি বায়্বাদি ভূত এবং গ্রহনক্ষত্রাদি বিষয়ক।

"বায়ব্যারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ" "তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত" "গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়।" অর্থাৎ আরণ্যগ্রাম্যাদি জন্তু গবাশ্ব অজাদি তাঁহা হইতে উৎপন্ন। এই সকল মন্ত্র জীববিষয়ক। ভূতাদি, গ্রহনক্ষত্রাদি ও জীবাদি উল্লেখ পূর্ব্বক পরে মন্ত্রদ্বয় দ্বারা জৈব কর্ত্তৃত্বোৎপন্ন পদার্থেও সেই বিরাট পুরুষের কর্ত্তৃত্বই আরোপিত হইয়াছে।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্" অর্থাৎ সেই সর্ব্বপূজ্য পূর্ণপুরুষ হইতে দধিঘৃতাদি ভোজ্যপদার্থ উৎপন্ন

হইয়াছে। "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।" ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁহা হইতে বেদ চতুষ্টয়ও উৎপন্ন হইয়াছে। এই একত্রিত মন্ত্রদ্বয় মানবের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে মানব কর্ত্তৃত্বজাত খাদ্য পদার্থে এবং বেদশাস্ত্রেও সেই পূর্ণ পুরুষের কর্ত্তৃত্বই আরোপ করিতেছে; নতুবা তাঁহার বিরাটত্ব বা সর্ব্বব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয় মন্ত্র অবলম্বনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব বহুকাল হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে, কিন্তু ইহাদ্বারা বেদের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইলে প্রথম মন্ত্রোক্ত দধি ঘৃতাদি পদার্থেরও ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব বা অপৌরুষেয়ত্বে কোনরূপ বাধ উপপন্ন হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তি মন্ত্রোক্ত প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে পরবর্ত্তি বর্ণবাচক মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, "যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিংবাহূ কিমূরু পাদা উচ্যেতে॥" অর্থাৎ বিরাট পুরুষের কিরূপ বিভাগ কল্পিত হইতে পারে? তাঁহার মুখ কি, বাহু কি; উরু কি, এবং পাদদ্বয়ই বা কি বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃকৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইহার মুখস্বরূপ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়রূপে কল্পিত, যাহা ইহার উরু তাহাই বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্রজাত হইয়াছে।

প্রশ্নসূচক প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সমগ্র মনুষ্যজাতি যদি এক বিরাট পুরুষরূপে কল্পিত হয়, তবে তাহার মুখ বাহু

উরু পাদাদি অঙ্গ কি বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নাত্মক মন্ত্রের "আসীৎ" এই অস্তিত্ব বাচক ক্রিয়াপদের মুখ, বাহু, উরু পাদসহ সংযোগ আছে। উৎপত্তিবাচক কোন ক্রিয়াপদ মন্ত্র মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ প্রশ্ন করা হয় নাই।

উত্তরসূচক মন্ত্রেও প্রথমেই ব্রাহ্মণ শব্দ সহ "আসীৎ" ক্রিয়া পদই লক্ষিত হয়। পরে "বাহুরাজন্যকৃত" অর্থাৎ বাহুকে রাজন্য করা হইয়াছে বা কল্পনা করা হইয়াছে ইহাই মন্ত্রার্থ; এস্থলেও বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অর্থ সঙ্গতি হয় না। 'যাহা ইহার উরু তাহাই বৈশ্য' এই বাক্য উৎপত্তি-বাচক নহে, ইহা একত্ববাচক। একমাত্র শূদ্রশব্দ সহ "অজায়ত" এই উৎপত্তি বাচক শব্দ দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন, বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে; উত্তরে ও প্রথম বর্ণত্রয় বিষয়ক বাক্য উৎপত্তি জ্ঞাপক নহে; সুতরাং এস্থলে শূদ্র সহ "অজায়ত" শব্দের অর্থ সামঞ্জস্য হয় না। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও অস্তিত্ববাচক এবং উৎপত্তিবাচক দ্বিবিধ ক্রিয়াপদ দ্বারা বিরাট পুরুষের বিভুত্ববা কার্য্য কারণের একত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা দ্বিজ বর্ণত্রয়ই পূর্ব্বে ছিল, এবং যুদ্ধ বিজয় ব্যপদেশে শূদ্রবর্ণ পরে অন্তর্ভূত হইয়াছে "অজায়ত" শব্দের ইহাও লক্ষ্য হইতে পারে। শূদ্রবর্ণ যে ভাবেই উৎপন্ন হউক, এবং শূদ্র শব্দ সহ "অজায়ত" শব্দের তাৎপর্য্য যে ভাবেই গৃহীত হউক, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নৈসর্গিকত্ব

এই মন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয় না। দধিঘৃতাদি এবং বেদকর্ত্তৃত্বের ন্যায় বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে মানবকর্ত্তৃত্বও বিরাট পুরুষে আরোপিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন বর্ণ, মানব সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছে মাত্র।

ভূম-জগৎকারণ পরমার্থতঃ নিরবয়ব। কার্য্যকারণের অভিন্নত্ব প্রদর্শনার্থে বৈদিকঋষি ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যে ভাবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যদেশে জগৎ-কারণ মানবাকারে কল্পিত হইতেছেন, এবং দেব দেবীর ত্রিনেত্র কল্পিত হইয়াছে, সেইভাবে কল্পিত হইলে সহস্র শীর্ষা পুরুষের দ্বিসহস্র বা ত্রিসহস্র অক্ষি এবং দ্বিসহস্র পাদই যুক্তিযুক্ত হইত, কিন্তু এই মন্ত্রের সহস্র শব্দ যে আনন্ত্যবোধক এবং শীর্ষাদি যে রূপক কল্পনা মাত্র, তাহা বিবেকি জনের সহজ বোধ্য, এবং কল্পিত মূর্ত্তির মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণোৎপত্তি কিংবা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন অঙ্গরূপত্বও যে কাল্পনিক ইহা উল্লেখ করাও অনাবশ্যক। শারীরকভাষ্য যাহার অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক সেই শঙ্করাচার্য্যই কি এই মন্ত্রাবলম্বনে ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন? অহো! অন্তর্নিহিত বর্ণাভিমান কি ঈদৃশ মনীষী সন্ন্যাসীরও মতিভ্রম উৎপাদনে সক্ষম?

বেদমন্ত্রানুশীলনে প্রতিপন্ন হয় যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ সহস্র শীর্ষা পুরুষের মুখাদি অঙ্গ হইতে হয় নাই, অর্থাৎ বর্ণভেদ নৈসর্গিক নহে, উহা লৌকিক। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা

অপর কোন অবতার যে বর্ণভেদ বিধান করিয়াছেন তাহারও প্রমাণাভাব, তবে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং" বাক্যের "ময়া" পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? যে ভগবান জগৎকারণ সহ স্বীয় একত্ব প্রতিপাদন প্রয়াসী তাঁহার শ্রীমুখে ঈদৃশ অযথা বাক্য শোভা পায় কি?

মিথ্যাচার।

তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ 'যে বিমূঢ় ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক মনে মনে বিষয় স্মরণ করে তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।'

এই শ্লোকের বাহ্য শোভা মনোহারিণী কিন্তু বিবেকাস্ত্রে ছেদন করিলে অভ্যন্তরে কিম্পাক (মাকাল) ফলবৎ প্রতীয়মান হয়।

সুষুপ্তিকালে বিষয়ের বিস্মৃতি হয়, জাগ্রত এবং স্বপ্ন অবস্থায় জীব বিষয় স্মরণ করে। তন্মধ্যে স্বাপ্নিক স্মরণ কার্য্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং কর্ত্তৃত্বাদির সম্যক অভাব : সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমাদি বাক্য থাকা হেতু জাগ্রত অবস্থাই এই শ্লোকের লক্ষ্য।

মনকে বিষয়াত্মক ও বলা যাইতে পারে, কারণ বিষয় বিহনে মনের সত্তা উপলব্ধি হয় না, বিষয় সংযোগকালেই মনের সত্তা এবং ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মনের অবস্থা দ্বিবিধা, এক প্রবৃত্তি-মুখিনী অপর নিবৃত্তিমুখিনী।

উপাদেয় বিষয় স্মরণ মাত্র প্রবৃত্তিমুখ মনে আসঙ্গলিপ্সা কিংবা প্রাপ্তিবাসনা উন্মেষিতা হয়, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ঐবৃত্তির অনুসরণ করে। যে সকল বিষয় সহজলভ্য, মানব তাহা ভোগ

করে, যাহা আয়াসলভ্য, তাহা প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে, এবং যাহা দুর্লভ কিংবা অলভ্য তাহা, কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক মনে মনে স্মরণ করে। ভগবানের মতে ঈদৃশ স্মরণই মিথ্যাচার বাচ্য।

সমাজভয়, রাজভয় এবং ধর্ম্মভয়হেতু মানবের আহরণ সামর্থ্য সত্তেও বহুবিষয় দুর্লভ হয়, এবং তজ্জন্য মানব মিথ্যাচার পরায়ণ হইয়া থাকে। যদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ প্রত্যেক প্রবৃত্তিমুখিনী বৃত্তিরই অনুসরণ করে, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম না করিয়া এবং উক্ত ত্রিবিধ ভীতি উপেক্ষা পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি স্ব স্ব স্মৃতবিষয় লাভার্থে ধাবমাণ হয়, তবে লম্পট, কুলটা, তস্কর, দস্যু, রাজদ্রোহী প্রভৃতি 'সদাচারীর' অত্যাচারে অচিরকাল মধ্যে মানবসমাজ বিধ্বস্ত, রাজশাসন উচ্ছিন্ন এবং ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, হেয় অর্থাৎ দুঃখদ বিষয় স্মরণমাত্র দ্বেষ ক্রোধ এবং জিঘাংসাদিবৃত্তি উদিতা হয়, অসংযত বাক্‌পাণি পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যদি ঐ উদ্ধত বৃত্তির অনুসরণ করে তবে মানব সমাজ রক্ষা হয় কি ?

বহু শাস্ত্রে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃতা এবং পারমার্থিক অসত্যতা প্রতিপাদিতা হইয়াছে ; এই মিথ্যা জগতে মিথ্যা-চারেরই প্রতিষ্ঠা পরিলক্ষিতা হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক বিষয় স্মরণ পরায়ণ নরনারীই জিতেন্দ্রিয়, যতিনী, সাধুসাধ্বী, রূপে শ্রদ্ধালাভ করেন। এই মিথ্যাচার রক্ষার জন্যই হিন্দু-সমাজে বিধবার জন্য আমরণ ব্রহ্মচর্য্য বিধি, এবং ইহা শিক্ষার

উদ্দেশ্যেই পুরুষের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
পক্ষান্তরে অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়স্মরণকারী অর্থাৎ সদাচারী,
মিথ্যাচারময় জগতে অশ্রদ্ধা, নিন্দা, অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড এবং
প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করেন। অহো! যাহার ভিত্তি মিথ্যা
তাহা সর্ব্বৈবমিথ্যা।

ইহজীবনে যাহা প্রাপ্তি বা ভোগ অসম্ভব তাহাই অলভ্য
বিষয়। ঈদৃশ বিষয় সম্বন্ধে কর্ম্মেন্দ্রিয় অক্ষমতাবশতঃ স্বতঃই
সংযত থাকে, কিন্তু মন বিষয় স্মরণ করে। যদ্রূপ প্রেমিক এবং
প্রেমিকা পরলোকগত প্রিয়তমা বা প্রিয়তমকে স্মরণ করে,
তদ্রূপ নারীভাবাপন্ন অবতার, তিরোভূত পুরুষঅবতার স্মরণ
পূর্ব্বক তাহার বিরহে নিশিদিন হাহাকার করিয়াছিলেন, এবং
সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য, ও মধুরাদি রসপ্লুত ভগবদ্ভক্তগণ আরাধ্যের
মূর্ত্তি স্মরণ-মনন বা ধ্যান করিয়া থাকেন। স্বর্গ বৈকুণ্ঠ গোলক
বা নিত্য বৃন্দাবনকামী ঐ সকল স্থানের সুখ, সুখদ বিষয় এবং
লীলারস সতত স্মরণ করেন, ভগবদ্বাক্যানুসারে ঈদৃশ স্মরণ–
কারীর কি আখ্যা সঙ্গত হয়?

স্বামী বলিতেছেন, "ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্
স্মরন্ আস্তে।" অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ বা
বিষয় স্মরণ করাই মিথ্যাচার বাচ্য। কর্ম্মোপদেশ ব্যপদেশেই
এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, সুতরাং স্বামিবাক্যের সঙ্গতি উপপন্না
হয় না; তথাপি ইহা বিচার্য্য।

শ্রুতি বলিতেছে "যন্মনসানমনুতে...তদেব ব্রহ্ম......নেদং

যদিদমুপাসতে।" অর্থাৎ যাহা মন মনন করিতে পারেনা তাহাই ব্রহ্ম, যাহা উপাসিত হয় তাহা ব্রহ্ম নহে। "অদৃশ্য মগ্রাহ্য-মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি পাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।" বাক্যে মুণ্ডকশ্রুতি যেই ইন্দ্রিয়াতীত নিরবয়ব ব্যাপক কারণসত্তা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা স্বামিজীর "ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন" বাক্যের বাচ্য নহে। কারণ যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহাই মনাতীত; মনাতীত পদার্থের ধ্যান সম্ভবপর নহে। ভগবান-জ্ঞানে যাহা স্মরণ মনন বা ধ্যান করা হয় তাহা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়।

অতীন্দ্রিয় দেহী অরূপ অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ ও স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ বা দেহই স্মরণ চিন্তনাদির বিষয়; অথচ ভগবানের দেহ বা রূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। ভগবদ্ভক্তগণ বলেন ভগবানের রূপ চিন্ময়; কিন্তু বিবেক ইহা অনুমোদনে অক্ষম। কারণ অতীন্দ্রিয় চেতন সত্তা, এবং নেত্রের বিষয় রূপ, সম্যক বিরুদ্ধধর্ম্মী; এতদুভয়ের সংযোগে চিন্ময় বা চিদঘন রূপ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক উপপন্ন হয়।

স্থূলভূত বা ভূতজাত পদার্থই নেত্রগ্রাহ্য বা রূপসম্পন্ন; সূক্ষ্ম ভূত বায়ু এবং সূক্ষ্মতম ভূত ব্যোমের রূপ, কিংবা বায়ু বা ব্যোমময় হস্তপদ বিশিষ্ট দেহ, কভু কাহার ও নেত্রপথের পথিক হইয়াছে কি? না, তাহা হয় নাই; সুতরাং ততোধিক সূক্ষ্ম চৈতন্যময় বা চৈতন্য নির্ম্মিত হস্তপদবিশিষ্ট ভগবদ্দেহ

অনুমানের কোন লিঙ্গ নাই। ভগবানের চিদ্ঘন মূর্ত্তি ভাবুকের কল্পনা উপাদানে গঠিতা, এবং সেই কল্পিত মূর্ত্তির জড় উপাদানে গঠিত প্রতিমূর্ত্তিই ভগবদ্ভক্তগণ ধ্যান বা উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন প্রদেশের রুচি এবং সংস্কারাদির পার্থক্য অনুসারে ধ্যেয় প্রতিমূর্ত্তিও ভিন্ন আকার ধারণ করে, অর্থাৎ দৈহিকগঠন ও বসন ভূষণে বঙ্গীয় ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি বঙ্গবাসীর অনুরূপ, এবং মহারাষ্ট্র হিন্দুস্থান বা মান্দ্রাজের ভগবান মহারাট্টা হিন্দুস্থানী বা মান্দ্রাজীর অনুরূপই দৃষ্ট হয়। রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক হৃতা পাষানময়ী দিগম্বরী যশোহরেশ্বরী রাজপুত রমণী-জনোচিত বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া "আমের' গিরিদুর্গে বিরাজ করিতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সাধকের ধ্যেয় বিষয় নিরবয়ব ভগবান বা ভগবতী নহে, ভগবদ্দেহ নহে, দেহের প্রতিমূর্ত্তি ও নহে, উহা ধ্যাতার সংস্কার, রুচি এবং কল্পনার প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং ঈদৃশ ধ্যেয় সংস্কারার্থ, রুচ্যর্থ, এবং কল্পনার্থ এই ত্রিবিধ অভিধানযুক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ মাত্র।

সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখনিবৃত্তি হেতু মানব পার্থিব বিষয় সহ আসক্তির বন্ধনে বদ্ধ হয়, এবং তাহা নিয়ত স্মরণ করে। পুনশ্চ সেই হেতুই ভক্তি প্রেমাখ্য আসক্তির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্বীয় সংস্কার রুচি এবং কল্পনার প্রতিকৃতিতে 'ভগবান আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক ধ্যান করে। ঈদৃশ ভগবদ্ধ্যান এবং বিষয় স্মরণে কি

পার্থক্য আছে? প্রাকৃত বিষয় স্মরণ মিথ্যাচার বাচ্য, কিংবা মনোকল্পিত এবং হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তির ধ্যান মিথ্যাচার বাচ্য, অথবা উভয়ই মিথ্যাচার তাহা স্বামিজীর বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল।

উক্ত ভগবদ্বাক্যের কি অপর কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে? ভগবান্ কি ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক বিষয় স্মরণের মিথ্যাচার আখ্যা প্রদান করিয়া বিষয়স্মরণ কার্য্যে বিরত হইতেই উপদেশ দিতেছেন? না, ঈদৃশ উপদেশের স্বার্থকতা ভগবদ্বাক্য দ্বারাই নিরাসিতা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষষ্টিতম শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ 'অনাহরণ হেতু বিকলেন্দ্রিয় মূঢ়ের ও বিষয় ত্যাগ হয়, কিন্তু তাহাতে 'রস' (বিষয়ানুরাগ) এবং তজ্জনিত বিষয় স্মৃতি দূর হয় না, পরমাত্মদর্শন দ্বারাই বিষয়তৃষ্ণা এবং তজ্জনিত বিষয়স্মৃতি বিদূরিতা হয়।

ভগবান বলিতেছেন, পরমাত্মদর্শন ব্যতীত বিষয়ানুরাগ দূর হয় না। কিন্তু বিষয়রসে বিমুখ না হইলে কি পরমাত্ম-দর্শন সম্ভবপর? বিষয়বাসনা দূর না হইলে পরমাত্মদর্শন হয় না; পক্ষান্তরে, পরমাত্মদর্শন না হইলে ও বিষয়বাসনা দূর হয় না। সুতরাং ভগবদ্বাক্যে "ইতরেতরাশ্রয়" দোষ ঘটে। পরমাত্মজ্ঞানভিন্ন যদি বিষয়বাসনা এবং তদানুসঙ্গিক বিষয় স্মৃতি বিদূরিতা না হয়, তবে অনাত্মজ্ঞ অর্জ্জুন কিংবা তদবস্থাপন্ন

জীবের প্রতি বিষয় বিস্মৃতির উপদেশ অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল।

তবে কি ভগবান ইন্দ্রিয় সংযম না করিয়া স্মৃত বিষয় ভোগ করিতেই উপদেশ দিতেছেন? ঈদৃশ উপদেশ জীবের কল্যানপ্রদ নহে; কারণ, স্বীয় যৌবন এবং পুত্র দত্ত সহস্র বৎসরব্যাপি যৌবন ভোগান্তে ভুক্তভোগি যযাতি বলিয়াছিলেন,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে॥"
"যৎপৃথীব্যাং ব্রীহি যবং হিরণং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপিন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাঃ পরিত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ বিষয়োপভোগ দ্বারা বাসনা দূর হয় না, বরংঘৃতাহুত হুতাশনবৎ অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত আহার্য্য, ধনরত্ন, পশু এবং রমণী একজন ভোগীর জন্যও পর্য্যাপ্ত নহে; সুতরাং ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগই কর্ত্তব্য।'

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মনের অবস্থা দ্বিবিধা প্রবৃত্তিমুখিনী এবং নিবৃত্তিমুখিনী। আসক্তি এবং বাসনা বন্ধনে বদ্ধ প্রবৃত্তিমুখ মন ভোগকামনায় বিষয় স্মরণ করে। পক্ষান্তরে বিবেকীর শিথিলবন্ধন নিবৃত্তিমুখমন বিষয়ের স্বরূপ বিবেকপূর্ব্বক উহার অপূর্ণতা এবং অনিত্যতা দর্শন করে, তখন বাসনাদি বৃত্তিসহ ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে স্বতঃই প্রত্যাহৃত হয়; সুতরাং বিবেকীও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিবেককালে বিষয় স্মরণ করিয়া থাকেন।

বিষয়বিয়োগে মন লুপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিষয়সংযোগে সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি ক্রিয়া করে, এতদ্বিষয়ে আসক্তি বাসনা এবং বিবেকবৈরাগ্যে কোন পার্থক্য নাই, অর্থাৎ বাসনাবিমুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও সংযতেন্দ্রিয় অবস্থায় জাগ্রত-কালে বিষয় স্মরণ করেন। সুতরাং ভগবদ্বাক্যানুসারে বিবেক-বৈরাগ্যবান ও মিথ্যাচারী। তবে সদাচারী কে? "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত স্তৌসম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।" এই শ্রুতিমন্ত্র 'শ্রেয় প্রেয়' বিচারবান বিবেকীর 'ধীর' আখ্যা প্রদান করিতেছে। ভগবান বিবেকবৈরাগ্যের স্বরূপ স্মরণ পূর্ব্বক উক্ত বাক্য উচ্চারণ করেন নাই।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ পরমাত্ম-দর্শনে বিষয় বাসনার নিবৃত্তি হয়, এই বাক্যের "ইতরেতরাশ্রয়" দোষ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক বিবেকদ্বারাই বিষয়-বাসনা নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য হয়, এবং বৈরাগ্যবানই পরমাত্মদর্শন-ক্ষম। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কুত্রাপি বিবেক উপদেশ করেন নাই। ভক্তিকর্ম্মাদি বিবিধবিষয়সমন্বিত গীতা বিবেকোপদেশ অভাবে বিবিধউপাদানে প্রস্তুত লবনশূন্য ব্যঞ্জনবৎ ব্যর্থ হইয়াছে। আমাকে ভক্তিকর, পূজাকর, আমাতে নির্ভরকর, আমার 'শরণাপন্ন হও' ইহাই ভগবানের উপদেশ। অন্ধবিশ্বাসই ঈদৃশ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; বিবেক সত্যানৃত বিচার ব্যতীত কিছুই গ্রহণ বা বর্জ্জন করে না। ভগবান স্বয়ং বিবেক মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন কি? তাঁহার পুত্রশোকাতুর শ্রীগুরু

সান্নিপাতিনি-সহ কিন্তু বিবেকবৈরাগ্যের কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না।

বিচারে উপপন্ন হয় যে, ঈদৃশ বিষয়স্মরণ জাগ্রত মনের স্বভাব, আসক্ত বিরক্ত ভোগী যোগী বিবেকী বিরাগী সকল জীবই স্বস্ব অবস্থানুসারে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক বিষয় স্মরণ করে। অবতারাখ্য ভগবান অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে দেখিতে পারিতেন যে, তিনিও এই নৈসর্গিক বিধানের অন্তর্ভূত মিথ্যাচারী।

সন্ন্যাসযোগ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন, তদুত্তরে দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "কাম্যানাং কর্ম্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥" অর্থাৎ কবিগণ কাম্যকর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, এবং বিচক্ষণ গণ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে ত্যাগ" আখ্যা প্রদান করেন।

কর্ম্মফলত্যাগ বা নিষ্কামকর্ম্ম স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদ্ ভাবে সমালোচিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে ভগবদুক্ত বিচক্ষণগণকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, তাহারা ভগবদ্বর্ণিত কর্ম্মফলত্যাগ বা নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অবগত কিনা, এবং ঈদৃশ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ্যাদি ক্রমে মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল উৎপন্ন হইলে তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কিংবা ত্যাগ করিব্নে? যিনি ফল অবগত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, এবং ফল উৎপন্ন হইলে তাহা ভোগ করেন, তিনি কি কর্ম্মফলত্যাগী? অহো! গীতাগ্রন্থ কি অপূর্ব্ব ত্যাগই ব্যাখ্যা করিতেছে।

কাম্যকর্ম্মত্যাগই কি সন্ন্যাস? আসক্তি বাসনা, বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান সহ সন্ন্যাসের কি কোনই সম্বন্ধ নাই? অহো! গীতা প্রোক্ত সন্ন্যাসতত্ত্বজ্ঞকবি বা বুধগণ ধন্য।

ভগবান্ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অর্থে সন্ন্যাসশব্দ

ব্যবহার করিতেছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলিতেছেন, "নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিংসমধিগচ্ছতি।" অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না।' পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন, সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥" অর্থাৎ 'কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ; তন্মধ্যে কর্ম্ম যোগ শ্রেষ্ঠ।' পুনশ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে বলিতেছেন, "সংন্যাসস্তু মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।" অর্থাৎ যোগভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখের কারণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন, "যংসন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগংতং বিদ্ধি পাণ্ডব!" অর্থাৎ যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাহাই 'যোগ বলিয়া জান।

এই ভগবদ্বাক্য চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য কি? সন্ন্যাস দ্বারা যদি সিদ্ধি লাভ না হয় তবে তাহা মোক্ষপ্রদ হয় কিরূপে? যোগ ভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখের কারণ হয়, অথচ যোগ এবং সন্ন্যাস একই পদার্থ? অর্জ্জুন ঈদৃশ ব্যামিশ্র বাক্যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং আধুনিক গীতা ভক্তজনের অশ্রুসিক্ত নেত্রে ইহার দোষ প্রতিফলিত নাও হইতে পারে, কিন্তু সরল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই বিসদৃশ বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ ই প্রতিভাত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ।" অর্থাৎ ফল কামনা না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী, নিরগ্নি এবং অক্রিয়

ব্যক্তি সন্ন্যাসী বা যোগী নহে। ভগবানের এই বাক্য শ্রুতি বিরুদ্ধ; পরিবর্ত্তি বেদবেদান্ত মন্ত্রে তাহা প্রমানিত হইবে। "যা বেদবাহ্যাঃস্মৃতয়ঃ যাশ্চকাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।" অর্থাৎ বেদবাহ্য স্মৃতি এবং অপর ভ্রান্তমত সজ্জনের অগ্রাহ্য।

অষ্টাদশাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "যজ্ঞ দানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।" অর্থাৎ যজ্ঞদান তপাদি ত্যাজ্য নহে উহা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন, "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে।" অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মত্যাগও উচিত নহে।

ভগবান্ এস্থলে 'কার্য্য' অর্থাৎ কর্ত্তব্যশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু সাগ্নিক নিরগ্নিক নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদি কর্ম্ম কাহার কর্ত্তব্য? জ্ঞানাজ্ঞানের স্তরভেদে বা মানবের অবস্থাভেদে আশ্রম চতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্নরূপ কর্ত্তব্য ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এবং আশ্রমের কার্য্য অপর আশ্রমের অকার্য্য। গুরুকুলবাস স্বাধ্যায় সংযমাদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কার্য্য। অগ্নি এবং অতিথি শুশ্রুষা যজ্ঞ, দান, সুরার্চ্চনা, যাজন, অধ্যাপন এবং পুত্রোৎপাদনাদি গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য। ফলমূলাহার, ভূমিশয্যা, হবন, অরণ্যবাস তীর্থভ্রমনাদি বানপ্রস্থ আশ্রমের কর্ত্তব্য। এই আশ্রমত্রয়বাসিগণ যদি এক অপরের কার্য্যে ব্রতী হয় তবে কর্ত্তব্যপালন এবং আশ্রমীধর্ম্ম রক্ষা হয় না। এই আশ্রম ত্রয়ে অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম চতুর্থাশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাস সময়ে

ত্যজ্য নহে, ইহাই ভগবদ্বাক্যের অভিপ্রায়; সুতরাং সন্ন্যা-
সাশ্রম এবং সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বিচার্য্য।

প্রব্রজ্যা, ভৈক্ষ্যাশ্রম, চতুর্থাশ্রমাদি সন্ন্যাসেরই নামান্তর।
বিবেক বৈরাগ্য এবং জ্ঞানই সন্ন্যাসের ভিত্তি। সন্ন্যাস দ্বিবিধ,
বিবিদিষা সন্ন্যাস এবং বিদ্বৎসন্ন্যাস। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানার্থে
সন্ন্যাস, এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক সন্ন্যাস। তত্ত্বজ্ঞানার্থে যে সন্ন্যাস
তাহাই চতুর্থাশ্রম বাচ্য। ইহা বিধিনিষেধের অন্তর্ভূত; কিন্তু
তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীকে অতীতাশ্রমী, অবধূত বা পরমহংস বলা
হয়; তিনি বিধিনিষেধের অতীত। শ্রুতিবাক্যে উপপন্ন হয়
যে, বিবিদিষাসন্ন্যাসেও নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য
নহে।

বেদ বলিতেছে, "পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈ
ষণায়শ্চোত্থায়থ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" সুতরাং পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে
বৈরাগ্যই সন্ন্যাসের ভিত্তি। নিত্যাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে, "ওঁ ভূঃ
সংন্যস্তং ময়া। ওঁ ভুবঃ সংন্যস্তং ময়া। ওঁ স্বঃ সংন্যস্তং
ময়া।" প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে সন্ন্যাসকালে নিত্যকর্ম্মের মূলগায়ত্রী
মন্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগক্রম পরিলক্ষিত হয়।

"তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মাযজমানঃ শ্রদ্ধাপত্নী শরীর
মিধ্ম মুরোবেদি লোমানি বর্হির্ব্বেদঃ শিখাহৃদয়ং যূপঃ কাম
আজ্যং।" প্রভৃতি বাক্যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক বিদ্বান পুরুষের
শরীরের অঙ্গ এবং মনোবৃত্তিকে যজ্ঞসাধনের উপাদানরূপে বর্ণন
পূর্ব্বক বলিতেছে,—"যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ পিবতি তদস্য সোম-

পানম্।" অর্থাৎ তিনি যাহা আহার করেন তাহাই হবি, এবং যাহা পান করেন, তাহাই সোমর্পান।' মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞাদিকর্ম্ম জ্ঞানীর জন্য নহে।

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ।" অর্থাৎ 'সন্ন্যাস সময়ে যজ্ঞসাধন অগ্নি গায়ত্রী প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মাত্মক মন্ত্র, উপবীত শিখাদি বর্ণ-চিহ্ন, সর্ব্বসংস্কার সহ বর্জ্জন'ই আরুণেয়োপনিষদের অভিমত।

ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্রমে আশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন পূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম বা বিবিদিষা সন্ন্যাস কৃত হয়, কিন্তু বিদ্বৎ সন্ন্যাসে তদ্রূপ পারম্পর্য্য এবং অনুষ্ঠানাদি নাই, শতপথব্রাহ্মণ বলিতেছে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ।" অর্থাৎ আসক্তি বাসনা দূর হইলে বা বৈরাগ্য হইলে, সকল আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস কৃত হইতে পারে।

"নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ" "যেন আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগীচ সএব জ্ঞানীচ।" "যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্ ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি॥" মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে আবাহন বিসর্জ্জন মন্ত্র ধ্যান উপাসনাদি সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। যিনি আত্মজ্ঞানে অবস্থিত তিনিই যোগী এবং তিনিই

জ্ঞানী। 'আমিই পূর্ণানন্দৈকরসজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাববিরহিত অদ্বয় আত্মস্বরূপ ইত্যাকার জ্ঞানে যিনি কৃতকৃত্য তিনিই পরমহংস বাচ্য। ইহাই পরমহংসোপনিষদের অভিমত।

পরমহংস শব্দের ও ইহাই তাৎপর্য্য। "হিংসতীতি বুৎপত্ত্যা বর্ণবিপর্য্যয়েন 'সিংহ' শব্দ প্রতিপাদনবৎ জগৎকারণ স্বরূপ এব 'সোঽহমিতি হংসঃ' পরমশ্চাসৌ হংসশ্চেতি পরমহংসঃ ইত্যাকারা অব্যভিচারিণী অদ্বৈত বুদ্ধির্যস্য স এব পরমহংসঃ, নতু তস্মাজ্জগৎকারণাদন্যো জীবোঽহং সন্তানোঽহং সেবকোঽহমিতি দ্বৈতাভিমানী।" অর্থাৎ হিংসাকার্য্যের কর্ত্তা হিংস বাচ্য, যদ্রূপ হিংস শব্দের বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা সিংহশব্দ নিষ্পন্ন হয় তদ্রূপ 'সোঽহম্' শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে 'হংস' শব্দ নিষ্পন্ন হয় পরম শব্দ সহ হংসশব্দের কর্ম্মধারয় সমাসযোগে পরমহংস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'আমিই সেই পরমকারণস্বরূপ' ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য, এবং ঈদৃশ অদ্বৈত বুদ্ধি যাহার তিনিই পরম হংস বাচ্য। কিন্তু অজ্ঞতার প্রবল প্রভাবহেতু বহুস্থলে এই শব্দের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।' অহো! অধ্যাত্ম-রাজ্যের যে সকল শিশু 'মামা' বলিয়া ক্রন্দন করেন, যাঁহাদের হৃদয়ে সোঽহমস্মি ভাব ক্ষণেকের জন্য ও উন্মেষিত হয় নাই, যাঁহাদের সাধন এবং উপদেশ অদ্বয়ভাববিরুদ্ধ, তাঁহারাও পরম-হংস আখ্যাত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ের চিহ্ন, শিখাসূত্রাদি এবং নিত্য-

নৈমিত্তিক কাম্যাদিকর্ম্ম চতুর্থাশ্রমে বর্জ্জনীয়; ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রের অভিমত, এবং আবহমান প্রচলিত। প্রথম আশ্রমত্রয়ের কার্য্য চতুর্থাশ্রমে কর্ত্তব্য নহে, এবং চতুর্থাশ্রমের কার্য্যও প্রথম আশ্রমত্রয়ে কর্ত্তব্য হইতে পারে না। এক আশ্রমী আশ্রমান্তরের কার্য্য করিলে আশ্রমধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। 'বিরজ' অর্থাৎ আসক্তি বাসনাদি চিত্তমল বিদূরিত হইলেই সন্ন্যাস হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্যও তাদৃশ সন্ন্যাসীর নিত্যাদি কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। সংসারক্ষেত্রে কিংবা ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই অসুস্থ, অসংযত এবং অজ্ঞের জন্যই বিধিনিষেধ প্রচলিত। সুস্থ সংযত এবং জ্ঞানীর জন্য বিধিনিষেধ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং আশ্রমী বা অতীতাশ্রমী সন্ন্যাসীর জন্য কর্ম্ম বিধান দ্বারা গৃহি-ভগবান অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন।

নবমাধ্যায়ের সপ্তবিংশ এবং অষ্টাবিংশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুস্ব মদর্পনম্॥ শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

অর্থাৎ, 'হে কৌন্তেয়! রাগবশাৎ যে কর্ম্মকর, যাহা ভোজনকর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যাকর তৎসকলই আমাকে অর্পণ কর, ইহাদ্বারা তুমি শুভাশুভ ফলাত্মক কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইবে। সন্ন্যাসযোগদ্বারা বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

এই শ্লোকদ্বয়ের 'মাং এবং মৎ' পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? পূর্ব্ববর্ত্তিমন্ত্রে পত্রপুষ্পফলাদির প্রদান ও ভগবানের ভোজন প্রসঙ্গ আছে, এবং পরবর্ত্তিমন্ত্রে কেহই যে ভগবানের প্রিয় বা দ্বেষ্য নহে, ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং এই মন্ত্রদ্বয়ের 'মাং এবং মৎ' পদের আত্মার্থ উপপন্ন হয় না; ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণও আত্মার্থ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "তৎকুরুষ্বমদর্পণং" বাক্যে তাঁহাকেই অর্পণ করিতে বলিতেছেন; পরন্তু হবনাদি কর্ম্ম আত্মেতর দেবোদ্দেশ্যে করাই বৈদিক বিধান।

ভগবানের অনুজ্ঞা অনুসারে অর্জ্জুন ঐ সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন কি? করিলে, "মামুপৈষ্যসি" বাক্যানুসারে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইত, নরকপ্রাপ্তি হইত না। পক্ষান্তরে ভগবানে কর্ম্মার্পণ সত্তেও যদি তাহার নিরয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে তবে ভগবদ্বাক্য ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান ভগবদ্ভক্তগণের ভগবদ্বাক্য অনুসরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রয়াসে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাই কি সন্ন্যাস যোগ?

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ গুরুদেব ও স্বীয় গৃহস্থ শিষ্যের ভারতী সরস্বতী প্রভৃতি শাঙ্কর সম্প্রদায়ের উপাধি এবং সন্ন্যাসীসুলভ আনন্দান্ত নাম প্রদান পূর্ব্বক সম্প্রদায় গঠন করেন; সুতরাং গার্হস্থ্য কর্ম্মসহ সন্ন্যাসোচিত নামোপাধি সংমিলিত হইয়া শিষ্যবৃন্দের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। শ্রীগুরুর কৃপায় শিষ্যগণ গার্হস্থ্য সুখসহ সন্ন্যাসফল

ভোগ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। গৃহস্থ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের সন্ন্যাসযোগ আখ্যাসহ তাহাকে সন্ন্যাসাশ্রমোচিত উপাধি প্রদত্ত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হইত।

সন্ন্যাস-যোগ শব্দের তাৎপর্য্য কি? ভগবান বলিতেছেন, "বুদ্ধিযুক্তো যহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥" অর্থাৎ 'জ্ঞানী সুকৃত দুষ্কৃত উভয় ত্যাগ করেন, সুতরাং তুমি যোগযুক্ত হইয়া যুদ্ধকর, কর্ম্মের যে কৌশল তাহাই যোগ।' গীতা গ্রন্থে ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাদি বহুবিধ যোগই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু "যোগায় যুজ্যস্ব" এই যোগের কোন নামকরণ হয় নাই; ইহার 'যুদ্ধযোগ' আখ্যা প্রদত্ত হইলে গীতার যোগাংস পূর্ণ হইত।

যোগশাস্ত্রে দ্বিবিধ যোগ লক্ষিত হয়, যোগ এবং ক্রিয়া যোগ। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" এই সূত্রদ্বয়ে যোগ এবং ক্রিয়াযোগের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বিহারাদিকর্ম্ম, ভোজন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাদি সকলই ক্রিয়া, কৃষ্ণার্পণ হেতু ইহার ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্মযোগ আখ্যাই সঙ্গতা হইতে পারে, কিন্তু কি যুক্তিতে ভগবান ইহার সন্ন্যাসযোগ আখ্যা প্রদান করিলেন?

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" সূত্রে পতঞ্জলি যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাই বাস্তবিক সন্ন্যাসযোগ আখ্যাত হইতে পারে, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়, মনঃকল্পিত ভগবান, এবং তৎসংযোগজনিত ভাববৃত্তি এবং কর্ম্মসন্ন্যাস না হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধ-

রূপ যোগ সম্ভবপর নহে; পক্ষান্তরে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাবস্থায়ই 'সন্ন্যাস' পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযমপূর্ব্বক নিরোধের উপযোগী করার জন্যই কর্ম্মসাধন-শিখাসূত্র সহ নিত্যাদিকর্ম্মত্যাগের এবং সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রৌতবিধান। তন্ত্রপুরাণাদি শাস্ত্রও এই বিধির অনুসরণ করিয়াছে। বহু সংসারতাপসন্তপ্ত জীব সন্ন্যাসা-শ্রম অবলম্বন করে বেশবিশেষ ধারণ করে মাত্র, বিবেকের অভাবহেতু তাহাদের অন্তর্নিহিত সংস্কার দূর হয় না, মর্কট-বৈরাগ্যবান তাদৃশ সন্ন্যাসী ভগবদুক্ত সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন করিতে পারে। ভাবপঙ্গু অবিদ্যান্ধ জীব সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বনে প্রয়াসী হইলেও পদস্খলিত এবং ভক্তিপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, এবং আশ্রমধর্ম্মভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর সংখ্যাও স্বল্প নহে, তাদৃশ সন্ন্যাসীর জন্যও গীতার সন্ন্যাসযোগ উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু কোন্ বিবেক বৈরাগ্যবান জ্ঞানিসন্ন্যাসা-শ্রমী নিদিধ্যাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদুপদিষ্ট সন্ন্যাসযোগ সাধনে সম্মত হইবেন?

অতীতাশ্রমি অবধূত বা পরমহংস, যিনি সর্ব্বাত্মময় দর্শন করিতেছেন, যাহার শিবোঽহং বা সোঽহং বাক্য জগৎকারণ সহ স্বীয় অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তিনি অপর দেহীর ন্যায় কৃষ্ণাখ্য দেহীকেও আত্মপ্রতিবিম্ববৎ মনে করেন; কারণ তিনি "সর্ব্বত্র সদদৃষ্টি স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।" ঈদৃশ সন্ন্যাসী সহ সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থাপন, এবং ঈদৃশ সন্ন্যাসীর প্রতি কর্ম্মা-

র্পণ রূপ সন্ন্যাসযোগ উপদেশ, যদি গীতার লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ধৃষ্টতা মাত্র। অপর গীতা বাক্যেও আত্মজ্ঞের কর্ম্ম-ন্যাসই উপপন্ন হয়, যথা,

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চমানবঃ।
আত্মন্যেবচ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

ভগবান তাঁহার প্রিয়তম বন্ধ্যাপুত্র "নিষ্কামকর্ম্মের সন্ন্যাস যোগ' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক অবিবেকি অর্জ্জুনকে মোহিত করিয়াছিলেন, অহো! বর্ত্তমান সময়েও ভক্তের বিশ্বাস ব্যামোহ-গ্রস্তনেত্র সেই উপাধির আবরণ ভেদ পূর্ব্বক বন্ধ্যাপুত্রের স্বরূপ নিরূপণে অক্ষম।

উপসংহার।

ভাবক্লিন্ন নেত্রে পদার্থের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং আসক্তির বিষয়ে দোষ এবং বিদ্বেষের বিষয়ে গুণ ভাবুক জনের স্বভাবতঃ দুর্লক্ষ্য; পরন্তু প্রিয়পদার্থের দোষ এবং অপ্রিয় পদার্থের গুণ প্রদর্শিত হইলে অনেকেই মর্ম্মাহত এবং প্রদর্শকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এতদবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বসমাজে আদৃতা, অভ্রান্ততত্ত্বসমন্বিতা গীতার ঈদৃশ সমালোচনা গীতা-প্রিয়জনের অপ্রিয় হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

অজ্ঞের ভ্রূকুটি যাহার ভীতি উৎপাদন করে, অথবা যিনি প্রতিষ্ঠালিপ্সু, তিনিই "সত্যংব্রূয়াৎ প্রিয়ংব্রূয়াৎ নব্রূয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্।" এই নীতির অনুসরণ করেন, কিন্তু তাহাতে ভ্রান্তি বিদূরিতা হয় না, এবং অজ্ঞসমাজের মঙ্গল ও সাধিত হয় না; সুতরাং নিঃস্বার্থ এবং নির্ভীক বিবেকিজন দ্বারা ঈদৃশ নীতি চিরকালই উপেক্ষিতা হইয়াছে। এই নীতি উপেক্ষা করা হেতুই তাৎকালিক অজ্ঞসমাজে 'সক্রেটীস'কে তত্ত্বজ্ঞানদানের প্রতিদানরূপে, 'হেম্‌লক্' বিষ প্রদান করিয়াছিল, জীবন্ত 'ব্রণো'কে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান সভ্য-জগতের ত্রাণকর্ত্তা 'যিশু'কে 'ক্রুসে' হত্যা করিয়াছিল, জগতে ঈদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পক্ষান্তরে এই নীতি পালন এবং "প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এবধর্ম্মঃ সনাতনঃ।" ঈদৃশ নীতি উপেক্ষা

পূর্ব্বক অনেকেই অজ্ঞ সমাজের মনস্তুষ্টি বিধান করেন, এবং ইহারাই বহুস্থলে সিদ্ধ মুক্ত ও অবতার জ্ঞানে পূজিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজে এই সমালোচনা কিভাবে গৃহীত হইবে তাহা জানিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না।

জ্ঞানাজ্ঞানময় জগতে বিবেকীর সংখ্যা স্বল্প হইলেও একান্ত অভাব নাই। ভাবক্লেদহীন বিবেকনেত্রের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ প্রতিভাত হয়; সুতরাং বিবেকিজন এই সমালোচনার ধারাবাহিক প্রবন্ধ নিচয়ের প্রতি নেত্রপাত মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন যে—

১। সপ্তশত শ্লোকময়ী গীতা ভগবদ্বাক্য নহে, উহা ব্যাস বিরচিত, কিংবা অপর ব্যক্তি দ্বারা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহার ও কোন প্রমাণ নাই।

২। সাধকের অধিকার ভেদে সাধন বিষয়ক উপদেশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু জগত্তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্বে স্বতন্ত্রতা যুক্তিযুক্ত নহে। বহু বিভিন্ন কারণ হইতে বিবিধ ক্রমে জগতের উৎপত্তি কেহই স্বীকার করেন না; অথচ বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টির কারণ এবং ক্রম বর্ণনা করিয়াছে এবং করিতেছে। বিচিত্র যুক্তি অবলম্বনে আরম্ভ, পরিণাম, এবং বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ইহার কোন্ মত সত্য, এই বহুমতের একতম সত্য? কিংবা সর্ব্বেব মিথ্যা, এবং জগত্তত্ত্ব

অজ্ঞেয় ? গীতাগ্রন্থে জগত্তত্ত্ব মীমাংসিত হয় নাই, পরন্তু ইহার সৃষ্টি বিষয়ক ব্যামিশ্রবাক্য অবলম্বনে কেহ আরম্ভ, কেহ পরিণাম এবং কেহ বিবর্ত্তবাদ প্রতিপাদন পূর্ব্বক স্বমত সমর্থন করিতেছে। অহো ! জগৎকারণ ভগবানের কি অপার মহিমা ? তিনি জগত্তত্ত্ব নিরূপণে অক্ষমতা সত্ত্বেও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন।

৩। গীতাগ্রন্থে, নিত্য-সর্ব্বগত-সনাতন-অব্যক্ত-অচিন্ত্য অবিকার্য্যাদি ব্রাহ্মবিশেষণ দ্বারা দেহীসহ ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনশ্চ দেহীর পরিচ্ছিন্নত্ব, বিকার ও জগৎ কারণ হইতে ভিন্নত্ব এবং তৎসহ দেহীর সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে ঈদৃশ বিরুদ্ধমত লক্ষিত হয়, এবং তদবলম্বনে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, এবং বিরুদ্ধ সাধ্য-সাধনাদি প্রচলিত হইতেছে, এই বিপরীত মতদ্বয়ের কি সত্য বা পারমার্থিক এবং কি অসত্য বা আবিদ্যিক ভগবান তাহা নিরূপণ করেন নাই ; সুতরাং গীতার জীবতত্ত্ব অসম্পূর্ণ এবং অজ্ঞের মোহজনক। প্রভু নিরপেক্ষ উদাসীন, লোকের কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-ফলসহ তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই ; পক্ষান্তরে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যন্ত্রীবৎ পরিচালন করেন। জীব এবং জৈব কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মাদি হইতে প্রভু স্বতন্ত্র ; সুতরাং পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর অংশতঃ ব্যাপ্ত, কারণ সর্ব্বভূতের হৃদয় নামক স্থানে মাত্র তাহার ব্যাপ্তি, তিনি সর্ব্বভূতরূপী বা সর্ব্বব্যাপী নহেন। এই প্রভু এবং ঈশ্বর শব্দ কি এক পদার্থ ব্যঞ্জক ? অথবা দ্বিবিধ

সংজ্ঞায় দ্বিবিধ ধর্ম্মান্বিত পদার্থদ্বয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? পুনশ্চ কৃষ্ণ ভগবান্ কোন স্থলে সর্ব্বগত সর্ব্বরূপ, অপর দেহী হইতে অভিন্ন, কোন স্থলে তিনি ফলপুষ্পভোজী পরিচ্ছিন্ন উপাস্য, উপাসকদেহী হইতে স্বতন্ত্র। গীতার দেহী অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য কিন্তু প্রভু ঈশ্বর এবং কৃষ্ণভগবান্ ব্যক্ত এবং চিন্ত্য; নতুবা "শরনাপন্ন হওয়া"র এবং ভগবদবলম্বনে কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞানাদি বিভিন্ন যোগ সাধন উপদেশ বাতুল প্রলাপবৎ ব্যর্থ হয়। অহো ভগবান্ কি অপূর্ব্ব জীবেশ্বর তত্ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

৪। সাধারণতঃ 'তুমি' তিনি' ইত্যাদি বাক্যেই জগৎকারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ সত্তার বিভুত্ব এবং তৎসহ স্বীয় একত্বদ্রষ্টা আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদেহীকেই ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্ম-স্বরূপ দর্শন করেন, সুতরাং স্বীয় ব্রহ্মত্বজ্ঞাপক "অহংব্রহ্ম অস্মি এবং শিষ্যের স্বরূপপ্রতিপাদক "তত্ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমি ও তাহাই, এই দ্বিবিধ বাক্যই তাঁহাদ্বারা উচ্চারিত হয়। এই বাক্যদ্বয় এক সময়ে উচ্চারিত হইলে "তৎ" পদের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না।

ব্যবহার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীকে "নমোনারায়ণায়" বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার করা হয়, এবং নমস্কৃত সন্ন্যাসী "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কারীর স্বরূপ অর্থাৎ নারায়ণত্ব উপদেশ করেন। অহো! নির্জ্জীব সন্ন্যাসী সমাজে আর্য্যতত্ত্বোপদেশের এই কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ব্যক্তিগত ঈশ্বরবিশ্বাসী অনাত্মজ্ঞগণ 'অহং ব্রহ্ম অস্মি" বাক্য উচ্চারণে সাহসী হয় না। ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে ঈদৃশ বাক্য অপরাধজনক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য উচ্চারণে অপরাধ সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম; কিন্তু যাঁহাদের বাক্যের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিধ্বনি করিয়াছেন সেই ঋষিগণ কি অপরাধী? মহর্ষি আরুনির "তত্ত্বমসি" উপদেশে তৎপুত্র শ্বেতকেতু "সৎএব অহমস্মি' ইতি বিজজ্ঞৌ" অর্থাৎ আমি সেই সৎস্বরূপ ইহা জানিয়াছিলেন। "বিজজ্ঞৌ" শব্দ শ্রবণহেতু শ্রোতার হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের উন্মেষজ্ঞাপক; শ্রবণান্তে মনন নিদিধ্যাসনাদি-যোগে আত্মজ্ঞান পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

কেবল আত্মজ্ঞই কি "অহংব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণে অধিকারী? না, এই বাক্যার্থ যিনি বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি এই তত্ত্ব মনন করিতেছেন, তিনি মনোগততত্ত্ব বাক্যে ব্যক্ত করিতে অর্থাৎ "অহংব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ করিতে সম্যক অধিকারী। ঘট যদি বলে "আমি মৃত্তিকা" তরঙ্গ যদি বলে "আমিজল" তবে মিথ্যাবাক্যজনিত অপরাধ হয় কি? দাস্যাভি-মানিভক্ত যদি ভূলক্রমেও "অহংব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহাতে অপরাধের সম্ভাবনা নাই; পরন্তু তাহাদ্বারা অজ্ঞাত অতর্কিত ভাবে সত্যই ব্যক্ত হইবে।

জ্ঞানী নির্ভয় চিত্তে "অহংব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু ভক্তের এই বাক্য শ্রবণেও ভয় হয়, ইহার কারণ কি? তৈত্তিরীয় শ্রুতি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছে, ব্রহ্মাত্ম-

জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছে "অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি" অর্থাৎ তিনি ভয়াতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু "যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ংভবতি" অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে আপনাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ করে' তাহার ভয় হয়। অহো! অজ্ঞতা হইতে কত রূপ বিভীষিকাই উৎপন্না হয়।

অহংব্রহ্মাস্মি বা তদ্ভাবব্যঞ্জক বহুবাক্যে ব্রহ্মসহ কৃষ্ণ-ভগবানের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে আত্ম-জ্ঞের কোনও আপত্তির কারণ নাই, যেহেতু আত্মজ্ঞই সাত্ত্বিক জ্ঞানী। তিনি বিভক্তরূপে প্রতীয়মান সকলভূতে এক অবি-ভক্ত অব্যয় সত্তা দর্শন করেন, "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ বৈষম্য, মনুষ্য পশ্বাদি জাতিবৈষম্য, ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি বর্ণবৈষম্য সত্ত্বেও সর্ব্বত্র যাহার সমদৃষ্টি, সেই সর্ব্ব-ব্রহ্মময় বা সর্ব্বআত্মময় দর্শীর দৃষ্টিতে কৃষ্ণভগবানও ব্রহ্ম স্বরূপ বা আত্মস্বরূপ।

ভগবান্ গীতার স্থানে স্থানে স্বীয় ব্রহ্মত্বজনিত ব্যাপ্তি-বাচক বাক্য দ্বারা ব্যাপকতাই প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ তিনি কুত্রাপিও "তত্ত্বমসি" বা তদ্ভাবব্যঞ্জক কোন বাক্যদ্বারা অর্জ্জুনের স্বরূপ উপদেশ কিংবা অর্জ্জুনসহ স্বীয় অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। পরন্তু অর্জ্জুন এবং অপর দেহীসহ সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সাধনবিধি এবং তৎফল উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবদ্বাক্য দ্বারাই অপর দেহী হইতে

ভগবানের স্বাতন্ত্র্য বোধ এবং স্বাতন্ত্র্যজনিত পরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। অহো! ভগবান সেবালাভ লিপ্সায়-স্বয়ংই স্বীয় বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকন্।" অর্থাৎ যে বিবেক যুক্তিহীন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে কোন কার্য্য বা জাত পদার্থ পূর্ণবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার ভগবানই তামসজ্ঞান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তামস জ্ঞানের ক্রিয়া দ্বিবিধা, ঘটাকাশ যদি মনেকরে, সে মহাকাশ, ঘটের বহির্দ্দেশে কিংবা অপর ঘটাদিতে আর আকাশ নাই তবে তাহা তামস জ্ঞানের ক্রিয়া; পক্ষান্তরে কোন ঘটাকাশ যদি স্বীয় আকাশত্ব এবং অপর সর্ব্ব-ঘটাদিতে আকাশের অস্তিত্ব লক্ষ্য না করিয়া ঘট বিশেষে মহাকাশত্ব আরোপ করে, তবে তাহাও তামসজ্ঞানের কার্য্য। গীতাগ্রন্থে তামসজ্ঞানের দ্বিবিধ ক্রিয়ারই সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহরূপ 'কার্য্য' পদার্থে ভূমত্ব সঙ্কোচ এবং অর্জ্জুনকে বিভুত্বের বহির্দ্দেশে স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন, "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাংনমস্কুরু।" এবং অপর সর্ব্বদেহীকে স্বীয় সত্তার বহির্দ্দেশে দর্শন করিয়াই "পত্রং পুষ্পংফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।" "মাঞ্চ যোহব্যভি-চারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।" প্রভৃতি বাক্যে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। পক্ষান্তরে অর্জ্জুন ও অপর দেহী সহ আপনাকে বিভুত্বের বহির্দ্দেশে স্থাপন এবং ভূমসত্তা সার্দ্ধ-ত্রিহস্তকৃষ্ণদেহে আরোপ করিয়া স্তুতি করিতেছেন। অহো!

"তত্ত্বমসি" তত্ত্বালোকের একান্ত অভাবেই গীতাজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে।

৫। কারণসত্তার বিভুত্ব বা কার্য্যকারণের একত্ব জ্ঞাপনার্থে বৈদিক ঋষি "সহস্রশীর্ষাদি" নানা মন্ত্রে নানা ভাবে বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, "কতিধাব্যকল্পয়ন্" এই প্রশ্নাত্মক বেদবাক্য ও বিশ্বদেহী বিরাট পুরুষের কাল্পনিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। গীতাগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপাদন মানসে বিশ্বরূপ বা বিরাটরূপ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রৌতবিশ্বরূপে এবং গীতার বিশ্বরূপে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রৌতবিশ্বরূপ বিশ্বময়, ব্রাহ্মণাদি ক্রমে মনুষ্যজাতি তাঁহার মুখ বাহু প্রভৃতি অঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপ জীব হইতে স্বতন্ত্র; মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ উহা আত্মেতররূপে দর্শন করিয়া স্বস্তি বাক্যে স্তুতি করিতেছেন, গন্ধর্ব্ব যক্ষ এবং অসুরগণ ঐরূপ আপনা হইতে স্বতন্ত্র দর্শন করিয়াই বিস্মিত হইতেছে, এবং লোকত্রয় সহ অর্জ্জুন ও সেই অদ্ভুত উগ্ররূপ আত্মেতররূপে দর্শন করিয়া প্রব্যথিত হইতেছেন। "বাগ্‌বিবৃতাশ্চবেদাঃ" এই মন্ত্রাংশে বেদ বিরাটপুরুষের বাক্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে আত্মেতর রূপে সম্বোধন পূর্ব্বক বাক্যালাপন এবং রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিতেছেন। শ্রৌতবিশ্বরূপ অপার অনন্ত দিগম্বর। গীতার বিশ্বরূপ দেহবিশিষ্ট, দিব্যমাল্যাম্বরধর, দিব্যগন্ধানু-

লেপিত, কিরীট, গদা চক্রাদি আয়ুধ শোভিত। গীতার ঈদৃশ কিম্ভূতকিমাকারবিশ্বরূপি ভগবান বিকটাননব্যাদন এবং করাল দংষ্ট্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের ভীতি এবং পরবর্ত্তি অবিবেকিজনের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদনে সক্ষম হইলেও স্বীয় বিভুত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে অক্ষম হইয়াছেন। ঈদৃশ বিশ্বরূপ কল্পনা কবিত্বাংশে প্রশংসার্হ এবং কাব্যগ্রন্থের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্থান প্রাপ্তির যোগ্য নহে; পরন্তু ইহা গীতা শাস্ত্রের লঘুত্ব সম্পাদন এবং গ্রন্থকর্ত্তার অবিমৃষ্যকারিতাই প্রতিপাদন করিতেছে।

৬। রমণী সন্তান অভাবে বন্ধ্যা বাচ্যা হয়, কিন্তু পরবর্ত্তি সময়ে তাহার পুত্রোৎপত্তিমাত্র বন্ধ্যত্ব অপবাদ দূর হইয়া যায়; সুতরাং কোন সন্তানেরই বন্ধ্যাপুত্র আখ্যা সঙ্গতা নহে। তদ্রূপ কোন অকৃত কর্ম্মের নিষ্কাম আখ্যা সঙ্গত হইলেও কর্ম্ম কৃত হইবামাত্র উহার নিষ্কাম খ্যাতি দূর হয়। কৃতকর্ম্মের নিষ্কাম সংজ্ঞা বন্ধ্যাপুত্র বাক্যবৎ অসঙ্গতা, কারণ সঙ্কল্প এবং কামনা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না।

নিষ্কাম কর্ম্মের 'চিত্তশুদ্ধ্যাদি, ক্রমে মোক্ষ পর্য্যন্ত ফলের পরিবর্ত্তে, ভগবান যদি উহার নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন করিতেন, অর্থাৎ ভগবান্ যদি বলিতেন, 'হে অর্জ্জুন, ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিংবা আমাতে ফলার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মকর, কিন্তু ইহাদ্বারা কদাপি কোনরূপ ফললাভের আশা নাই, ঈদৃশ নিষ্কাম কর্ম্ম স্বভাবতঃ সম্যক নিষ্ফল।' তবে অর্জ্জুন বা অপর কাহারও

নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইত কি? বিবেকীর বিচারে নিষ্কামকর্ম্ম আকাশকুসুমবৎ এবং সেই আকাশকুসুমের ফললাভ আশায়ই অন্তর্দৃষ্টিহীন অবিবেকীর কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।

৭। ভগবান কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞানের সমফলত্ব এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ফলানন্ত্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেহ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়াছেন, এবং কেহবা স্বয়ং সাধনদ্বারা সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমফল লাভ করিয়া "যত মত ততপথ" এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই জগৎকারণ, সুতরাং কর্ম্মী, ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী, সকলেরই তিনি একমাত্র অবলম্বন এবং অন্তিম লক্ষ্য ইহাই গীতা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পরন্তু "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। এই বাক্য কর্ম্মাদি বিভিন্ন সাধনের গৌণত্ব এবং কৃষ্ণশরণের মুখ্যত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। ঈদৃশ সাধনের অন্তিম ফল কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃষ্ণভক্তের আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের, সর্ব্ব সাধকেরই কি কৃষ্ণপ্রাপ্তি লক্ষ্য? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তিম লক্ষ্য এবং সাধ্য সাধন বিষয়ক বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্ভব-পর কি? "যতমত, ততপথ" অবলম্বনে অন্তিমে কোন্ গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে?

সাংসারিক কর্ম্মের ন্যায়, দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি বাস-নাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসাধন এবং দার্শনিক গবেষনারও ভিত্তি। সাংসারিক কর্ম্মফল অপেক্ষা সাধনফল শ্রেয়, এই জন্য ইহা

পুরুষার্থ বাচ্য। গুণবৈষম্যময় জগতে মানবের ভাব বৃত্তির নৈসর্গিক বৈষম্য হেতু সুখ দুঃখ সংস্কার ও বিষম বা বিচিত্র ; এই জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই ভাগ চতুষ্টয়ে পুরুষার্থ ও বিভক্ত হইয়াছে। দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি রূপ পুরুষার্থ পুনশ্চ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত, যথা স্থানসাপেক্ষ, এবং অবস্থা-সাপেক্ষ।

সুখ দুঃখ সংস্কার এবং ভাব বৃত্তির বৈষম্য জনিত প্রয়োজন-বৈষম্য হেতু সেই স্থান ও ভিন্ন ভাবে বর্ণিত এবং বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইতেছে, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা নিত্যবৃন্দাবণ, 'ভেহেস্ত' এবং হেভেন্ ইত্যাদি। এই সকল স্থান দুঃখশূন্য ; কিন্তু ভোগ এবং ভোগোপাদানের বৈষম্য হেতু সুখ বিচিত্র এবং বিভিন্ন রূপ। স্বর্গাদি স্থান অলৌকিক ভোগ্যপূর্ণ, কিন্তু অসুরের উপদ্রব, পুণ্য ক্ষয়, এবং অপরাধাদি নানাকারণে অধঃপতন সম্ভাবনা হেতু ভোগ নিরঙ্কুশ এবং নিত্য নহে। ভেহেস্ত নামক স্থান নৃলোকেঅপরিজ্ঞাত সুস্বাদু এবং সুগন্ধ ফলফুলশোভিত উদ্যান, মুক্তাময় অট্টালিকা, স্বর্ণ এবং মনিখচিতবিচিত্রবর্ণ পট্টাম্বরাচ্ছাদিত আসন, সুস্বাদুমদিরা, স্বর্ণরজতনির্ম্মিত পান-পাত্র, অনন্যপূর্ব্বা কৃষ্ণনয়না দিব্যাঙ্গনা, প্রভৃতি বিচিত্র ভোগো-পাদান পূর্ণ, তথায় ভোগ নিরঙ্কুশ এবং নিত্য। হেভেন্ নামক স্থান তাদৃশ ভোগ্যভোগবিরহিত ; বীণাবাদন এবং প্রভুগুণ গানদ্বারা হেভেন্ বাসিগণ কেবল বাগেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ ভোগ করেন। এই সকল স্থানের ভোগ্যভোগভোক্তাসহ

ভগবানের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই; এবং পূর্ব্বমীমাংসা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবৎসম্বন্ধ শূন্য।

গোলোক বা নিত্যবৃন্দাবনে ভগবৎসঙ্গ বা স্বয়ং ভগবানই প্রকৃত ভোগোপাদান, অন্যান্য বিষয় তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র। সখ্যভাবাপন্ন সাধকগণ ভবলীলাসংবরণান্তে সেই নিত্যধামে শ্রীভগবান সহ অপ্রাকৃত চিন্ময়শ্যামলীধবলী প্রভৃতি ধেনুচারণ করেন; বাৎসল্যভাবান্বিত সাধক অপ্রাকৃত প্রৌঢ়াকৃতি ধারণ পূর্ব্বক বালভগবানকে ক্ষীরসরনবনীত ভোজন করাইয়া থাকেন; দাস্যভাবাপন্ন সাধক "মঞ্জরী" অর্থাৎ অস্ফুটযৌবনা রমণীরূপ ধারণ পূর্ব্বক কুঞ্জসজ্জা এবং ব্যাজন পাদসম্বাহনাদি সেবা করেন, কান্ত বা মধুরভাবান্বিতসাধক অপ্রাকৃত চিন্ময় কিশোরীরূপে নটবর জগৎকারণকে স্বীয় রূপলাবণ্য সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। দম্পতিমাত্রেই ভোগ্যভোক্তৃ সম্বন্ধ নৈসর্গিক সুতরাং এস্থলে ভগবান যে ইন্দ্রিয়সুখের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন "তৃণাদপি সুনীচ" সাধক 'মঞ্জরীর' দাস্য লাভ কামনা করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন।

কেহ উত্তমস্থানে উচ্চবংশে উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করেন। কেহ শোকতাপবিচ্ছেদাদি বিরহিত দিব্যধামে মৃতপ্রিয়জন সহ পুনর্ম্মিলন সুখ ভোগ করেন। কেহ বা সাধন প্রভাবে মাহাত্ম্য-লাভান্তে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক তিব্বতের দুর্গম প্রদেশে বাস করেন।

অবস্থাগত পুরুষার্থও বিচিত্র, কোন সাধক এক অবস্থা

হইতে উন্নত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কেহবা সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনিমাদি বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্য পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে অপরিতৃপ্ত গৌরীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় "কৃষ্ণ প্রেমামৃত সিন্ধু" রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ স্বীকার করেন। মোক্ষ আখ্য পুরুষার্থও মতান্তরে "সার্ষ্টি সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য" এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, এই পঞ্চবিধ মুক্তি সহ ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্ন ভগবানের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, কারণ ভগবান ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন না হইলে, তৎসহ সমৈশ্বর্য্য ভোগরূপ সার্ষ্টি মুক্তি সম্ভবপর নহে। ভগবান লোক বিশেষে, এবং সেই লোকের অংশবিশেষে অবস্থিত না হইলে সালোক্য এবং সামীপ্য মুক্তি উপপন্না হয় না। ভগবান সাকার না হইলে সারূপ্য মুক্তি অসম্ভব। ঈদৃশ সাকার বা পরিচ্ছিন্ন রূপবিশিষ্ট ভগবানে সাধকজীবের যোগহেতু ভগবৎদেহ ক্রমশঃ আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাটাকার ধারণ করে কিনা তাঁহা শাস্ত্রে নিরূপিত হয় নাই।

স্থান সাপেক্ষ এবং অবস্থা সাপেক্ষ, উভয়বিধ পুরুষার্থ লাভ সময়েই সাধকের জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে, নতুবা গতি প্রাপ্তি এবং ভোগ সম্ভবপর হয় না। ঈদৃশ পুরুষার্থকামি সাধক কর্ম্মভক্তি এবং ক্রিয়াযোগ আখ্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন তাহা প্রবৃত্তিমার্গ বাচ্য।

বেদ, বেদান্তশাস্ত্র, বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং

বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রোক্ত, কৈবল্য, অপবর্গ, পুরুষার্থ, মোক্ষ এবং নির্ব্বাণাদি সহ গতিপ্রাপ্তি এবং ভোগ্যভোক্তৃত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা জীবভোগ্য অবস্থা বিশেষ ও নহে, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের, কুম্ভাকৃতিধ্বংসে কুম্ভোপাদান মৃত্তিকার, শান্ত সাগরে তরঙ্গের যে পরিণাম, ব্যক্তিত্ব বা জীবত্ব নাশে সাধকের তদ্রূপ পরিণামই ঐসকল শব্দের লক্ষ্য। ইহা ব্যক্তিগত ভগবান, ভগবদুপাসনা, এবং ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ নহে। বিবেক, বিবেকজবৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্য জনিত চিত্তবৃত্তিনিরোধই ইহার একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি। গতাগতির অভাব সত্তেও ইহার আখ্যা নিবৃত্তিমার্গ, কারণ এইস্থলেই জীবের জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব এবং জৈবস্বভাবসুলভ সুখবাসনাসহ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

বিচিত্র ভাববৃত্তিসম্পন্ন সাধকের সুখদুঃখসংস্কার বিচিত্র, সুতরাং প্রয়োজনও বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ, গন্তব্যস্থান এবং ভোগ্যভোগ স্বতন্ত্র, অবস্থা এবং চরম লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। সেই হেতুই বিচিত্রসাধ্য এবং বিরুদ্ধ সাধন প্রণালীও অবলম্বিত হয়। কর্ম্ম ভক্তি যোগাদি সাধনক্রম এবং সিদ্ধিবিষয়ক ভগবদ্বাক্য একদেশী, অর্থাৎ ইহা তাঁহার ভক্তবৃন্দের প্রীতিপ্রদ হইলেও অপরের অশ্রদ্ধেয়।

যিনি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, বিরুদ্ধমত, বিচিত্রসাধনপ্রণালী এবং বিভিন্ন সিদ্ধিতত্ত্ব, পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই, দ্বৈতবাদীর "দাসোঽহং" "সেবকোঽহং" প্রভৃতি বিনীত বানী এবং

অদ্বৈতবাদীর "শিবোঽহং" "সোঽহং" প্রভৃতি সতেজবাক্য যাহার কর্ণ কুহরে যুগপৎ প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তরস্থ বিবেকাকাশে প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তিনিই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়সঙ্কল্প করিতে পারেন, এবং অবিদ্যার অন্ধকারে তাঁহার অনুচরগণেরও সর্ব্ব-ধর্ম্ম একাকার দর্শন অসম্ভব নহে।

যিনি বিচিত্র ও বিরুদ্ধ গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে সম্যক অনভিজ্ঞ, এবং কদাপি কোন পথের অন্তপর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন নাই "যতমত ততপথ" তাঁহারই অভিমত।

জ্ঞান উপাসনা এবং কর্ম্মাখ্য ত্রিবিধ শ্রৌত সাধনের ফল স্বতন্ত্র। জ্ঞানফল সদ্যমুক্তি, "নতস্য প্রাণা উৎক্রমন্তি ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা শ্রুতি জ্ঞানের সদ্যফল প্রতিপাদন করিতেছে। বিবেক বৈরাগ্য এবং তজ্জনিত বৃত্তিনিরোধের সমাবেশ হেতু যোগ এবং জ্ঞানফলের পার্থক্য উপপন্ন হয় না। উপাসনার ফল দেবযান মার্গে গতি এবং ক্রমমুক্তি। কর্ম্মের পিতৃযান এবং ফল ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ। গীতাগ্রন্থে সমফলস্বরূপ অশ্রৌতমত সংস্থাপিত হইয়াছে।

প্রীতিপ্রদ পদপ্রসূনপরিমলপ্রমোদিত গীতাউদ্যানব্যাপি-ধর্ম্মবৃক্ষের মূল বিশ্বাসরূপী, এবং স্কন্ধভগবদ্রূপী, তদবলম্বনে কর্ম্মভক্তি যোগজ্ঞানাখ্য শাখাচতুষ্টয় বিস্তৃত, এই বৃক্ষের ফল ভগবৎপ্রাপ্তি। সুধীজন স্কন্ধাবলম্বনে বিভিন্ন শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক ফলচয়নে প্রয়াস করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে

বিবেকীর হৃদয়ে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ভগবদ্রূপী স্কন্ধ যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার আর ফল প্রত্যাশা কেন? এবং শাখারোহনক্লেশ স্বীকারেরইবা প্রয়োজন কি? তবে কি এই বৃক্ষের স্কন্ধ বাস্তবিক ভগবদ্রূপী নহে? অর্থাৎ গীতার "অহং, মাং মমাদি" পদে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মীভক্ত যোগী এবং জ্ঞানীর অবলম্বন ভগবান বা বাসুদেব কি জগৎকারণ নহেন? ইহা কি গ্রন্থকর্ত্তার বা সাধকের মনঃকল্পিত অসৎ পদার্থ? যে বৃক্ষের মূল অজ্ঞতা-জনিত বিশ্বাস এবং যাহার স্কন্ধ ভগবদাখ্য কল্পনাজাত অসৎপদার্থ, তাহার ফল তদ্রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এই শাল্মলি বৃক্ষে অমৃতফল প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র; পরন্তু ইহার অজ্ঞপ্রত্যাশিত সুপক্ব ফল বিবেক বাত্যায় আকাশে বিক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত হইয়া যায়।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

অর্থাৎ যদ্রূপ প্রবাহিত নদী সকল নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগরে অস্তমিত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান বা জ্ঞানী নামরূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষ প্রাপ্ত হয়।'

ভক্তকেশরি মধ্বাচার্য্য এই মুণ্ডক মন্ত্রের "বিহায়" শব্দের পূর্ব্বে লুপ্ত অকার প্রক্ষেপ পূর্ব্বক "অবিহায়" পদ রচনা করিয়াছেন, এবং "বিমুক্ত" শব্দের "অমুক্ত" অর্থ গ্রহন করিয়াছেন। কারণ, নামরূপ সহ জীবত্ব লুপ্ত হইলে তৎসহ নিত্য দাসত্ব এবং পাদসম্বাহনাদি নিত্যসেবাসুখ আশাও বিলুপ্ত

হয়। সমুদ্রে অন্তগত নদনদীর নামরূপ অনুসন্ধানের সুযোগ সকলের ভাগ্যে সংঘটিত হয় না, কিন্তু মধ্বাচার্য্য যদি ভাবক্লিন্ন নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দর্শন করিতেন তবে তাহার ঈদৃশ মতিভ্রম হইত না।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
নৃনামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

অর্থাৎ ঋজুকুটিলগতি সম্পন্ন জলের যেমন এক অর্ণবই গন্তব্য স্থান, তদ্রূপ রুচি বৈচিত্র হেতু ভিন্নমার্গাবলম্বি মানবের তুমিই একমাত্র গন্তব্য।' এই মহিম্নস্তব বাক্য প্রোক্তশ্রুতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি নহে, মন্ত্রের "বিদ্বান" শব্দ শ্রুতির তাৎপর্য্য সহ স্তববাক্যার্থের পার্থক্য প্রতিপাদন করিতেছে। ঈদৃশ মন্ত্র বা শ্লোকের আভাস অবলম্বনে অনেকেই বলেন যে, সরল কুটিল সকল ধর্ম্মমার্গই ভগবানে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থার যাহা অবলম্বন করা যায় তাহাতেই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং পন্থার ভালমন্দ বিচার অনাবশ্যক।

সাগরাভিমুখিনী তটিনীমাত্রই স্বভাবতঃ সরল এবং সহজ পথ অনুসন্ধান করে। দুরতিক্রম্য দুর্ভেদ্য দৃঢ় ভূমি, এবং প্রস্তর পর্ব্বতাদি দ্বারা স্বাভাবিক সরল গতি রুদ্ধা হইলে নদী বক্রগামিনী হয়; পরন্তু কোন স্থলে বিপরীত গামিনী ও হইয়া থাকে, উত্তর বাহিনী গঙ্গা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তদ্রূপ স্বভাবতঃ সাধকমাত্রই সরল এবং সহজ ধর্ম্মপন্থা অনুসন্ধান

করে, কিন্তু কেহ ভক্তি প্রেমাখ্য সুদৃঢ় ভাবভূমি ভেদ বা অতিক্রম করিতে অক্ষমতা বশতঃ বক্রগতিতে তাহা প্রদক্ষিণ করে, কেহ অপশাস্ত্র এবং অজ্ঞ বা ভণ্ড গুরুরূপ শিলাসংঘাতে বিপথগামী হয়, কেহবা কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস শৈলে প্রতিহত হইয়া বিপরীত পথগামী হইয়া থাকে।

পথের ঋজুতা কুটিলতা সুগমতা দুর্গমতা জনিত পথশ্রমের প্রভেদ পথিকেরই অনুভব্য, এই জন্য পান্থমাত্রই সরল সুগম পথ নির্ব্বাচনে প্রয়াসী হয়। যিনি জীবনসন্ধ্যাগমের পূর্ব্বেই গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল, তিনিই কত পথ অতিক্রান্ত হইল এবং কি পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল তাহা নিরূপণ জন্য ব্যস্ত, সুতরাং পান্থের বিচারে সকল পথ সমান নহে।

তৈলিকের যণ্ড ও পথিক বাচ্য, কিন্তু সে উদয়াস্ত নির্দ্দিষ্ট পথে পর্য্যটন করিতেছে, দেহান্ত না হইলে তাহার পথপর্য্যটন শেষ হয় না। ঋজু কুটিল সুগম দুর্গমাদি বিশেষণ সেই পন্থার উপযোগী নহে, বৃষভবরের মৃদুমন্দগতি লক্ষ্যহীন; সুতরাং সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টি ও অনাবশ্যক। ঈদৃশ পান্থের পথনির্ব্বাচন সহ কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাঙ্গনে পাদসঞ্চালনকারী পথিক বাচ্য কি? পন্থা অতিক্রম পূর্ব্বক গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি তাহার লক্ষ্য নহে, শরীরের জড্য দূর করাই তাদৃশ পথশ্রমের লক্ষ্য। ঈদৃশ পথিকের পথ জিজ্ঞাসা বা পথ নির্ব্বাচন নিষ্প্রয়োজন। যে অবিবেকি সাধক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পন্থায় অবিচারে আবাল্য বিচরণ করে, এবং অন্তিম

কাল পর্য্যন্ত বিচরণে কৃতসঙ্কল্প, তাহার জন্য সকল পথই সমান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পরিচ্ছিন্ন ভগবান এবং তদবতারই গীতা প্রোক্ত সাধকের অবলম্বন। ভগবানের চিন্ময় রূপ মানবের মনঃকল্পিত, প্রতিমূর্ত্তি মানব নির্ম্মিত, এবং অবতার প্রাকৃত দেহধারী; সুতরাং এই ত্রিবিধ পদার্থই কার্য্য। যেই জ্ঞানে কোন কার্য্য পদার্থ পূর্ণবৎ প্রতীয়মান হয়, ভগবান তাহার তামস আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে গীতাপ্রোক্ত সর্ব্ববিধ সাধনের ভিত্তি তামস জ্ঞান।

৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি কেবল "অহংব্রহ্মাস্মি" বা তদ্ভাবব্যঞ্জক বাক্যে ভূমসত্তা সহ স্বীয় অভিন্নত্ব জ্ঞাপন করিতেন তবে তাঁহার আত্মজ্ঞান উপপন্ন হইত, এবং তিনি বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষির ন্যায় অভিজ্ঞ সমাজে শ্রদ্ধা লাভ করিতেন; কিন্তু তাহার "সম্ভবামি যুগে যুগে" প্রভৃতি অবতারত্ব প্রতিপাদক বাক্য অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক, উহা অবিবেকীর চিত্তাকর্ষক এবং ভাবুকের ভক্তি উদ্দীপক হইলেও বিবেকীর অগ্রাহ্য।

১০। "সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ" এবং "ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্" প্রভৃতি বেদমন্ত্র সমুহের তাৎপর্য্যে অনবধানতা বশতঃ ভগবান্ গুণকর্ম্ম বিভাগপূর্ব্বক চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা ব্রাহ্মণ গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় বর্ণের নৈসর্গিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে মন্ত্রার্থ চূর্ণ করিয়া অজ্ঞের চক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১১। মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ মনোবৃত্তির স্বরূপ স্বভাব এবং বিষয়

সংযোগ বিয়োগজনিত অবস্থা বৈষম্য বিচার পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম এবং বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ সঙ্গত ছিল, ভগবদ্বাক্যে অবিবেকিজন মোহগ্রস্ত হয়।

১২। ভগবদ্গীতার 'সন্ন্যাসযোগ' এবং শ্রৌত স্মার্ত্ত সন্ন্যাস সম্যক স্বতন্ত্র। ভগবানে কর্ম্ম বা কর্ম্মফলার্পনরূপ সন্ন্যাসযোগ কোন শ্রুতি স্মৃতিগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না, ইহাই কি গীতা গ্রন্থের বিশেষত্ব! সংসার ক্ষেত্রের বাসনাপঙ্কে বিলুণ্ঠিত বিবেক বৈরাগ্যহীন অর্জ্জুন বা তদবস্থ অপর জীব সন্ন্যাস আখ্য চতুর্থা শ্রমের অধিকারী নহে, অতীতাশ্রমীর আত্মজ্ঞান ঈদৃশ জনের অজ্ঞেয়। 'সন্ন্যাসযোগ' এই আখ্যারূপ আবরণ উন্মোচিত হইলে ইহা বিবেক নেত্রে "নিষ্কাম" কর্ম্মাকারেই প্রতিভাত হয়। অবিবেকি ভগবদ্ভক্ত এতাদৃশ সন্ন্যাসযোগ অবলম্বনে আত্মবঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু সন্ন্যাস এবং তৎফল ইহার বহুদূরে অবস্থিত।

কর্ম্মবিমুখ অর্জ্জুনের কর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্যই ভগবানের উপদেশ, এই জন্যই গীতাপ্রোক্ত যোগজ্ঞানও কর্ম্মসঙ্কুল। বিস্বাদ বিষও যেমন সুস্বাদু পদার্থদ্বারা আবৃত হইলে সুখ সেব্য হয়, 'নিষ্কাম' বিশেষণ দ্বারা আবৃত কর্ম্মও অর্জ্জুন এবং তদবস্থ জীবের তদ্রূপ প্রীতিকর হইয়াছে এবং হইতেছে।

"যেন তেন প্রকারেন" অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল, এবং কর্ম্মভক্তি যোগ জ্ঞানাদি বিষয়ক বিচিত্র ব্যামিশ্র বাক্যে অভিভূতচিত্ত অর্জ্জুন "করিষ্যে বচনং তব"

বলিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে পরমতত্ত্ব উপদেশ প্রদান ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না, এবং রাজ্যলোলুপ প্রতিহিংসা-পরায়ণ অর্জ্জুন তাহার অধিকারীও ছিল না, অনধিকারীর প্রতি তত্ত্বোপদেশ ভগবানের অভিপ্রায় ও নহে।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

এই ভগবদ্বাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভগবান তত্ত্বোপদেশ দ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ অর্জ্জুনের বুদ্ধিভেদ করেন নাই, পরন্তু স্বয়ং সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবিবেকি অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করাইয়াছেন। এই জন্যই ভগবদ্গীতা তত্ত্বাবরক ব্যামিশ্র বাক্যপূর্ণা, এবং বর্ত্তমান সময়েও ইহাদ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ হয় না। অজ্ঞের বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি ভেদিতা না হইলে জ্ঞানের স্ফুরণ সম্ভবপর কি?

'বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন শিষ্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে বিজ্ঞানার্থ গমন করিবে। বিদ্বান গুরু সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত-শমান্বিত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবেন।" ইহাই শ্রুতি-বিধি। অর্জ্জুন বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞানার্থ গমন করেন নাই, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশও করা হয় নাই। সংসারানলসন্তপ্ত জীব শান্তিলাভাশায় তত্ত্বজ্ঞ সমীপে জিজ্ঞাসু হইলে বিবেকবৈরাগ্যই উপদেশ করা হয়, অর্জ্জুন তাদৃশ অবস্থা-পন্নও ছিলেন না, সুতরাং গীতাগ্রন্থে বিবেকবৈরাগ্য উপদেশের অভাব। রাজ্যলাভাশাপথ গুরুজ্ঞাতিপিতামহহত্যারূপ ভীষণ

কণ্টকে আকীর্ণ দর্শনে অর্জ্জুন বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন; গীতা সেই কণ্টকবনচ্ছেদক শাণিত কর্ত্তরী মাত্র। অর্জ্জুনের স্থায় অবস্থাপন্নজীব স্বীয় প্রয়োজনে উহা ব্যবহার করিতে পারেন। গীতা গ্রন্থের কোন শ্লোক বা শ্লোকাংশ অবলম্বনে বিভিন্ন ব্যক্তি বিরুদ্ধমত সমর্থন পূর্ব্বক স্বস্ব উদ্দেশ্য সাধন করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন মুমুক্ষুর প্রীতিকর নহে, এবং ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবেরও শান্তিপ্রদ নহে।

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্প্রদায়ে নরপূজা প্রচলন করাই গীতা গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ বর্ণনা কৌশলে এবং অপূর্ব্ব বাক্যচাতুর্য্যে অভিভূত অজ্ঞসমাজে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্যক্ সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদেহরূপ কার্য্যপদার্থে কৃৎস্নবৎবোধ যে তামসজ্ঞান মূলক তাহা গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যেই প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বাক্যব্যয় নিস্প্রয়োজন।
